

ক্যাণ্ডিড

ভল্‌টেয়ার

অনুবাদ ঃ অশোক গুহ

নিওলিট পাবলিশার্স

২১৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

বাংলা অনুবাদের প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬২।

নিও-লিট পাব্লিশার্সের পক্ষে, ২১৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে হিতেন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রাকর—জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন,
কলিকাতা—৯।

প্রচ্ছদপট—শিল্পী মণীন্দ্র মিত্র।
ব্লক নির্মাণ—প্রগ্রেসিভ এনগ্রেভিং
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট
দাম আড়াই টাকা।



ভল্‌টেয়ার

ক্যাণ্ডিড

কবে, কোথায় যেন পড়েছিলাম—যখন কোন জাতি ভাবতে শুরু করে, কার সাধ্য রোধে তার গতি। কথাটা সুভাষিতাবলী বা সূক্তেরই স্বগোত্র—চকমকানি আছে, কিন্তু রাঙ্তার রোশনাই নেই; আছে নিখাদ সত্য। এই সূক্তের সূত্র ধরেই এ-কথা বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে ফরাসী জাতির ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছিল, আর তা সম্ভব হয়েছিল ভোলতেয়ার-এর আবির্ভাবে।

ইতালীতে একদা রেনেশাঁ বা নবজাগরণ এসেছিল, জার্মাণীতে এসেছিল রিফর্মেশন্ বা নব সংস্কার আন্দোলন। ইংলণ্ড সেই নব বোধির জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হতে দেরী করে নি, কিন্তু ফ্রান্স তখন রাজতন্ত্র আর গীর্জার অনুশাসনে বাঁধা, তাই তার বদ্ধজলায় এল না নব বোধির তরঙ্গ। আবির্ভাব হ'ল না একজন মার্টিন লুথারের, একজন কেলভিন বা জন নক্সের। এমনি করে সপ্তদশ শতক এসে গেল। তখনো রাজতন্ত্র কায়েম—বড় বেশি করেই বুঝি কায়েম। তাই ফ্রান্সের সে-যুগ হ'ল চতুর্দশ লুই-এর যুগ, তিনি রাজতন্ত্রেরই মহিমা জাহির করলেন—আমার পরেই আসবে প্রলয়। তবু এই গলাবাজিরই আড়ালে আড়ালে নূতন প্লাবনের ধারা মরা নদীর সোঁতায় বয়ে আসতে লাগল। লা ব্রুয়ের আর ফেনেলন পুরাণো সমাজ-ব্যবস্থার উপরে নতুন বোধির একটু কলি ফেরাতে চাইলেন, ফুটোফাটা মেরামতির কাজ শুরু হয়ে গেল; বেইলী আর ফন্তেনেলাঁ সংস্কার-আন্দোলনের পুরোধা হলেন, কিন্তু তাঁরা হলেন শুধুই প্রচারক—ভাবুক নন। যাহোক, তবু পুরাণো সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। লা ব্রুয়ের আর ফেনেলন

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আর বেইলী আর ফতেনোঁ। আর একটু এগিয়ে গেলেন। আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। সাহিত্য কল্পনার আকর হয়েই শুধু রইল না, সমাজবোধের ছায়া পড়ল। তার পরে অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় এলেন মন্তেস্কু। তখনো রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় বসে লোকতন্ত্রের মহিমা গীত হতে লাগল। উদারতা রাজনীতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠল না। তবু এঁরাই হলেন নব বোধির অগ্রদূত; জমি চষলেন, বীজ বপন করলেন, আর ভোলতেয়ার এলেন সেই পাকা ফসল কেটে নিতে। কিন্তু শুধু কেটে নেওয়ার মেহনৎটুকু দিয়েই তিনি নববোধির অধ্বর্যু হলেন না—অধ্বর্যু হবার দাবিও তাঁর রইল।

ফ্রাসোঁয়া মারী আরুয়েৎ তাঁর আসল নাম, পিতৃদত্ত নাম। পরবর্তিকালে তিনি সে-নাম বর্জন করে নিজের নামকরণ করলেন ভোলতেয়ার। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন দেহে দুর্বল, কিন্তু মনে সজাগ। তাই দৈহিক অপটুতা মানসিক পঙ্গুতা হয়ে দেখা দিলে না। বরং তাঁর কর্মশক্তি প্রচণ্ড হয়ে উঠল। জেসুটদের তাঁবে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। রোমান ক্যাথলিক কুসংস্কার আর ধর্মোন্মাদনার ভাগ পেলেন না—ভাগ পেলেন তাঁদের ডায়ালেকটিক-অনুশীলনের। কোন কিছুকে চুলচেরা প্রমাণ করার হুনর শিখলেন, অবশেষে তার থেকেই এল তাঁর ঘোর নাস্তিকতা। তারপর বাপের অমতে তিনি কলমচীর পেশা ধরলেন। কিন্তু এ জরীন কলম নয়, জঙ্গী কলম। তারপরে পারীতে তাঁর আবির্ভাব। রিজেন্সীর অছিগিরিতে তখন দুর্বল ফরাসী সরকার। ফতোয়া আর ছন্দোবদ্ধ গীতে চলছে তার উপর ফরাসী মানুষের আক্রমণ। ভোলতেয়ারও সেই দলে ভিড়ে গেলেন। মুষল ধারে শুরু হ'ল ফতোয়া-বৃষ্টি। অভিজাত সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের হাতে মার খেলেন। কুখ্যাত বাস্তিল ভোগও হ'ল। বেরিয়ে এসে তিনি হলেন বিদ্রোহী।

নতুন জন্ম হ'ল তাঁর। তিনি দ্বিজ হলেন। কিন্তু দ্বিজত্বের দক্ষিণা দিতে হ'ল ইংলণ্ডে পালিয়ে গিয়ে। সেখানে ভাবধারায় শান পড়ল। লক্ তাঁকে মতবাদ যোগালেন; সুইফ্‌ট তাঁর ব্যঙ্গ আর শ্লেষের তূণ ভরিয়ে দিলেন; নিউটন দান করলেন বৈজ্ঞানিক ভাবধারা। নতুন সমাজ-ব্যবস্থার কামনায় তখন তিনি উদ্বুদ্ধ। ইংলণ্ড তাঁকে তারই ছক্ দিয়ে দিলে।

শিক্ষানবিশী সাঙ্গ হ'ল, এবার নয়া সমাজ পত্তনের তোড়জোড়। ভোলতেয়ার অশ্রান্ত লিখে চললেন কবিতা, নাটক, ইতিহাস, তর্ক-দ্বন্দ্বে মেতে উঠলেন, উপাখ্যান, উপন্যাস উপহার দিলেন। কিন্তু উপন্যাসে উপাখ্যানে, দর্শনে, ইতিহাসে কোন ভেদাভেদ রইল না। একই ভোলতেয়ার বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজের মতবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি এমনি করেই হয়ে উঠলেন অষ্টাদশ শতকের আত্মা—ফ্রান্সে রেণেশাঁ আর রিফর্মেশনের প্রতীক। তিনি একাই হলেন ফ্রান্সের মার্টিন লুথার, ইরাসমাস আর কেলভিন। বিপ্লবের বারুদ তৈরী হ'ল তাঁরই হাতে, আর সেই বারুদে পরবর্তীকালে পুরাণো সমাজ-ব্যবস্থা উড়িয়ে দিলেন দাঁতো, মারাত আর রোবেস্‌পীয়ের। যুগের সঙ্গে লড়াই করলেন, করে জিতলেন ভোলতেয়ার—তাই তিনি হলেন যুগপুরুষ।

কিন্তু এই যুগপুরুষকে স্বীকার করতে চাইলে না রাজতন্ত্র আর ধর্মযাজকতন্ত্র। তিনি কারাবরণ করলেন, বার বার নির্বাসন ভোগ করলেন। যাজকতন্ত্র তাঁকে মরবার পর নগরীর সমাধিক্ষেত্রে ঠাঁই দিলে না। শহরতলীতে সমাধিস্থ হলেন সংস্কারক, নতুন যুগের উদ্গাতা। তারপর যেদিন বিপ্লব বিজয়ী হ'ল সেদিন ফ্রান্সের জনগণ তাঁর অস্থি ক'খানি কবর থেকে তুলে নিয়ে এল মহাসমারোহে কবর দিতে। ফ্রান্সের মানুষকে তিনি জুগিয়ে ছিলেন মহাপ্রেরণা, তাদের স্বাধীনতার

জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরা তাই স্বাধীনতার এই পুরোহিতকে এমনি করেই বরণ করে নিলে। তাঁর ভাবধারা এমনি করেই স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করলে। হতভাগ্য ষোড়শ লুই কারাগারে ভোলতেয়ার আর রুসোর রচনাবলী দেখে শিউরিয়ে উঠে বললেন, এই দুটো মানুষই ফ্রান্সের সর্বনাশ করেছে! ফ্রান্সের সর্বনাশ নয়, রাজতন্ত্রের সর্বনাশ।—ফ্রান্সের জনগণের জীবনে মহালগ্নের প্রতিশ্রুতি।

'ক্যাণ্ডিড' ভোলতেয়ারের জীবনের সায়াহ্ন-পর্বের রচনা। তখন তিনি সারা ইউরোপের উপকথারই নায়ক নন, নিজেই এক উপকথা। ফ্রান্স-সুইস সীমান্তে ফার্ণেতে বাসা বেঁধেছেন। জীবনে অনেক তো হ'ল, আর কেন? এবার নিজের গৃহকোণে থাকবেন, গৃহের দিগন্তেই লীন হয়ে যাবেন। তাই বাগ-বাগিচা রচনায় মন দিয়েছেন। পুঁতছেন ফলের চারা—তার ফল আস্বাদন না হয় না হোক। কখনো বা খেয়াল-মাফিক একটা ঘড়ি তৈরী করছেন, বুনছেন এক জোড়া বাহারে রেশমী মোজা। তবু কি ডায়োজিনিসের 'টব' গড়তে পারেন অষ্টাদশ শতকের ভাবুক? বাইরে থেকে আসছে গাদা গাদা চিঠি—কত জিজ্ঞাসা তাতে, আবার মহিমময় ফ্রেডারিক নিজের দুর্ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা করছেন। মহিমময়ী রাজ্ঞী রাশিয়ার ক্যাথেরিনের কাছ থেকে আসছে খেলাৎ, পাদ্রীরা এসে হানা দিচ্ছেন, আসছেন মনীষী ঐতিহাসিক গিবন, জনসনের বিখ্যাত ছায়া-সহচর বসওয়েল। আলাপ-আলোচনায় মুখর হয়ে উঠছে ফার্ণে, আর ব্যঙ্গ-শ্লেষে বাঙময় হয়ে উঠছেন বৃদ্ধ ভোল্‌তেয়ার। তাঁকে দেখে কে বলবে, তিনি বাস্তিলের অন্ধ ডিগ্রী ঘুরে এসেছেন, নির্বাসন ভোগ করেছেন বার বার; মোক্ষ-বিচ্যুতি ঘটেছে? তিনি তখন বিদ্রোহ-বিপ্লবের পালা সাঙ্গ করে

দিয়েছেন, তাই বলে লাইবনিৎসে-এর আশাবাদের যে বিকৃতি ঘটেছে দিকে দিকে তার সঙ্গে সুর মেলাতে পারেননি। তবে তাঁর আশা মানুষের প্রতি। মানুষের প্রগতিতে তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস। সেই মহান আশাই তাঁকে জীবনে মহা মোহ-বিচ্যুতির বন্ধ্যা মাটি থেকে উত্তীর্ণ করেছে প্রগতির উর্বরতায়। তাই মোহ-বিচ্যুত অস্তুযক হয়েও তিনি মহা স্বাপ্নিক, মহান ভাবুক।

ফার্ণের জীবন ধারা এমনি চলছিল,, এমন সময় ১৭৫৫ সালে এল লিসবনের ভয়াবহ ভূমিকম্পের খবর। খৃষ্টানি পর্বদিনে তিরিশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল গীর্জায়, গীর্জা ধসে পড়েছে। শয়তান লুসিফার এমনি করেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিয়েছে তার প্রতিশোধ। ফরাসী পাত্রীরা খবর শুনে বলে বেড়াতে লাগলেন, এই বিপর্যয় লিসবনের মানুষের পাপেরই শাস্তি। প্রগ্রতিবাদী ভোলতেয়ার অমনি কবিতায় সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বময় প্রশ্নের উত্থাপন করে বসলেন,—হয়, ঈশ্বর পাপ প্রতিরোধ করতে পারেন, করেন না; নয় তো তিনি প্রতিরোধ করতে চাইলেও পারেন না। এক নাস্তিকের এক সফিট্রি। এই সফিট্রিকেই তিনি ছন্দোবন্ধে গেঁথে দিলেন। তাঁর বক্তব্য হ'ল—তুনিয়া গর্ব আর অবিচারেরই মঞ্চ। এখানে যত রোগীর ভিড়—তারা সুখের কথা কয়, কিন্তু সুখ কি বস্তু জানে না।

এর ক'মাস পরেই শুরু হয়ে গেল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স কানাডায় কয়েক একার তুষারময় জমির জন্য হত্যার উৎসবে মেতে উঠল। আবার আদিম সাম্যধর্মের উদ্গাতা রুসো লিসবনের কবিতার এক জবাব দিলেন। তিনি বললেন, এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মানুষ নিজে। যদি আমরা শহরে না থেকে প্রান্তরে বাসা বাঁধতাম, যদি খোলা আকাশের নীচে আমাদের ঠাঁই হোত, তাহলে তো এমনটি হোত

না। কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে, সুলভ জনপ্রিয়তা পেলে। ভলতেয়ার ক্ষিপ্ত—একটা কুইকসোট—একটা ভাঁড় তাঁর নাম দিলে ধূলায় লুটিয়ে! তিনি তূণ থেকে বেছে নিলেন ভীষণ তীর। এ তীর ভলতেয়ারী ব্যঙ্গের তীর। তিন দিনে লেখা হ'ল 'ক্যাণ্ডিড'।

'ক্যাণ্ডিড' দুঃখবাদেরই স্বপক্ষে ওকালতি। এই ওকালতিতে আছে লাইবনিৎসে-এর উত্তর-সাধকদের প্রতি শ্লেষ, ব্যঙ্গময় কটাক্ষ। বুঝি কটাক্ষ নয়, চাবুক—কাজীর কোড়া শুধু ঘটনা। আর সংলাপ এর প্রাণ। বর্ণনা নেই, চরিত্র সৃষ্টি নেই। ভোলতেয়ার-এর ওয়ারিশ আনাতোল ফ্রাঁসের মতে—ভোলতেয়ারের হাতে কলম চলেছে আর হাসি ঝরছে। তা ছাড়া ভাবগম্ভীর রচনার এ এক আদর্শ রীতি। সুমিত গদ্য, ফলাও করে রঙ দেওয়া হয়নি, কোথাও বর্ণনার ভারে ভারাক্রান্ত করা হয়নি। সব রঙ, সব বর্ণনা যেন এ রীতিতে শোষ-কাগজের মতো শুষে নেওয়া হয়েছে। শুধু আছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আর তা সজীব হয়ে উঠেছে, ব্যঙ্গে, শ্লেষে, বিদ্রূপে। এ ব্যঙ্গের মর্যাদা দিতে পারেন বিশ্ব সাহিত্যে একমাত্র ভোলতেয়ার আর তাঁর মন্ত্রশিষ্য আনাতোল ফ্রাঁস। কিন্তু সুইফ্‌টে-এর হুল এতে তেমন করে বাজে না, মুখে একটু বা হাসিই ফুটে ওঠে। তবে সে হাসি অট্টহাসি নয়, শুকনো হাসি। শুকনো হলেও রসে টৈটম্বুর। আবার সে রস অন্তঃসলিলা। এক বিদেশী সমালোচকের মতে, ভোলতেয়ার এখানে হয়ে উঠেছেন আলাপচারী। তিনি ব্যঙ্গের তীর ছুঁড়ছেন, অপরকে বিদ্ধ করছেন—নিজে আছেন অবিদ্ধ। মাঝে মাঝে শুকনো রসিকতা করছেন, কখনো বা গম্ভীর হয়েই নাগরিক-সুলভ অশ্লীলতায় মসগুল হয়ে উঠছেন। যে জন রসিক—বুঝহ সন্ধান, অরসিকেষু…মা লিখ!

'ক্যাণ্ডিড'-এ ভোলতেয়ার মিশিয়ে দিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা আর

অধীত বিদ্যা। কুমারী কুনেগোণ্ডের সন্ধান এখানে সুখের সন্ধানেরই রূপক হয়ে উঠেছে। দুনিয়াদারিতে নালায়েক ক্যাণ্ডিড সে পথের যাত্রী। পার্শ্বচর তাঁর আশাবাদী প্যানগ্লস, আর দুঃখবাদী মার্টিন। অষ্টাদশ শতকের শিল্পী-মহল এই সুখের সন্ধানেই রত ছিলেন। কেউ বা দুনিয়ার দুঃখবাদ থেকে অব্যাহতি পেতে লিলিপুটের জগত সৃষ্টি করলেন, কেউ বা ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখলেন; ভোলতেয়ার আশ্রয় নিলেন বিগত ইনকা সভ্যতায়। কিন্তু সে-সুখ তাঁর সইল না। তিনি আবার দুঃখবাদে নেমে এলেন। কল্পলোককে বাস্তব পরাভূত করলে। অবশেষে কুমারীকে পেলে ক্যাণ্ডিড কিন্তু কুমারী তখন বুড়ী, হতশ্রী। তাই এরই মধ্যে মানিয়ে নিতে হ'ল সন্ধানও চলল সুখের। দুঃখের পালার গায়েন ভোলতেয়ার এখানেই বিদায় নিলেন। এবার তিনি প্রগতি-বাদীর বেশে এসে দেখা দিলেন। সুখের সন্ধান না দিন, অন্তত জীবনকে সহনীয় করবার উপায় বাত্‌লে দিলেন। কি—না—চাষবাস কর, সুখে থাক। ফরাসী আকাদেমিসভ্য আঁদ্রে মোরোয়ার মতে এর অর্থ—এস আমরা গড়ে তুলি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন শহর, মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনের উৎকর্ষতা বাড়াবার কাজে লেগে যাই। তারপরে আর অন্য কথা না ভাবলেও চলবে। এ তো গেল পণ্ডিতী ভাষ্য—কিন্তু আমাদের খনা বা ডাকের বচনের গ্রাম্য সরল অর্থে ভোলতেয়ারীয় এই বিদগ্ধ সূক্তিকে নিলেই বা ক্ষতি কি!

ভোলতেয়ার 'ক্যাণ্ডিড' লিখেছিলেন, দুশতক আগে। কিন্তু আমাদের সমকালেও তার আবেদন ফুরোয়নি। আমরা এখন ঘন ঘন মঙ্গলময় জগতের কথা আওড়াই না। হতাশায় আমরা ডুবে গেছি। সে হতাশা যুদ্ধের মেঘে আরো বাড়িয়ে তুলছে। প্রতি মুহূর্তে করাল আকালের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। এই সময় ভোলতেয়ারী সূক্ত—কি সরলার্থে,

কি নির্গলিতার্থে আমাদের জীবনে আশা জাগিয়ে তুলতে পারে। আমরা তাঁরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে যদি বলতে পারি—এস আমরা জমি চষি—ফসল ফলাই। তাহলে কি দুনিয়ার দুঃখ ঘোচে না?

অনুবাদকের জবানীই কিছু বলি। ভোলতেয়ার-এর ক্যাণ্ডিড অনুবাদ জগতে বিরাট বাধা-প্রস্তর না হোক, হোঁচট খাবার সম্ভাবনা এখানে পদে পদে তাই দুঃসাহস নিয়েই এক্ষেত্রে এগুতে হয়—তা কি প্রকাশনায়, কি তরজমায়। প্রকাশনায় যখন নিও-লিট প্রকাশনার তরুণ বন্ধুদ্বয় এগিয়ে গেলেন, তখন অনুবাদকারও পিছনে পড়ে থাকতে চাইলেন না। তবে ভিন দেশী অনুবাদকারদের মতোই তাঁকেও সাবধানেই এগোতে হয়েছে। এর কারণ, ভোলতেয়ারী গদ্যের চাল, তাঁর স্টাইল। এ চালে বিস্তার নেই, আছে হ্রস্বতা। তাকে দানা বাঁধিয়ে স্বচ্ছতা দেবার প্রচেষ্টা। অন্যে পরে কা কথা। ইংরেজ অনুবাদক পর্যন্ত এ চাল বজায় রাখতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন। তাও আবার একজন নয়—বহুজন। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডে সামান্য ইংলিশ উপসাগরের ব্যবধান—মনের ব্যবধান হয়তো আরো বেশী—কিন্তু ভাষার ব্যবধান আমাদের চেয়ে ঢের কম। ওদের কাছে ভোলতেয়ার যখন তরজমায় দাঁড় করানো শক্ত, আমাদের কাছে আরো শক্ত তো হবেই। অনুবাদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সোভিয়েতে। সেখানকার এক তরজমা-শাস্ত্রের বৈয়াকরণিক বলেছিলেন, ভাষান্তর করতে গেলে নিজের ভাষায় মেলটি খুঁজে বার করতে হয়। লাখো কথার এক কথা। এই মেল খুঁজতে বঙ্কিমের (কমলাকান্ত) থেকে আধুনিক পরশুরাম পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি। তবে ভোলতেয়ারে আর তাঁর বাংলা তরজমায় মেলবন্ধন হয়েছে কিনা সেকথা রসিক সুজন বিচার করবেন—আমি তো নই।

—অশোক গুহ

ওয়েস্টফালিয়ায় ব্যারণ-থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্কের প্রাসাদ-দুর্গ। সেখানে বাস করত এক যুবক। প্রকৃতি তাকে দিয়েছিলেন অতি মধুর স্বভাব, আর মুখখানিও ছিল তার মনেরই দর্পণ। বিচারবুদ্ধি আর সরল-সহজ ব্যবহারের তার ভিতরে মিলন ঘটেছিল, তাই বুঝি তার নাম হ'ল ক্যাণ্ডিড। পরিবারের সাবেক আমলের দাসদাসীরা সন্দেহ করত, সে ব্যারণ-ভগ্নীরই পুত্র। এই অঞ্চলের এক অভিজাত পুরুষের ঔরসে তার জন্ম। তিনি মাত্র একাত্তরজন ঊর্ধ্বতন পুরুষের কুলুজিনামাদাগা ঢাল দাখিল করতে পারতেন বলেই অভিজাত তরুণী তাঁকে কখনো বিবাহ করতে রাজি হন নি। ঐ অভিজাত পুরুষের বাকি কুলুজিনামা তখন কাল কবলে বিনষ্ট।

ওয়েস্টফালিয়ায় ব্যারণ তখন একজন প্রবল-প্রতাপ ভূস্বামী। তোরণ-গবাক্ষে সুশোভিত তাঁর প্রাসাদ-দুর্গ বিরাট, হলঘর কারুকার্যখচিত আচ্ছাদনা মণ্ডিত, বাহিরের প্রাঙ্গনে মোতায়েন কুকুরের দল। শিকারের পালা এলে এরাই পরিণত হোত শিকারী কুকুরের পালে আর সহীসরা বনে যেত শিকারী। এই অঞ্চলের ধর্মযাজক ছিলেন তাঁর পারিবারিক যজন-যাজনের পুরোহিত। 'মহামান্য হুজুর' বলেই সবাই তাঁকে ডাকত, আর তাঁর রঙ্গ-রসে হেসেও উঠত।

আমাদের মহামান্যা ব্যারণ-ঘরণী ওজনে ছিলেন প্রায় সওয়া চার মন। আর এরই জন্য মানে মর্যাদায়ও তিনি তখন বিরাট। অতিথি সংকারে সে বিরাটত্ব এমন ফুটে উঠত যে, মর্য্যাদা

আরো বহুগুণ বেড়ে যেত। তাঁর কন্যা কুনেগোণ্ডের বয়েস সতেরো, গোলাপী তাঁর গায়ের রং—এক কথায় কামোদ্দীপা, কামময়ী। ব্যারণপুত্রও পিতারই যোগ্য সন্তান, তার গৃহশিক্ষক প্যানগ্লস তো পরিবারে সকল বিদ্যায় মহাপণ্ডিত বলে স্বীকৃত। ক্যাণ্ডিড তাঁর বক্তৃতা অবিচলিত শ্রদ্ধা নিয়েই শুনত। এ তো তার বয়স আর চরিত্রেরই ধর্ম।

প্যানগ্লস শেখাতেন দর্শন-ধর্মতত্ব সৃষ্টিতত্ব। কারণ ছাড়া যে কার্য নেই একথার তিনি অভ্রান্ত প্রমাণ দিতেন। এই যথাসম্ভব সেরা দুনিয়ায় মহামান্য ব্যারণের প্রাসাদ-দুর্গই সেরা আর মহামান্য ব্যারণ-ঘরণীও সেই সেরা প্রাসাদ-দুর্গেরই সেরা ঘরণী— একথাও তিনি জাহির করতেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন, প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীতে যা-কিছু দেখা যায় তার উলটোটা হবার যোটি নেই। কারণ সবকিছুই বিশেষ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি আর সে-সৃষ্টি নিশ্চয়ই মানুষের সেরা মঙ্গলের জন্যই। দেখ না, নাক পরকলা বহন করবার জন্যেই তৈরি ; আর তাই আমরা পেয়েছি চশমা। পা দুখানা যেন মোজার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ; অতএব মোজা আমাদের পরিধেয়। খোদাই করার জন্যই পাথরের জন্ম, আর সেই পাথরে আবার জন্ম প্রাসাদ-দুর্গের ; তাইত আমাদের মহামান্য হুজুরের এই অতি সুন্দর প্রাসাদ-দুর্গ নির্মিত হ'ল। কারণ এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূস্বামীর সেরা আবাসই তো কাম্য। আবার শূকরের পাল খাদ্য হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, আর আমরা খাদকের দল সারা বছর

ধরে তাই শূকরমাংস খাচ্ছি। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, যাঁরা বলেন সবকিছুই পৃথিবীতে মঙ্গলের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা বাজে কথা বলেন। শুধু মঙ্গলই নয়, সেরা মঙ্গলই তো বলা উচিত।

ক্যাণ্ডিড কান পেতে শুনত আর সরল মনে বিশ্বাসও করত; কারণ তরুণী কুনেগোণ্ড তার চোখে তখন অনুপমা সুন্দরী, কিন্তু তাকে সে কথা মুখ ফুটে বলার সাহস তার ছিল না। সে মনে করত, মহামান্য ব্যারণরূপে জন্ম গ্রহণ তো এক পরম সৌভাগ্য, একেবারে পয়লা নম্বর সৌভাগ্য। দুনম্বর সৌভাগ্য কুনেগোণ্ড রূপে আবির্ভাব। আর তিন নম্বর সৌভাগ্য তাঁকে প্রতিদিন দর্শন: চার নম্বর সৌভাগ্য ওয়েস্টফালিয়ার তথা সারা দুনিয়ার সেরা দার্শনিক সর্ববিদ্যাবিশারদ প্যানগ্লসের উপদেশ শ্রবণ।

প্রাসাদ-দুর্গের হাতায় গাছপালা ঘেরা জায়গা—তাকে বলা হোত বাগিচা, সেই বাগিচায় একদিন কুনেগোণ্ড বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর মার খাস দাসীটিকে ব্যবহারিক দর্শনের শিক্ষা দিচ্ছেন পণ্ডিত প্যানগ্লস। দাসীটি বড় সুশ্রী, বড় নম্র স্বভাব। তামাটে তার গায়ের রং, দেখতে একেবারে ছোটখাট। কুমারী কুনেগোণ্ডের বিজ্ঞানের উপর বড়ই অনুরাগ, তাই তিনি টু শব্দটি না করে তাঁর চোখের সামনে যে পরীক্ষা চলতে লাগল, তা যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন। পণ্ডিতের অকাট্য যুক্তিগুলি স্পষ্টই বোঝা গেল,

তার কার্য-কারণেরও হদিস মিলল। তারপর বড়ই উত্তেজিত হয়ে ফিরে এলেন তরুণী। মনে তাঁর কত ভাবনা। তিনিও তখন ঐ শিক্ষালাভের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। কল্পনায় দেখলেন, তরুণ ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে তিনি তর্ক যুদ্ধে মেতে উঠেছেন।

প্রাসাদে ফিরে এসে ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লজ্জারক্তিম হয়ে উঠলেন কন্যা। ক্যাণ্ডিডও তাই। তাকে সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে আবেগে স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। ক্যাণ্ডিডও জবাবে কি বললে সে নিজেই জানেনা। পরদিন, খাবার-টেবিল থেকে উঠে এসে ওঁরা একটা পর্দার অন্তরালে আশ্রয় নিলেন। কুনেগোণ্ড হঠাৎ ফেলে দিলেন তাঁর রুমালখানা, ক্যাণ্ডিড সেখানা তুলে দিলে। "তরুণী সরল বিশ্বাসে তার হাতখানা তুলে নিলেন নিজের হাতে, আর সরল মনে ক্যাণ্ডিডও তরুণী ভদ্রমহিলার হাতের উপর চুম্বন এঁকে দিল। কত ব্যগ্র, আর লীলাময় সে চুম্বনধারা। অধরে অধরে মিলন হ'ল, চোখ ঝলমল করে উঠল, জানু থরথরো, আর হাত তো তখন আর স্থির নেই।" এমন সময় ঐ পর্দার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যারণ থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্ক। কার্য-কারণের ক্রিয়া দেখে তিনি ক্যাণ্ডিডকে প্রাসাদ থেকে সজোরে পদাঘাতে বার করে দিলেন। কুমারী কুনেগোণ্ড তখন মূর্চ্ছাহত। চেতনা ফিরতেই ব্যারণ-গৃহিণীর চড়-চাপড় তাঁর প্রাপ্য হল। এমনি করেই এ হেন সেরা প্রাসাদে এল বিশৃঙ্খলা। সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

দুই

ভূস্বর্গ থেকে বিতাড়িত ক্যাণ্ডিড ; কোথায় সে চলেছে খেয়াল নেই। কাঁদছে আর চলেছে, কখনো বা শূন্যে তার দৃষ্টি, কখনো বা সেরা প্রাসাদের দিকে। সেখানে আছেন পরমাসুন্দরী কুমারী। মুক্ত প্রান্তরে লাঙ্গলের দুই খাতের ভিতর সে রাতে শুয়ে পড়ল। ঘন তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। চরম হয়ে দাঁড়াল ব্যাপার। খাবার নেই। শীতে ও ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে ক্যাণ্ডিড হামাগুড়ি মেরে পাশের গ্রামে এসে হাজির হ'ল। হ্বেল্ডবার্গফটার্গফ, ডিকডর্ফ তার নাম। এক সরাইখানার ফটকে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, দরজার দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

নীলরঙের পোষাক-পরা দুটি লোক তাকে দেখতে পেলে।

একজন অপরকে বললে, ওহে দেখছ, ছোকরা বেশ জোয়ান, আমরা যেমনটি লম্বা-চওড়া চাই ঠিক তেমনি।

ওরা ক্যাণ্ডিডের কাছে গিয়ে তাকে অতি বিনয়ে ভোজে নিমন্ত্রণ করে বসল। ক্যাণ্ডিডও বিনয় সহকারেই বললে, হে ভদ্রমহোদয়দ্বয়, আপনাদের নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার ভাগের টাকা দিই এমন শক্তি আমার নেই।

নীল পোষাকধারীদের একজন বললে, মহাশয়, আপনার মত রূপ আর গুণের যারা অধিকারী, তাঁরা কোনদিন কিছু না দিয়েই সবকিছু পান। মহাশয় কি পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা নন?

ক্যাণ্ডিড বিনয়ে নত হয়ে বললে, হাঁ মহাশয়, আমার দেহের উচ্চতার এ-ই পরিমাপ।

তাহলে আসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক। আমরা আপনার ভাগের টাকাই শুধু দেব না, আপনার মত মানুষ যে টাকার অভাব সহ্য করবেন—তাও হতে দেব না। একে অপরকে সাহায্য করবে বলেই তো মানুষের জন্ম।

ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে, যথার্থ কথাই বলেছেন, প্যানগ্লস মহাশয়ও এই কথাই বলতেন। আপনাদের ভদ্রতা দেখে মনে হচ্ছে, এই ত্নুনিয়ায় সবকিছুই মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

তার নূতন সঙ্গীরা তাকে কয়েকটা টাকা নিতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ক্যাণ্ডিড কৃতজ্ঞ হয়েই নিলে, আবার রসিদ লিখেও দিতে গেল। কিন্তু এ প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে ওরা তাকে নিয়ে গিয়ে খাবার-টেবিলে বসে পড়ল।

নীল পোষাকধারীদের একজন স্বরু করলে, আপনি কি ভালবাসেন না....?

ক্যাণ্ডিড অধীর হয়ে বলে উঠল—আমি কুমারী কুনেগোণ্ডকে খুবই ভালবাসি।

আর একজন বললে, সে-কথা নয়। আমরা জিজ্ঞেস করছি আপনি কি বুলগেরিয়ার রাজাকে ভালবাসেন না ?

না মশাই, মোটেও না। আমি তাঁকে কখনো চোখেই দেখিনি।

সে কি! তিনি যে রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা! আস্থন, আমরা তাঁর স্বাস্থ্য পান করি!

বেশ তো তাই-ই হোক, ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে। তারপর গেলাস শূন্য হতে দেরী হ'ল না।

ওরা এবার চীৎকার করে উঠল, যথেষ্ট! আপনি এখন বুলগার রাজের সমর্থক, রক্ষক—রক্ষাপ্রাচীরও বলা যায়। আপনি বুলগার জাতির বীর নায়ক। আপনার বরাত ফিরল। মান-যশ সবই তো আপনার। এবার আপনার যশের ক্ষেত্রে চলুন!

এই বলেই ওরা তাকে শৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে টেনে নিয়ে চলল সেনা ছাউনিতে। সেখানে 'ডাইনা ঘোর্', 'বাঁয়া ঘোর্', 'জোর কদমে চল্', আর গুলী ছোঁড়া শেখানো হ'ল। তারপরে মুগুরের তিরিশখানি ঘা হজম করে তবে তার শিক্ষা হ'ল সমাপ্ত। পরের দিন সে কুচকাওয়াজের সময়ে মোটামুটি ব্যাপারটা রপ্ত করে নিলে। এ দিন তার ভাগ্যে জুটল মোটে মুগুরের বিশ ঘা। তৃতীয় দিনে দশ ঘায়ে এসে নামল। তাকে সাথীরা এবার অবতার বলে ঠাওরালে।

ক্যাণ্ডিড তো হতবুদ্ধি। কি করে বীরের খেতাব তার জুটল—সে ঠাহরই পেলে না। বসন্তের এক ভোর বেলা পালিয়ে যাবার বুদ্ধি গজিয়ে উঠল তার। আর সটান সে রওনা হয়েও পড়ল। মানুষ আর পশুর যখন ইচ্ছা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করবার সুবিধে আছে—এই কথাই তখন সে ভাবছে। দুই লীগও যায় নি, তখন ছ ফুট লম্বা চারজন বীর এসে তাকে বেঁধে ফেললে। তারপর সে নিক্ষিপ্ত হ'ল এক অন্ধ কারাকক্ষে। সামরিক আদালতে তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল সমস্ত ফৌজের

হাতে ছত্রিশ বার করে চাবুক, না কপালে এক সঙ্গে বারোটি গুলী, কোনটি খাওয়া তার কাম্য ? সে বৃথাই তর্ক করলে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন ; তাই কোনটাই তার কাম্য নয়। কিন্তু যে কোন একটা তো বেছে নিতেই হবে। তাই সে ভগবানের দান ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ছত্রিশ বার চাবুক-তাড়নাই বেছে নিলে। দুটি পালা পিঠের উপর দিয়ে চলে গেল। দুই হাজার ফৌজ। সে তাই কুল্যে চার হাজার বার চাবুক খেল। মাংসপেশী গেল ফেটে চৌচির হয়ে, শিরা ছিঁড়ে গেল। ঘাড় থেকে পিঠ অবধি ভো ছিন্নভিন্ন। এবার তেসরা পালা এসে গেল। ক্যাণ্ডিড তখন আর পারে না। সে তাই ভিক্ষা চাইলে, ওরা তাকে গুলী করে শেষ করে দিক। প্রার্থনা মঞ্জুর। চোখে বাঁধা হ'ল পটি, হাঁটু গেড়ে তাকে বসানো হ'ল। বুলগাররাজ এই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার অপরাধ কি শুধালেন। রাজা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি ঘটনা শুনে বুঝলেন, যুবক দার্শনিক—পৃথিবীর হালচাল জানে না, তাই তাকে ক্ষমা করলেন। এই ক্ষমার মহিমা গাইবে এ যুগের সংবাদপত্র আর যুগে যুগে ইতিহাস। ক্যাণ্ডিড তিন সপ্তাহে আরাম হয়ে উঠল। একজন শল্য চিকিৎসক বিখ্যাত ভিষগবর ডিসকোরাইডিসের ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে চিকিৎসায় তাকে সারিয়ে তুললেন। তখন আবার তার নতুন চামড়া গজাতে সুরু করেছে। আবার সে হাঁটতে পারে। এরই মধ্যে বুলগাররাজ আবর রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

তিন

যাঁরা দুই সুশিক্ষিত সেনাদলকে ব্যূহ সাজিয়ে অপেক্ষা করতে দেখেন নি, তাঁরা তো সে-ব্যূহ রচনার সৌন্দর্য বা কৌশলের তারিফে অক্ষম। তুরী, ভেরী, ঘোষক আর কামান-বন্দুকের গর্জন মিলে এমন এক সুর-সঙ্গত জমে ওঠে, যার কাছে জাহান্নমও হার মেনে যায়। প্রথমে তো গোলন্দাজের তোপে দু'পক্ষের প্রায় ছ' হাজার মানুষ উড়ে গেল, তারপরে রাইফেলের অগ্নি উদ্গার। তাতে দুনিয়া প্রায় ন'-দশ হাজার কুলাঙ্গারের ভার মুক্ত হল। রাইফল ছ' হাজারের মোহড়া নিলে তার অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে। সংখ্যা এবার এসে দাঁড়াল প্রায় তিরিশ হাজারে। ক্যাণ্ডিড তখন দার্শনিকের মতোই থরহরি কম্পমান, এই বীরত্বের জবাই থেকে সে দূরে সরে গেল, যথাসম্ভব লুকিয়ে রইল।

তারপরে সব শেষ। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা তাদের নিজ নিজ শিবিরে এবার ঘটা করে বিজয়-উৎসব স্নুরু করে দিলেন। ক্যাণ্ডিড স্থির করলে, সে এবার অন্যত্র তার কার্য কারণের সন্ধান চালাবে। মৃতের স্তূপের উপর দিয়ে, মুমূর্ষুদের ডিঙিয়ে সে আবর রাজ্যের সীমান্তে এক গ্রামে গিয়ে হাজির হ'ল। সে গ্রাম তো তখন ধূমল ধ্বংসস্তূপ। আন্তর্জাতিক আইনের শর্তে বুলগাররা সে গ্রাম ভস্মসাৎ করে দিয়ে গেছে। বৃদ্ধরা সারা দেহে ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে তাকিয়ে দেখছে তাদের নিহত স্ত্রীদের

দিকে। তারা রক্তাক্ত বুকে শিশুদের আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। আবার কোথাও বা কুমারীরা বীরদের আসঙ্গ লিপ্সা নিবৃত্তি করে ধর্ষিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কেউ বা অর্ধদগ্ধ—মৃত্যুর কামনা করছে অধীর হয়ে। সারা প্রান্তর ছেয়ে আছে মগজের ঘী, ছিন্ন হাত-পার স্তূপে।

ক্যাণ্ডিড উর্ধশ্বাসে গ্রামান্তরে ছুটে গেল। এ বুলগারদের এলাকা। আবর বীরদের হাতে সে এলাকারও একই দশা। ক্যাণ্ডিড ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। দেহের সার মৃত্যুর আকুলি-বিকুলিতে অধীর—তারই ভিতর দিয়ে পথ। রণরঙ্গের মঞ্চ পিছনে ফেলে সে চলে এল। ঝুলিতে তার কিছু খাবার, আর মনে এখনো কুমারী কুনেগোণ্ডের ভাবনা। হল্যাণ্ডে পৌছতেই সে খাবার শেষ হয়ে গেল। শুনতে পেল, এখানে সবাই ধনী আর সবাই খৃষ্টান। তাই মনে তিলমাত্র সন্দেহ রইল না যে, ব্যারণ থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্কের প্রাসাদের মতোই এখানেও সে সমাদর পাবে। কুনেগোণ্ডের কামকটাক্ষে তো তার নির্বাসন ঘটেছে—তার আগে তো সে বহাল-তবিয়তেই ছিল।

কয়েকজন হোমরা-চোমরা লোক দেখে সে ভিক্ষা চাইলে। তারা সবাই তাকে শাসালে, যদি ভিক্ষা পেশাই সে চালায়, তাহলে তাকে সংশোধনাগারে তারা চালান দেবে, কি করে রুজি রোজগার করতে হয় সেখানে শিখবে।

একজন লোক পুরো এক ঘণ্টা ধরে এক বিরাট জনতাকে দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা শোনাচ্ছিল শেষে ক্যাণ্ডিড তারই কাছে

প্রার্থনা জানালে। বক্তা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি কি মানুষের মঙ্গল চাও ?

ক্যাণ্ডিড বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, কারণ ছাড়া কার্য নেই। একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ আছে—আর সে সম্বন্ধ যথাসম্ভব মঙ্গলের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আমার ভাগ্য আমাকে কুমারী কুনেগোণ্ডের কাছ থেকে বিতাড়িত করেছে, আমি ফৌজী চাবুক-তাড়নাও সয়েছি। এখন তো ভিক্ষা আমার সম্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত রোজগার না করতে পারি ততক্ষণ এই-ই-আমার পেশা, এর তো আর অদল-বদল নেই।

বক্তা বললেন, বন্ধু, তুমি কি বিশ্বাস কর নাস্তিক কেউ আছে ?

ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে, আমি তো শুনিনি, কিন্তু কে নাস্তিক কে অনাস্তিক জানি না, আমার কিছু খাবার চাই।

তিনি বললেন, তুমি খাবার পাবার উপযুক্ত নও। যাও ভাগ বদমাস! ভাগ-ভাগ! আমার কাছেও আর এস না!

বক্তার স্ত্রী সেই মুহূর্তে জানালায় মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, খৃষ্টধর্মে অবিশ্বাসী আছে কি নেই লোকটার সেই সম্বন্ধেই সন্দেহ, আর দ্বিরুক্তি না করে পুরো এক বালতি নোঙ্‌রা জল উজাড় করে দিলেন তার মাথায়। হা ঈশ্বর, ধর্মবিশ্বাসের অন্ধ প্রেরণায় মহিলারা কিনা করতে পারেন!

খৃষ্টধর্মে দীক্ষা পায়নি এমন একজন লোক জেমস্। সে এই নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখতে পেল। এযে তার মানুষ ভাইয়ের

অপমান—লাঞ্ছনা। মানুষ তো ডানা ছাড়া জীব, দুখানি তার আছে পা আর এক আত্মা। সে তাই তাকে বাড়ি নিয়ে এল, ধুইয়ে দিলে গা, তারপরে রুটি আর বীয়ার খাওয়ালে। আর দিলে গোটা কয়েক টাকা। এমন কি তার হল্যাণ্ডের কারখানায় যে পারস্যের রেশমী কাপড় তৈরী হয় সেখানে তাকে শিক্ষানবিশীতেও বহাল করতে চাইলে। ক্যাণ্ডিড তো কৃতজ্ঞতায় তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে আর কি!

সে চীৎকার করে বলে উঠল, আমার গুরু প্যানগ্লস ঠিকই বলেছেন, দুনিয়ায় সবকিছুই মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। ঐ যে কালো জোব্বা পরা ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী—তাঁদের নিষ্ঠুরতার চেয়ে আপনার দয়া তো কত মহান! আমার হৃদয় তো গলে গেল।

পরদিন বেড়াতে বেড়াতে ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে এক ভিখারীর দেখা হয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গে ঘা। দেহে জীবনীশক্তি নেই। নাকের ডগা কিসে যেন খুবলে নিয়ে গেছে, মুখখানা বেঁকে দুমড়ে গেছে আর-এক দিকে, দাঁত কালো কালো। এখন সে কণ্ঠনালী দিয়ে কথা বলে, উপাসনা মন্দিরের উদাত্ত বাণী যেন ঘড়ঘড় করে বেজে ওঠে, আর আছে কাসির প্রচণ্ড দমক। দমকে থুতু ফেলতে গিয়ে মনে হয় দাঁতই বুঝি উপড়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে।

চার

এই কিম্ভুত ভিখারীকে দেখে ভয় থেকে করুণাই হ'ল বেশি। জেমস্-এর কাছ থেকে দুটো টাকা পেয়েছিল, সে তাই দিয়ে দিলে। প্রেত কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে, চোখে জল ঝরল। তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। ভয়ে ক্যাণ্ডিড এল পিছিয়ে।

এক হতভাগ্য আর এক হতভাগ্যকে বললে, এর অর্থ কি তাহলে এই—তুমি তোমার প্রিয় প্যানগ্লসকে আর চিনতেও পারছ না?

ক্যাণ্ডিড চেঁচিয়ে উঠল, প্যানগ্লস! আমার প্রিয় গুরু—তাঁর এই হাল? বলুন গুরু, এ দুর্দশা আপনার কি করে হ'ল। অমন সুন্দর প্রাসাদ থেকে কেন আপনি চলে এলেন? কি হ'ল সেই রমণীরত্নের, কি হ'ল সেই প্রকৃতির পরম কীর্তি কুমারী কুনেগোণ্ডের?

প্যানগ্লস অস্ফুটস্বরে জানালেন, আমার কথা বলার আর শক্তি নেই।

ক্যাণ্ডিড তাঁকে নিয়ে গেল জেমস্-এর আস্তাবলে। সেখানে খানকয়েক রুটি খাওয়ালে। তিনি একটু চাঙা হতেই বললে,

আপনি কুমারী কুনেগোণ্ডের নাম করছিলেন না?

তিনি মৃত, প্যানগ্লস জবাব দিলেন। এই কথায় ক্যাণ্ডিড

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। কিন্তু আস্তাবলে প্রাপ্ত টক সির্‌কার কয়েক ফোঁটায় বন্ধু তার চৈতন্য সম্পাদন করলেন। ক্যাণ্ডিড চোখ মেলে চাইল।

সে বলে উঠল, হায় কুমারী কুনেগোণ্ড মৃত! এই মঙ্গলময় পৃথিবীর একি হাল হ'ল!....তিনি কেমন করে মারা গেলেন? তাঁর পিতার প্রাসাদ থেকে পদাঘাতে যে বিতাড়িত হ'লাম, তারই দুঃখে কি তিনি মরণ বরণ করলেন? আমার তো এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

না, প্যানগ্লস বললেন, বুলগার সেনাদল বর্বরভাবে তাকে ধর্ষণ করে তার পেট চিরে ফেললে। আমাদের মহামান্য হুজুর যখন তাকে রক্ষা করতে এলেন, তারা তাঁর মাথা গুঁড়িয়ে দিলে। মহামান্যা হুজুরাণীকেও টুকরো টুকরো করে ফেলা হ'ল; ভগিনীর দশাই হ'ল আমার হতভাগ্য শিষ্যের। আর প্রাসাদ-দুর্গের কথা কি বলব—একখানা পাথর আর একখানার উপর খাড়া রইল না —গোলাবাড়ি গেল, ভেড়ার পাল গেল, হাঁসের ঝাঁক গেল, রইল না একটাও গাছপালা। কিন্তু এর যথেষ্ট প্রতিশোধও নেওয়া হ'ল। আবররা পাশের এক বুলগার ভূস্বামীর জমিদারিতে এরই পুনরাবৃত্তি করলে।

এই কাহিনী শুনে ক্যাণ্ডিড আবার মূর্চ্ছা গেল। চেতনা হ'লে যা বলা উচিত সে তাই বললে। প্যানগ্লসের এই দুর্দশার কার্যকারণ আর অকাট্য যুক্তি কি জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

প্যানগ্লস বলে উঠলেন, হায় বন্ধু, এ তো সেই প্রেম। মানবের সন্তোষবিধায়িনী প্রেম, জগৎপালিকা প্রেম—জীবজীবনের আত্মা প্রেম, এই সেই পেলব প্রেমেরই কীর্তি !

ক্যাণ্ডিড মাথা নেড়ে বললে, আমি এই প্রেমকে চিনি। সে তো হৃদয়ের রাজরাণী, আত্মার আত্মা ; সে প্রেমের জন্য তো একটি চুম্বন আর বিশবার পদাঘাত পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু এমন সুন্দর কারণ থেকে এমন বিসদৃশ ফল কি করে আপনার উপর ফলল ?

প্যানগ্লস উত্তর দিলেন, প্রিয় শিষ্য, পাকেতাকে তোমার স্মরণ আছে নিশ্চয়ই—সেই যে সুন্দরী আমাদের ব্যারণ-ঘরণীর খাসদাসী ছিল। ওর ভুজবন্ধে আমি স্বর্গের আনন্দের আস্বাদ পেয়েছিলাম। এই যে নরক যন্ত্রণা আমাকে আজ পাগল করে তুলেছে, এও তো সেই আনন্দেরই দান। সে ছিল রোগদুষ্ট—হয় তো আজ আর বেঁচেও নেই। পাকেতা এই রোগ পায় এক অতি জ্ঞানী সাধুর কাছ থেকে—তিনি আবার এক বৃদ্ধা কাউণ্টেসের দ্বারা সংক্রমিত হন। তিনি এ রোগ পান ঘোড়াসওয়ার বাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে। এক মারসিওনেসের কাছে তিনি আবার এর জন্য ঋণী। তিনি পান তাঁর এক বালক ভৃত্যের কাছ থেকে। সে পায় আবার এক পাদ্রির কাছ থেকে। পাদ্রিটি খোদ কৃষ্টফার কলম্বাসের বংশধরদের একজন হিসেবেই এ রোগ ওয়ারিশানসূত্রে লাভ করে। আর আমার কথা বলি, এ

রোগ আমি কাউকে দিয়ে যাব না। কারণ, আমি তো মরতে বসেছি।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল, কি অদ্ভুত বংশাবলী প্যানগ্লস! সয়তান কি এই বংশকাণ্ডের আদিপুরুষ নয়?

না, নিশ্চয়ই নয়, মহাজন প্যানগ্লস বললেন, এর তো প্রয়োজন আছে। এই সেরা দুনিয়ার এই তো প্রয়োজনীয় মালমশলা—এই তো উপাদান। আমেরিকার এক দ্বীপে স্পেননিবাসী কলম্বাস যদি এই রোগে আক্রান্ত না হতেন, আমরা তো তাহলে চকোলেট আর কশিনিয়াল (ক্যাকটাস গাছের পোকা —লাল রং তৈরী করবার জন্য ব্যবহৃত হয়—অনু) পেতাম না। বংশকাণ্ডের উৎসকে বিষাক্ত করে দেয় বটে এই রোগ, বার বার বংশাবলীকে প্রতিরোধ করে, প্রকৃতির মহান উদ্দেশ্যের সে পরিপন্থী, কিন্তু এরই দৌলতে আমরা এই দুটি জিনিষ পেলাম। বৎস, এটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আজও আমাদের এই মহাদেশে ইউরোপীয়দের এটি একটি বিশেষ রোগ। এ যেন ধর্ম বিরোধের মতই সংক্রামক। তুর্ক, ভারতীয়, পারসীক, চীনা, শ্যামবাসী বা জাপানীরা এখনো এর হদিস পায়নি। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর ভিতরেই এ অভিজ্ঞতা তাদের হবে তারও অকাট্য যুক্তি আছে। ইতিমধ্যে, এই রোগ আমাদের মধ্যে চমৎকার প্রসার লাভ করেছে। আর সংস্বভাব ভাড়াটে সেনাবাহিনীর মধ্যে তো আরো বেশি তার প্রগতি। এরা সুশৃঙ্খল, সংযমী জীব—এঁরাই তো রাষ্ট্রের ভাগ্য-নিয়ন্তা। আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে

পারি যে, যখন ত্রিশ হাজার সৈন্য অপর পক্ষের সমানসংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়, তার মধ্যে উভয় পক্ষের প্রায় বিশ হাজারই রোগে দুষ্ট।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, চমৎকার, চমৎকার! তোমার কথা আমি অনন্তকাল ধরে শুনতে পারি, কিন্তু আগে তোমার আরাম হওয়া দরকার।

কি করে আরাম হব? প্যানগ্লস বললেন। আমার কাছে একটা পয়সা নেই। বন্ধু, এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এমন কে বৈদ্য আছে যে বিনা দর্শনীতে তোমার রক্তমোক্ষণ করাবে, বা তোমাকে বিরেচক দেবে?

এই কথা শুনে ক্যাণ্ডিড কি করবে স্থির করে ফেললে। দয়াময় জেমস-এর কাছে সে ত্বরায় গিয়ে তার পায়ে পড়ে বন্ধুর চরম দুর্দশার মর্মস্পর্শী বিবরণ পেশ করলে। সদয়-হৃদয় জেমস্ প্যানগ্লসকে গৃহে স্থান দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। তাঁকে নিজের ব্যয়ে আরাম করে তুললেন। চিকিৎসাকালে প্যানগ্লস এক চোখ ও একখানি কান হারালেন। তখনও তিনি লিপিকুশল, গণিতে তাঁর অপূর্ব অধিকার, তাই জেমস্ তাঁকে খাজাঞ্চি নিযুক্ত করলেন। দু'মাস পরে কার্যোপলক্ষে তিনি তাঁর নিজের জাহাজে লিসবন বন্দরে চললেন। সঙ্গে নিলেন দুটি দার্শনিককে। সমুদ্র যাত্রাকালে প্যানগ্লস তাঁকে সব কিছুই মঙ্গলের জন্য এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। জেমস্ কিন্তু এ মতে সায় দিলেন না।

জেমস্ বললেন, মানুষ নিশ্চয়ই তার স্বভাব নষ্ট করে ফেলেছে ; কেননা কেউই নেকড়ে হয়ে জন্মায় না, জন্মেই নেকড়ে হয়। ঈশ্বর তাদের কাউকেই বারো সের ওজনের ভারী ভারী তোপ আর সঙ্গীন সঙ্গে দিয়ে পাঠাননি ; কিন্তু তবু তারা খোদকারি করছে—পরস্পরের ধ্বংসের জন্য তৈরী করছে তোপ আর সঙ্গীন। আমি শুধু সর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হওয়াকেই এই পর্যায়ে ফেলব না। এমন কি যে আইন দেউলে মানুষের সম্পত্তি হরণ করে, মহাজনকে প্রতারণা করে—তাকেও এরই গণ্ডিভুক্ত করতে চাই।

এক চোখো দার্শনিক মন্তব্য করলেন, এতো অবশ্য প্রয়োজনীয়েরই আর এক উদাহরণ। ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য সাধারণের সৌভাগ্যেরই সৃষ্টি করে। তাহলে দেখা যায়, যত ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বাড়বে ততই আমরা দেখতে পাব, সকলের মঙ্গল বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর এতে ভালই হবে।

এমনি তর্ক সুরু হয়ে গেল। আকাশ এদিকে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল, পৃথিবীর চারি কোণ থেকে বয়ে এল হাওয়া। লিসবনের বন্দর তখন দৃষ্টিপথে এমন সময় প্রবল ঝড় এসে জাহাজখানি আক্রমণ করে বসল।

পাঁচ

তরঙ্গ দোলায় দুলছে জাহাজ, এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হচ্ছে যাত্রীরা। অর্ধেক যাত্রী তো ধকলে মৃতপ্রায়—শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার জন্য তৈরী। ক্লান্তি আর অস্থিরতায় অধীর। তাদের বিপদের বোধও লোপ পেয়ে গেছে। আর অর্ধেক যাত্রী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠছে, করছে প্রার্থনা। পাল ছিন্নভিন্ন, মাস্তুল ভগ্ন, জাহাজ দুখণ্ড হয়ে যায়-যায়। যারা এখনো সক্ষম, তারা যা পারছে করছে। সবাই ছত্রভঙ্গ, ছত্রখান, কর্তৃত্ব নেবার লোক নেই। জেমস জাহাজ চালনায় যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন। তিনি ডেকে এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় এক উন্মত্ত নাবিক এসে তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করলে। তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন ডেকের উপর। নিজের আঘাতের প্রচণ্ডতায় নাবিকও টাল সামলাতে পারলে না। সে জাহাজ থেকে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পড়বার সময় ভাঙা মাস্তুলের এক টুকরো আঁকড়ে ধরে জাহাজেরই একপাশে ঝুলতে লাগল। সদয়-হৃদয় জেমস তার সাহায্যে ছুটে এলেন, তিনি তাকে ডেকের উপর তুলে নিলেন। কিন্তু তুলতে গিয়ে নিজে গেলেন সমুদ্রে পড়ে। নাবিকের চোখের সুমুখেই পড়ে গেলেন, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। জেমসের মৃত্যু হলেই বা তার কি? ক্যাণ্ডিড সেই সময়ে কাছেই ছিল। সে ছুটে এসে দেখলে, তার উপকারী বন্ধু

একবার সমুদ্রের উপরে ভেসে উঠলেন, তারপর চিরতরে মিলিয়ে গেলেন। সেও সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গেল, কিন্তু বিখ্যাত দার্শনিক প্যানগ্লস তাকে নিরস্ত করলেন। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, লিসবন বন্দর জেমসের নিমজ্জিত হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি যখন প্রমাণে ব্যস্ত, এরই মধ্যে জাহাজ দুভাগ হয়ে গেল। সবাই মরল—শুধু রক্ষা পেলেন প্যানগ্লস আর ক্যাণ্ডিড। আর সেই নিষ্ঠুর লস্কর, যে, সদয় হৃদয় জেমসের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। দুর্বৃত্ত ভাগ্যবলে সাঁতরে গিয়ে পারে উঠল। প্যানগ্লস আর ক্যাণ্ডিড একখানা তক্তা আঁকড়ে ধরে ভেসে চললেন তার পিছনে পিছনে।

কিছুটা সুস্থ হয়ে এবার তাঁরা লিসবনের পথে রওনা হলেন। এখনো কিছু পুঁজি আছে, তারই সাহায্যে বুভুক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন এই তাঁদের অভিলাষ। ঝড় থেকে তো যাহোক অব্যাহতি পেয়েছেন।

শহরে পা দিয়েছেন মাত্র, তখনো উপকারী বান্ধবের শোক অপগত হয়নি, এমন সময় মনে হ'ল পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। বন্দরে সমুদ্র যেন ফুটন্ত হয়ে উঠল, নোঙর করা জাহাজগুলি ভেঙে-চুরে গেল। অগ্নিশিখার ঘূর্ণায় আর ভস্মে ভরে গেল পথ-ঘাট বাগ-বাগিচা। বাড়িগুলো টাল মাটাল, মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে ছাদ, ভেঙে পড়ছে ভিতের উপর, ভিত যাচ্ছে গুঁড়িয়ে। আর সেই ভগ্নস্তূপে তিরিশ হাজার পুরুষ-নারী আর শিশু দলিত-পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

লস্কর উল্লসিত। শীস দিচ্ছে আর গাল পাড়ছে। সে হাসতে হাসতে বললে, এবার কিছু মালপত্তর মিলবে।

প্যানগ্লস শুধালেন, এই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটল, এর যুক্তি কি ?

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে জানালে, শেষ বিচারের দিন সমাগত গুরু।

লস্কর ভগ্নস্তূপের দিকে ছুটে চলে গেল। সে জীবন বিপন্ন করে খুঁজছে ধনদৌলত। কিছু যোগাড় করে ছুটল মদ খেয়ে মাতাল হতে। তারপর সুরার নেশা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে সে প্রথম যে মেয়েকে দেখলে, তারই অনুগ্রহ কিনে নিলে সেই বিচূর্ণ গৃহের ভগ্নস্তূপে, মৃত আর মুমূর্ষুর ভিড়ে। যখন সে এমনি আমোদে ব্যাপৃত, প্যানগ্লস জামার আস্তিন ধরে টেনে বললেন,

না, না, বন্ধু, এ তো উচিত নয়। তুমি মানুষের যুক্তি বহির্ভূত কার্যে লিপ্ত। আনন্দের বড় দুঃসময় বেছে নিয়েছ বন্ধু!

লস্কর খেঁকিয়ে উঠল, গোল্লায় যাও তুমি! আমি লস্কর, বাটাভিয়ায় আমার জন্ম। জাপানে গেছি চারবার, অমন চারবার তোমাদের ক্রুশের উপর লাথি মেরেছি। তোমার যুক্তির লোক আমি নই। তুমি ভুল করেছ।

ক্যাণ্ডিড ছুটন্ত পাথরের টুকরোয় আহত হয়ে মরার মত পড়েছিল পথে, তার উপর তখন চুণ-বালি চাপা।

সে প্যানগ্লসকে ডেকে বললে, ঈশ্বরের দোহাই, কিছু মদ আর তেল নিয়ে এস আমি তো মরতে বসেছি।

প্যানগ্লস বললেন, ভূমিকম্প কিছু নতুন জিনিস নয়। গত বছর আমেরিকার লিমা শহরে ঠিক এমনি ভূমিকম্প হয়েছিল, একই কারণে একই কার্য ঘটে। লিমা থেকে লিসবন অবধি মাটির নীচে আছে গন্ধকের শিরা-উপশিরা ছড়িয়ে—এই তো এর কারণ।

বোধ হয় তাই, ক্যাণ্ডিড বললে, কিন্তু মদ আর তেল চাই—দোহাই তোমার!

বোধহয় কি! চীৎকার করে উঠলেন দার্শনিক, আমি বলছি—এ এক প্রমাণিত সত্য।

ক্যাণ্ডিড চেতনা হারাল। প্যানগ্লস কাছের এক ঝরণা থেকে জল নিয়ে এলেন।

পরের দিন ধ্বংসস্তূপে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলতে চলতে ওঁরা খাদ্যবস্তুর সন্ধান পেলেন, শক্তিও সঞ্চয় হ'ল। এবার আর সবার সঙ্গে যারা মৃত্যু থেকে রেহাই পেয়েছে, তাদের দুর্দশা দূর করতে লেগে গেলেন। যাদের তাঁরা সাহায্য করলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের ডাকলেন ভোজে। এমন বিপর্যয়ের পর যেমন ভোজ আশা করা যায় তাই। খাবার একেবারে কদর্য, খেতে খেতে অতিথিরা কাঁদতে লাগলেন। চোখের জলে রুটি ভিজে গেল। প্যানগ্লস তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন—এসব তো মঙ্গলের জন্যই হ'ল। এর উল্‌টোটা হয় না, হতে পারে না।

তিনি স্থির করলেন এ সব তো মঙ্গলেরই মূর্ত প্রকাশ। যদি লিসবনে আগ্নেয়গিরি থাকে, অন্য কোথাও সে আগ্নেয়গিরি

কি করে যাবে? যেখানকার যা জিনিস, সেইখানেই তো তা থাকবে—এই তো নিয়ম। আর তাই সব কিছু মঙ্গলের জন্যই সৃষ্টি।

প্যানগ্লসের পাশে বসেছিলেন কালো পোষাক-পরা একটি বেঁটে খাটো মানুষ। তিনি ধর্মাধিকরণের এক রাজকর্মচারী। তিনি তাঁর দিকে ফিরে ভদ্রভাবে বললেন,

মহাশয়, আপনার কথা শুনে আমার মনে হয়—আপনি আদি পাপে বিশ্বাসী নন; যদি সবই মঙ্গলের জন্য হয়—তাহলে মানুষের পতন আর চিরন্তন শাস্তি বলে কিছু থাকতে পারে না।

প্যানগ্লস আরো ভদ্রভাবেই বললেন, আমি মহামান্য হুজুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, কিন্তু এই মঙ্গলময় পৃথিবীতে প্রয়োজন হিসেবেই মানুষের পতন আর চিরন্তন দণ্ডের আমদানী হয়েছে—এই কথাই আমি বলতে চাই।

রাজকর্মচারী শুধালেন, তাহলে আপনি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে অবিশ্বাসী?

হুজুর, মাপ করবেন, প্যানগ্লস বললেন, স্বাধীনতা শুধু একান্ত প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আমাদের স্বাধীনতাই প্রয়োজনীয়। যে ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত—প্যানগ্লসের আর বাক্য সমাপ্ত করা হ'ল না। মধ্য পথেই রাজকর্মচারী তাঁর সশস্ত্র পরিচারককে মাথা নেড়ে এক গেলাস পোর্ট আনতে ফরমায়েস করলেন।

ছয়

ভূমিকম্পে লিসবনের চার ভাগের তিন ভাগ ধ্বংস হয়ে গেল। এবার দেশের জ্ঞানী শাসকের দল পূর্ণ ধ্বংস নিবারণের উপায় খুঁজে না পেয়ে এক চরম দণ্ডের আয়োজন করলেন। কয়স্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয় ফতোয়া দিলেন, কয়েকজন মানুষ ধিকিধিকি আগুনে দগ্ধ হবে—ঘটা করে এই দৃশ্য দেখাতে পারলে তবে ভূমিকম্পের অভ্রান্ত প্রতিষেধক মিলবে।

তাই কর্তৃপক্ষ বিস্কের এক অধিবাসীকে গ্রেফতার করলেন। তার ধর্ম-মাকে বিবাহ করেছিল বলে সে দণ্ডিত হ'ল। আর দুজন ফিরিঙ্গি য়িহুদী মুরগী আর শূকরের মাংস একসঙ্গে ভোজনে অস্বীকার করার অপরাধে শাস্তি পেল। ভোজের পরে কর্তৃপক্ষ এসে গুরু প্যানগ্লস আর তাঁর শিষ্য ক্যাণ্ডিডকেও ধরে নিয়ে গেল। একজনের অপরাধ, তিনি বক্তৃতা দেন, অপরের অপরাধ সে তাঁর বক্তৃতা শোনে আর সায় দেয়। প্যানগ্লস আর ক্যাণ্ডিডকে আলাদা কুঠরিতে রাখা হ'ল। স্যাঁতসেঁতে ঘর, কখনো রোদে তাঁদের অসুবিধেয় পড়তে হ'ল না। এক সপ্তাহ পরে তাঁদের বার করে এনে দণ্ডিতের উপযোগী পোষাক পরিয়ে দেওয়া হ'ল, মাথায় কাগজের তাজ। ক্যাণ্ডিডের তাজ আর জোব্বায় আবার আগুনের শিখা উল্টো ভঙ্গীতে আঁকা। আর আছে লেজ আর নখহীন সয়তান, সে মুখ ভেঙচাচ্ছে। প্যানগ্লসের জোব্বা আর তাজের সয়তান লেজ আর থাবায় শোভিত;

আগুনের শিখাও উর্ধগামী। এমনি পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে ওঁরা চললেন মিছিলের সঙ্গে। এক হৃদয় দ্রব-করা বক্তৃতার পরে শুরু হয়ে গেল বেসুরো বেতালা বাদ্য। তারই তালে তালে ক্যাণ্ডিডের পিঠে চাবুক পড়তে লাগল ; গান উঠল ঐক্যতানে। শূকর আর মুরগীর মাংস যারা একসঙ্গে খেতে চায় নি, তাদের জীবন্ত দগ্ধ করা হ'ল। প্যানগ্লসের হ'ল ফাঁসি। যদিও প্রথার বিরুদ্ধেই ফাঁসি হ'ল। আর সেইদিনই মেদিনী আবার কেঁপে উঠলেন। প্রচণ্ড ধ্বংসে হ'ল তার পরিণতি।

ক্যাণ্ডিড ভীত, হতভম্ব, বিস্মিত। রক্তবিলিপ্ত দেহে ধুঁকতে ধুকতে সে আপন মনে ব'লে উঠল, এই যদি সবচেয়ে ভাল দুনিয়া হয়, তাহলে বাকিটা কি রকম ? যদি শুধু চাবুক খাওয়ারই ব্যাপার হোত, তাহলে এ প্রশ্ন করতাম না। বুলগারদের কাছ থেকে ও পাঠ তো আগেই নিয়েছি। কিন্তু আমার গুরু বিখ্যাত দার্শনিক প্যানগ্লস ফাঁসিকাঠে ঝুললেন—এর কারণ তো জানা চাই। আমার বন্ধু জেমস—যিনি ছিলেন মানুষের সেরা মানুষ, তিনিই বা কি করে তীরের কাছে এসে ডুবলেন —এও কি নিয়তি ? হায় সুন্দরী কুনেগোণ্ড, তুমি তো ছিলে রমণী-রত্ন—তোমার কিনা নিয়তি হ'ল ধর্ষণ আর হত্যায় !

কশাঘাত পড়ল তার উপরে, তাকে উপদেশ দেওয়া হ'ল, তারপর আশীর্বাদ করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। টলতে টলতে এবার সে চলতে লাগল। এক বৃদ্ধা তাকে দেখে বললে, যুবক, সাহসে ভর করে আমার সঙ্গে চলে এস !

সাত

সাহসে ভর করা তার কুলাল না, তবু বৃদ্ধার পিছু পিছু এসে হাজির হ'ল এক ধ্বংসপ্রায় বাড়িতে। সে তাকে খাদ্য আর পানীয় আর গায়ে মাখবার জন্যে এক শিশি মলম এনে দিলে। তারপরে দেখিয়ে দিলে পরিপাটি এক শয্যা। তার উপরে পড়ে আছে এক প্রস্থ পোষাক।

বললে, বেশ করে খাও-দাও, ঘুমোও। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন! আমি কাল আবার ফিরে আসব।

ক্যাণ্ডিড তো সব দেখেশুনে, দুঃখ সয়ে তাজ্জব বনে গেছে। বৃদ্ধার দয়া দেখে আরো তাক্ লেগে গেল। সে তার হাতে চুমু খেতে গেল, কিন্তু বৃদ্ধা তাকে বাধা দিয়ে বললে,

আমার হাতে চুমু খেতে চেয়োনা! কাল আবার আমি আসব। তুমি মলম মালিশ কর, খাও দাও, বিশ্রাম কর।

দুর্ভাগ্য আছে তা সত্ত্বেও ক্যাণ্ডিড হৃষ্টমনে আহার করলে, তারপর ঘুমে বিভোর হয়ে গেল। পরদিন ভোরে বৃদ্ধা তার জন্য ছোট হাজিরি নিয়ে এল। সে পিঠখানা পরীক্ষা করে দেখে নিজেই আর একটি মলম মালিশ করে দিলে। দুপুরে এল দ্বিপ্রাহরিক আর রাতে নৈশ ভোজ। পরদিনও যথাপূর্ব করলে।

ক্যাণ্ডিড শুধু জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তুমি কে? কেন আমার প্রতি তোমার এত দয়া? তুমি যা করলে এর জন্য কি করে ধন্যবাদ জানাব বল?

সে বললে, আমার সঙ্গে এস। কথাটি কোয়ো না।

তার হাত ধরে শহরের ভিতর দিয়ে সিকি মাইলটাক নিয়ে গেল। এবার এক নির্জন বাড়িতে এসে হাজির হ'ল। বাড়িখানি একক, চারিদিকে পরিখা আর বাগ-বাগিচা ঘেরা। বৃদ্ধা পাশের একটা দরজায় ঘা মারলে, তৎক্ষণাৎ খুলে গেল দরজা। গুপ্ত সিঁড়ি-পথে তাকে নিয়ে গেল এক সুসজ্জিত শয়ন মন্দিরে। কিংখাবের শয়ানে তাকে বসিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। ক্যাণ্ডিড ভাবলে, এ কি দিবাস্বপ্ন! সমস্ত বিগত জীবন যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হ'ল। বর্তমান তো এখন সুখস্বপ্নে ভরপুর।

বৃদ্ধা শীঘ্রই ফিরে এল। সঙ্গে এক সালঙ্কারা, অভিজাত মহিলা। যত কাছে এগিয়ে আসছেন, ততই বেপথু হয়ে উঠছে তাঁর দেহলতা।

ক্যাণ্ডিডকে বৃদ্ধা বললে, ওড়না খুলে ফেল—দেখ!

যুবক এগিয়ে এল, আস্তে আস্তে ওড়না খুলে ফেললে। এ যেন জীবনের পরম বিস্ময়! তার চোখের সুমুখে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন কুমারী কুনেগোণ্ড! আর সত্যই তাই! ক্যাণ্ডিডের সাহস অন্তর্হিত, মুখে কথা নেই, সে লুটিয়ে পড়ল কন্যার পায়ে। কুনেগোণ্ডও বিভ্রান্ত—তিনিও গালচের উপর টলে পড়ে

গেলেন। বৃদ্ধা কিছুটা গোলাপজল নিয়ে ছিটিয়ে দিলে। তাঁদের চেতনা হ'ল, তাঁরা কথা কইলেন। প্রথমে অসংবদ্ধ ভাঙাচোরা কথা, তারপরে অর্ধোচ্চারিত প্রশ্ন আর উত্তর। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিংশ্বাস, চোখের জল আর হা-হুতাশ-আর্তনাদ। চেতনা হ'তে দেখে বৃদ্ধা ওঁদের রেখে চলে গেল, যাবার সময় হুঁশিয়ারী দিয়ে গেল, তারা যেন বেশি গোলমাল না করে।

ক্যাণ্ডিড এবার চীৎকার করে উঠল, তুমি কি সত্যই সেই কুমারী কুনেগোণ্ড? সত্যই কি তুমি জীবিত?....তোমাকে যে পর্তুগালে পাব এ কথা কে ভেবেছে!....তাহলে ধর্ষিত তুমি হওনি, সঙ্গীনে তোমার পেট চেরা হয়নি? অথচ গুরু প্যানগ্লস তো আমাকে একেবারে নিশ্চিত বলেছিলেন।

সুন্দরী কুমারী বললেন, সত্যই তাই ঘটেছিল। কিন্তু এই দুটি দুর্ঘটনায় মানুষের তো সব সময়ে মৃত্যু হয় না।

তোমার পিতামাতা? তাঁরা কি নিহত?

সজল চোখে উত্তর দিলেন কুমারী—হায়, এ যে পরম সত্য।

তোমার ভ্রাতা?

তিনিও মৃত।

বল, কেন তুমি পর্তুগালে এলে? কি করে জানলে আমি এখানে আছি? কি করে আমাকে এ বাড়িতে আনলে?

কুমারী উত্তর দিলেন, সবকথাই বলব, কিন্তু তোমার কথা আগে বল। সেই যে নিষ্পাপ চুম্বন আমাকে দিয়েছিলে আর তার প্রতিদানে পেয়েছিলে পদাঘাত—তারপরে কি ঘটেছে তোমার জীবনে—বল !

ক্যাণ্ডিডের কাছে কুমারীর ইচ্ছা তো বিধানেরই সামিল। লজ্জায় সে অভিভূত, ক্ষীণ স্বর বার বার কেঁপে উঠল, এখনো আহত মেরুদণ্ডে ব্যথা—তবু সে বিচ্ছেদের মুহূর্ত থেকে কি কি ঘটেছে সব বলে গেল। এক সাদামাঠা কাহিনী, কারিগরি কিছু রইল না।

কুমারী কুনেগোণ্ড অভিভূত, প্যানগ্লস আর জেমসের মৃত্যুতে চোখের জল ফেললেন। ক্যাণ্ডিড কাহিনী শেষ করতে, তিনি তাকে তাঁর নিজের কাহিনী বলতে লাগলেন। আপনারা তো কল্পনায় দেখছেন, ক্যাণ্ডিড কেমন নিবিষ্ট হয়ে শুনছে কাহিনী, একটি শব্দও তার কান এড়িয়ে যাচ্ছে না।

আট

সেদিন রাত্রে ঘুমে বিভোর হয়ে ছিলাম শয্যায়, এমন সময় বুলগাররা এসে হানা দিল আমাদের প্রাসাদ-দুর্গে—আমার বাবা-মা নিহত হলেন। আর ভাইয়ের গলা ওরা কেটে ফেললে, মাকে তো কুচিকুচি বানালে। একটি বদমাসের ধাড়ি বুলগার—ছ' ফুট সে লম্বা—আমি এই হত্যাকাণ্ডে মূর্চ্ছা গেছি দেখে আমার উপর বলাৎকার সুরু করে দিলে। এতেই আমার চেতনা হ'ল। জ্ঞান ফিরে এল, সাহায্য প্রার্থনা করলাম চেঁচিয়ে, তারপরে ধস্তাধস্তি, কামড়াকামড়ি, সুরু হয়ে গেল—যা পারি করলাম। ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেলতেও চেষ্টা করলাম। আমাদের বাড়িতে যা হ'ল এতো অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঐ পশুটা আমার বাম উরুতে ক্ষত করে দিলে, সে ক্ষতচিহ্ন এখনো আছে।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল সজোম্বে—আহা আমি যদি দেখতে পেতাম! কুনেগোণ্ড বললেন, দেখবে, দেখবে, আগে আমাকে কাহিনী শেষ করতে দাও।

নিশ্চয়ই! ক্যাণ্ডিড বলে উঠল।

কুমারী বলতে লাগলেন, এমন সময় এল একজন ক্যাপ্টেন। সে দেখলে আমার রক্ত ঝরছে আর সৈন্যটার কোন সাড়াশব্দ নেই। উপরওয়ালার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখে ক্যাপ্টেন এমন

রেগে উঠলো যে, আমার দেহের উপরই তাকে হত্যা করে ফেললে। তার পরে আমার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে আমাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে তার আশ্রয়ে নিয়ে গেল। তার জামা আমি কেচে দিতাম (জামা তার বেশি ছিল না) রেঁধেও দিতাম। এ কথা অস্বীকার করছি না, আমি ছিলাম তার কাজের দাসী আর সেও আমাকে সুশ্রী বলেই ঠাউরিয়ে ছিল। আমিও বলি, সেও ছিল সুঠাম সুন্দর। তার গায়ের চামড়া ছিল সাদা আর নরম, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। বুদ্ধি তেমন ছিল না, দর্শনের কিছুই জানত না। এ তো স্পষ্টই বোঝা যেত, পণ্ডিত প্যানগ্লসের মতো শিক্ষকের শিক্ষা সে পায় নি। তিনমাস পরে তার কাছে আর টাকাকড়ি রইল না। আমাকে নিয়েও সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই ডন ইসাকার নামে এক য়িহুদির কাছে আমাকে বিক্রি করে দিলে। লোকটার হল্যাণ্ডে আর পর্তুগালে কিসব ব্যবসা। আর ছিল নারীর প্রতি দুর্বলতা। য়িহুদিটির আমার দেহের প্রতি ছিল যথেষ্ট লোভ, কিন্তু আমাকে সে বাগে আনতে পারে নি। বুলগার সৈনিকটাকে যতটা না বাধা দিয়েছিলাম, ওকে বাধা দিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি। আর বাধা দিয়ে সফলও হলাম। অভিজাত মহিলা একবারই ধর্ষিত হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা তাঁর নারীধর্মের পক্ষে এক বলকারক ঔষধই বটে। আমি যাতে রাজি হই, তাই য়িহুদীটা আমাকে এই বাগান-বাড়িতে এনে রেখেছে। এই তো এইখানেই আমরা বসে আছি।

শয়নগৃহের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কুমারী বলতে লাগলেন,

এক সময়ে ভাবতাম থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্কের মতো বুঝি সুন্দর প্রাসাদ আর নেই, কিন্তু এখন তো জানি সে আমার কত ভুল।

একদিন এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ধর্মাধিকার আমাকে প্রার্থনাসভায় দেখতে পেলেন, তারপর বারবার কামকটাক্ষ বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। তিনি সংবাদ পাঠালেন, আমার সঙ্গে গোপনে কি প্রসঙ্গ আছে। তাই তাঁর প্রাসাদে যেতে হ'ল। আমার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি এবার বুঝিয়ে দিলেন, একটা য়িহুদীর সম্পত্তি হয়ে আমি নিজেকে কতখানি হেয় করে তুলেছি। ডন ইসাকারের কাছে প্রস্তাব করা হ'ল, সে যেন মহামহিম ধর্মাধিকারের হাতে আমাকে সঁপে দেয়। ডন ইসাকার রাজার মহাজন, তাই কেউকেটা ব্যক্তি। সে তো প্রস্তাবে কর্ণপাত করলে না। এবার ধর্মাধিকার তাকে দণ্ডের ভয় দেখালেন। য়িহুদী বাধ্য হ'ল, কিন্তু সে দরাদরি করতে ছাড়ল না। শেষে ঠিক হ'ল, বাড়িখানি আর আমি উভয়েরই সম্পত্তি বলে গণ্য হব। সোম, বুধ আর রবিবারে য়িহুদী আর ধর্মাধিকার সপ্তাহের বাকি ক'দিন দুটির উপরেই ভোগ-দখল পাবেন। এই ব্যবস্থাই ছ'মাস ধরে চলে আসছে। বিবাদ যে হয়নি এমন নয়। ওঁরা ঠিক করতে পারছেন না, শনিবার দিনটা পুরানো, না নতুন মালিকের ভোগে আসবে। আমি দুজনকেই বাধা দিয়ে আসছি, তাই এখনো ওঁরা আমার প্রতি অনুরক্ত।

কিছুদিন পরে মহামান্য ধর্মাবতার আর একটি ভূমিকম্পের সর্বনাশ থেকে রাজ্যরক্ষার মনস্থ করলেন। ডন ইসাকারকে ভয় দেখাবার জন্য এক চরম দণ্ড-পর্বের মহাসমারোহে আয়োজন হল। তিনি আমাকে সেই মৃত্যু-উৎসবে নিমন্ত্রণ করে সম্মানিত করলেন। এক চমৎকার আসন পেলাম। প্রার্থনা ও দণ্ডের বিরামকালে অভিজাত মহিলাদের মধ্যে সুমিষ্ট দ্রব্যাদি পরিবেশন চলতে লাগল।

দুটি য়িহুদী আর, সংস্বভাব, ধর্মমাতার পাণী-পীড়ক সেই বিস্কের অধিবাসীকে জীবন্ত দগ্ধ হতে দেখে আমি ভয়ে শিউরিয়ে উঠলাম। কিন্তু কল্পনা কর সে কি বিস্ময়, দুঃখ আর ভীতি, যখন প্যানগ্লসের মত একজনকে উৎসর্গের জোব্বা পরণে আর কাগজের তাজ মাথায় দেখতে পেলাম। বার বার চোখ রগড়াতে লাগলাম, নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। এবার তার ফাঁসি হ'ল। আমি তখন মূর্চ্ছিত। চেতনা হ'তেই তোমার উপর দৃষ্টি পড়ল। তুমি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। ভাব তো সে আমার কি ভয়, কি উদ্বেগ—কি দুঃখ, কি হতাশা! তোমাকে বলি, তোমার গায়ের চামড়া আমার সেই বুলগার ক্যাপ্টেনের চেয়ে ঢের ফরসা; আর কি তার বর্ণচ্ছটা! দৃশ্য দেখে আমার অনুভূতি যেন উথলে উঠল, আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম, যেন দগ্ধ হলাম। চীৎকার করে উঠতে গেলাম—ওরে বর্বরের দল, থাম্, থাম্! কিন্তু আমার স্বর তো বেরুল না আর আমার চীৎকারও তখন বৃথা।

যখন তোমার উপর কশাঘাত চলতে লাগল, মনে মনে ভাবছিলাম, আমার প্রিয়তম ক্যাণ্ডিড আর পণ্ডিত প্যানগ্লস কেনই বা লিসবনে এলেন—কেনই বা আমার প্রতি অনুরক্ত ধর্মাধিকারের আদেশে একজন খেলেন শত কষাঘাত, আর একজন কেনই বা ফাঁসিকাঠে ঝুললেন? মনে হ'ল, প্যানগ্লস যখন বলতেন, পৃথিবীতে যাকিছু মঙ্গলের জন্যই হয়, তিনি আমাকে ভুল বুঝিয়ে ছিলেন—আমাকে ঠকিয়েছিলেন।

ভাব তো সে আমার কি দুঃখ! উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলাম। একবার উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, আবার মূর্চ্ছাহত হয়ে মৃত্যুর তোরণ দ্বারে গিয়ে হাজির হই। ভ্রাতার নির্মম হত্যাকাণ্ড, আর বর্বর সেই বুলগার সৈনিকের ঔদ্ধত্যের কথা মনে পড়ল। ওর দেওয়া সেই ক্ষতচিহ্নের কথাও ঘুরে ফিরে এল। মনে পড়ল বুলগার ক্যাপ্টেনকে, তার দাসীবৃত্তি, হতভাগ্য ডন ইসাকার আর ঐ ঘৃণ্য ধর্মাধিকারের কথাও বার বার জেগে উঠল মনের পাতে। তার পরে ঘুরে ফিরে ভাবনা এল ক্যাণ্ডিড প্যানগ্লসের ফাঁসির দৃশ্যে—আর তোমার কশাঘাতের সময়ে সেই চমৎকার বাদ্য শুনতে পেলাম। মন তো সবকিছু স্পর্শ করে গেল। শেষ যেদিন তোমাকে দেখি—সেই পর্দার আড়ালে চুম্বনের ক্ষণে যেন মন আটক হয়ে রইল। ভগবানকে বার বার নতি জানালাম, এত দুঃখ, এমন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। বৃদ্ধা দাসীকে আদেশ দিলাম, সে যেন তোমার সেবা করে। তারপর যত সত্বর পারে

আমার কাছে নিয়ে আসে। সে আমার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে গেল। তোমার কথা শুনে ও আমার আনন্দ, তোমার সঙ্গে কথা বলেও তো আমার আনন্দ। কিন্তু তুমি বোধ হয় ক্ষুধায় অধীর। আমারও তো ক্ষুধা পেয়েছে। চল, নৈশ ভোজে চল।

দুজনেই টেবিলে গিয়ে বসলেন। ভোজনান্তে পূর্ববর্ণিত সুন্দর পালংকে গা ঢেলে দিলেন। যখন বাড়ির এক মালিক ডন ইসাকার এসে উদয় হ'ল, তখনো তাঁরা অমনি আছেন। রবিবার। সে এসেছে তার ভোগ-দখল কায়েম করতে, আর প্রেমের পেলব কোরককে ফুটিয়ে তুলতে।

নয়

ব্যাবিলনের বন্দী জীবনের পর য়িহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ডন ইসাকারের মত এমন আবেগময় মানুষ আর দেখা যায় নি।

সে এসেই চীৎকার করে উঠল, ওরে গ্যালিলির কুক্কুরি, তুই ঐ ধর্মাধিকারকে পেয়েও সন্তুষ্ট নোস, এই বজ্জাতটাকেও ভাগ দিতে ডেকে এনেছিস?

এই বলে সে একখানা দীর্ঘ ছোরা বার করলে। ছোরাখানি তার সব সময়ের সঙ্গী। শত্রু সশস্ত্র কিনা চিন্তা না করেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাণ্ডিডের উপর। এখন আমাদের বৃদ্ধাটি এক প্রস্থ পোষাকের সঙ্গে একখানি সুধার তলোয়ারও আমাদের ওয়েষ্টফালিয়ার বীর নায়ককে দিয়েছিল। সে সেইখানি নিষ্কাষিত করে ফেললে। স্বভাবে সে যতই নম্র হোক, ইসরায়েল-বংশ-ধরকে ভূপাতিত করে ফেলতে দেরী হ'ল না। সুন্দরী কুনেগোণ্ডের পায়ের তলায় মৃতদেহ পড়ে রইল।

হা পবিত্র কুমারী মাতা! তরুণী চাৎকার করে উঠলেন, এখন কি উপায়? আমারই গৃহে মানুষ হত হ'ল! যদি পুলিস আসে, আমরা তো মরব।

ক্যাণ্ডিড বললে, গুরু প্যানগ্লস যদি ফাঁসি না যেতেন, এমন সংকটে আমাদের সংযুক্তিই দিতেন। তিনি তো ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক। যাক, তাঁর অবর্তমানে, এস আমরা ঐ বৃদ্ধার কাছেই পরামর্শ ভিক্ষা করি।

অপূর্ব বুদ্ধি-সম্পন্না এই বৃদ্ধা। সে তার মতামত ব্যক্ত করতে যাচ্ছে, এমন সময় আর একটি গুপ্ত দরজা খুলে গেল। মধ্য-রাত্র অতিক্রান্ত, তার পরেও এক ঘণ্টা কেটে গেছে। এখন তো গণনায় রবিবাসরীয় প্রাতঃকাল। আর এই দিনের অধিশ্বর তো ধর্মাধিকার স্বয়ং। তিনি প্রবেশ করে দেখলেন, তাঁর সুমুখে কশাহত সেই মানুষটি একখানা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেঝেয় পড়ে এক মৃতদেহ। কুনেগোণ্ড তো ভয়ে বোধশক্তি রহিত ; বৃদ্ধাও তাই।

ক্যাণ্ডিড তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেললে। তার যুক্তির অবরোহণী ধারা এইরূপ ঃ

যদি ধর্মাধিকার সাহায্য প্রার্থনা করেন, তিনি আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করবেন। সম্ভবতঃ কুনেগোণ্ডও বাদ যাবেন না। ওঁরই আদেশে নির্দয় কশাঘাতে আমি জর্জরিত ; তাছাড়া উনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। ওঁকে হত্যা করাই যুক্তিযুক্ত। আর তো দ্বিধা নেই।

তার চিন্তাধারা সুস্পষ্ট, দ্রুত ; ধর্মাধিকারের বিস্ময় অপগত হবার সময় না দিয়ে সে তলোয়ারখানা তাঁর বুকে বিদ্ধ করে দিলে। তিনি ইসরাইলপুত্রের পাশেই ভূপতিত হলেন।

কুমারী কুনেগোণ্ড বলে উঠলেন, হায়, আবার আর-এক সর্বনাশ হ'ল! আর তো আমার আশা নেই! আমরা নিশ্চয়ই জাতিচ্যুত হব। আমাদের শেষ মুহূর্ত আসন্ন। তোমার মত এমন কোমল, নম্রস্বভাব মানুষ কিনা দু'মিনিটের ব্যবধানে

একজন য়িহুদী আর একজন ধর্মবতার ধর্মাধিকারকে হত্যা করে ফেলল ! এখন বল তো কি উপায় ?

ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে, প্রিয়তমে, ঈর্ষাপরায়ণ প্রেমিক তো জানে না সে কি করছে, আবার তার উপর যদি ধর্মাধিকরণের বিচারে সে কশাঘাতে জর্জরিত হয়।

এবার বৃদ্ধা তার পরামর্শ দিতে সুরু করলে,

আস্তাবলে আছে তিনটি খানদানী ঘোড়া, মায় রেকাব আর লাগাম সুদ্ধই আছে। বীর ক্যাণ্ডিড তাদের সজ্জিত করুন, আর হুজুরাণী, আপনি হীরা-জহরৎ আর মোহর কিছু নিয়ে নিন। আমরা যত শীঘ্র পারি ঘোড়াসওয়ার হয়ে কাদিজে গিয়ে পৌছব। যদিও আমার এককনিতম্ব নিয়ে ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকা মুশকিল। এর চেয়ে ভাল দিনও আর পাওয়া যাবে না—আমরা রাতের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ চলে যাব।

ক্যাণ্ডিড তিনটি অশ্বকে বল্গা পরালে, কুনেগোণ্ড আর বৃদ্ধাকে নিয়ে তিরিশ মাইল একেবারে না থেমে পার হয়ে গেল। ওরা পালাতে না পালাতেই পুলিশ এসে হাজির। ধর্মাধিকারকে এক সুন্দর গীর্জায় গোর দেওয়া হ'ল, আর ইসাকারকে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হ'ল।

এরই মধ্যে ক্যাণ্ডিড ও কুমারী কুনেগোণ্ড আর বৃদ্ধা দাসী এসে পৌছল ছোট-মোরেনিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলের ক্ষুদ্র শহর আভাসেনায়। পরবর্তী অধ্যায়ে ওদের সেইখানে এক চটিতে আমরা আলাপে মগ্ন দেখতে পাব।

দশ

কুমারী কুনেগোণ্ড কেঁদে বলে উঠলেন, কে নিলে আমার হীরে-জহরৎ, কে নিলে আমার ময়ডোর (পর্তুগালের মোহর) ? এখন কি উপায় হবে—কি খেয়ে থাকব ? আর কোথায় পাব অমন ধর্মাধিকার আর য়িহুদী—যারা আমাকে আবার ধন দৌলত দেবে ?

বৃদ্ধা দাসী হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বললে, ঐ যে বাদাজোজে যিনি কাল রাত্তিরে আমাদের সরাইখানায় ছিলেন—সেই পরম ধার্মিক পাদ্রীটিরই এই কাজ বলে আমার সন্দেহ। তবে আমি তড়বড়ি কোন কথা বলি নে। মনে আছে, দু-দুবার উনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। আর আমাদের আগেই উনি সরাইখানা থেকে চম্পট দেন।

ক্যাণ্ডিড দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, আমাদের গুরু প্যানগ্লস আমাকে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সংসারের জিনিসগুলো সবারই। সবারই তাতে সমান ভাগ। যদি তাই হয়, তাহ'লে ঐ পাদ্রীটির আমাদের জন্য কিছু রেখে যাওয়া উচিত ছিল। আমরা তাহ'লে যাত্রা শেষ করতে পারতাম। প্রিয়তমে কুনেগোণ্ড, তোমার কাছে কি কিছুই নেই ?

একটি পয়সাও না, কুমারী উত্তর দিলেন।

তাহলে এখন উপায় ? ক্যাণ্ডিড শুধালে।

বৃদ্ধা দাসী বললে, একটা ঘোড়া বিক্রি করে দিতে হবে। আমি আমার হুজুরাণীর পিছনে চড়ে বসব (যদিও এক নিতম্ব নিয়ে বসে থাকা দুষ্কর)। কোন রকমে কাদিজে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

বেনিডিক্ট ধর্মসম্প্রদায়ের এক পাদ্রী সেই একই সরাইখানায় উঠেছেন, তিনি কয়েকটা টাকা দিয়ে ঘোড়াটা কিনে নিলেন। অবশেষে ক্যাণ্ডিড, কুনেগোণ্ড আর বৃদ্ধা লুসেনা, চিলা আর লেব্রিজার পথে কাদিজে এসে পৌঁছলেন। কাদিজে তখন নৌবহর সাজছে, ফৌজ জমায়েত। প্যারাগুয়ের জেস্যুটদের (রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃষ্টান) চৈতন্য সম্পাদনে তারা ব্রতী। তারা নাকি স্পেন ও পর্তুগালের রাজার বিরুদ্ধে তাদের এক গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী করে তুলবার দায়ে অভিযুক্ত। বুলগার ফৌজে কাজ করে ক্যাণ্ডিড ঝুনো। সে তাই এই খুদে পল্টনের সেনাপতির সামনে তার বুলগারি কুচকাওয়াজের হুনর দেখাতে কসুর করলে না। ফৌজি চালে দ্রুত গতিবেগে আর সাহসে এমন মাত্‌ করে দিল যে, সে তখুনি এক পদাতিক পল্টনের কর্তা নিযুক্ত হ'ল।

দেখ, দেখ ক্যাণ্ডিডকে দেখ! সে এখন সেনাদলের ক্যাপটেন। অভিজাত কুমারী কুনেগোণ্ড, বৃদ্ধা, দুটি পরিচারক আর পর্তুগালের ধর্মাধিকারের দুটি অশ্বসহ সে জাহাজে আরোহণ করলে।

....সমুদ্রযাত্রায় তারা বেচারা দার্শনিক প্যানগ্লসের দার্শনিক মতবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিলে।

ক্যাণ্ডিড বললে, আমরা এবার এক আলাদা জগতে চলেছি। আশা করি, এখানে সবই শুভ হবে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য, আমাদের এই দুনিয়াতে এমন সব দুঃখের ব্যাপার ঘটে, মানুষের নীতিবোধ বা কাজে কোনটায়ই যার সমর্থন মেলে না।

কুমারী বললেন, তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। কিন্তু যা দেখেছি, যে দুঃখ সয়েছি, সেকথা মনে হ'লেও তো শিউরিয়ে উঠি।

ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে, শেষে সবই ঠিক হয়ে যাবে। এই তো দেখ, এই নতুন দুনিয়া ঘিরে যে সমুদ্র আছে, সেও যেন আমাদের ইউরোপের সমুদ্রের চেয়ে ভাল। এখানে সমুদ্র শান্ত, ক্ষণে ক্ষণে তার পরিবর্তন নেই। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই যে নতুন জগত—এ জগত তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে ভাল।

ভগবান করুন তাই-ই হোক! কুনেগোণ্ড বললেন, কিন্তু আমার বরাত এমন খারাপ যে আমার আশা-ভরসা বলে আর কিছু নেই।

বৃদ্ধা বললে, তোমরা দুজনেই বরাত নিয়ে নালিশ করছ। কিন্তু আমার মতো দুঃখ তোমাদের সইতে হয়নি একথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

কুনেগোণ্ড খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ব্যাপার দেখ না, বুড়ীও কিনা দুর্ভাগ্যের ভান করছে! সে নাকি ওদের চেয়ে হতভাগ্য!

ওগো আবিগেইল, কুমারী সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, দুজন বুলগার যদি তোমার উপর বলাৎকার না করে থাকে, পেটে যদি দু' দুবার আঘাত না খেয়ে থাক—তোমার দুখানা প্রাসাদ যদি না চুরমার হয়ে যায়, দুজন মা, দুজন বাবা যদি চোখের সামনে জবাই না হয়ে থাকেন প্রেমিকরা যদি চরম দণ্ডে দণ্ডিত না হয়ে থাকে—তাহলে কি করে যে আমার ভাগ্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে ভেবে তো পাইনে। বিশেষ করে আমি ব্যারণ কন্যা—বাহাত্তরজন পূর্বপুরুষের কুলজিনামা দাগা আছে আমার ঢালে—তবু আমাকেও বাঁধুনীর কাজ করতে হয়েছে।

বৃদ্ধা উত্তর দিলে, ঠাকরুন, তুমি আমার জন্মকথা জান না। আমি যদি আমার পশ্চাৎদেশ দেখাই তুমি এখন যা বলছ, তখন আর তা বলবে না—আমার সম্বন্ধে রায় মুলতুবি রাখবে।

এই কথা শুনে কুমারী আর ক্যাণ্ডিডের কৌতূহল বেড়ে গেল। বৃদ্ধা বলতে লাগল।

এগারো

আমার চোখ তো এমন রক্তবর্ণ ছিল না, এমন ক্ষীণ ছিল না তার দৃষ্টি। আমার এই নাক চিরদিনই এমনি করে চিবুকে এসে ঠেকে নি। আমি তো চিরদিন দাসী ছিলাম না। আমি পোপ দশম আরবান আর রাজকুমারী পালেস্ত্রিনার কন্যা। (পোপ আরবান বলে কেউ ছিলেন না, এখনো নেই। একটা জারজ সন্তানকে আমাদের বৃদ্ধা পোপ বলেই ঠাউরিয়েছে। কি বিচার-বুদ্ধি লেখকের—কি তার বিবেক!—ভোলতেয়ার) বয়েস চোদ্দয় পড়বার আগে অবধি আমি প্রাসাদেই বাস করতাম। তোমাদের সবক'টি জার্মান ব্যারণের প্রাসাদের চেয়ে সে বাড়ির আস্তাবলটিও সুন্দর। আমার যে কোন এক প্রস্থ পোষাকেরও দাম ওয়েস্টফালিয়ার যত ঐশ্বর্য আছে, তারই সমান। যাহোক, দিনে দিনে, তিলে তিলে আমার সৌন্দর্য বেড়ে উঠতে লাগল। দেহে এল লীলায়িত ভঙ্গী, কমনীয়তা। গুণও তখন বাড়ছে। নানা আনন্দের উৎস আমাকে ঘিরে রইল। যেখানেই যাই শ্রদ্ধায় সবাই আনত হয়ে পড়ে, অধীর আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। আমি তখন মানুষের কামনার ধন। আমার স্তনযুগ তখন সুঠাম হয়ে গড়ে উঠেছে—কি সুন্দর সেই যুগ্ম স্তন! সে যেন শ্বেত কমল—ভেনাস দ্য মেডিসির মতোই তারা দৃঢ়, আবার তেমনি সুন্দর তাদের গড়ন! আর আমার চোখের কথা—কি চমৎকার

ছুটি পাতা—আবার ভ্রূ তো কাজল কালো। মনে পড়ে স্থানীয় কবিকুল আমাকে বলতেন, আমার ঐ মণিতে যে শিখা জ্বলছে প্রোজ্জ্বল হয়ে, সে তো নক্ষত্রের ঝিকিমিকিকেও হার মানায়। সহচরীরা বেশভূষায় আমাকে সাজিয়ে দিত, তারা তো আমাকে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। বেশবাসের আগে ও পরে আমি যেন নিতুই নব হয়ে দেখা দিতাম। হেন পুরুষ ছিল না যারা তাদের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে চাইত না।

মেসাকারার রাজকুমার তখন আমার সঙ্গে বাগদত্ত। তিনি ছিলেন সমস্ত রাজকুমারদের প্রতীক। সৌন্দর্যে তিনি আমার সমান। তনু মনে তিনি অতুলন। বুদ্ধিদীপ্তিতে ঝলমল, আর প্রেমে তো তিনি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেন। আমিও তাঁকে ভাল বাসতাম, পূজা করতাম। সে তো পূজা নয়, উন্মাদনা – যেন মূর্তি পূজারই সে সামিল। এত ভালবাসতাম যে বুঝি ডুবার তেমন করে ভালবাসা যায় না। আমাদের বিবাহ-উৎসব হবে জাঁকজমক করে—তার তো তুলনা মিলবে না। সে দিনগুলি যেন ভোজ, নাচ আর আমোদ-প্রমোদের অবিরাম চক্রে কেটে যাচ্ছিল। সারা ইটালী তখন আমার উদ্দেশ্যে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় ব্যস্ত। তার একটিও কিন্তু পড়বার মতো নয়। আমার সুখের সেরা দিন ঘনিয়ে এল। এমন সময় আমার রাজকুমারের উপপত্নী—এক বৃদ্ধা মার্সিওনেস তাঁকে চকোলেট পানে নিমন্ত্রণ করলেন। দুঘণ্টা পরে ভয়ংকর ছটফটানি সুরু হয়ে গেল। তিনি মারা গেলেন। কিন্তু এ তো অতি তুচ্ছ

ব্যাপার। এ আঘাতে মা আমার চেয়েও কম ব্যথা পেলেন। কিন্তু তবুও এমনি হতাশ হলেন যে, এই শোকাবহ দৃশ্য থেকে তিনি গায়েতার কাছে নিজের যে সুন্দর জমিদারি আছে সেখানে গিয়ে কটা দিন কাটিয়ে আসবেন ঠিক করলেন। আমরা এক জলযানে রওনা হলাম। সে জলযানখানি যেন রোমের সন্তপিটারের বেদীর মতোই কারুকার্যখচিত। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া হ'ল না, একদল মুর বোম্বেটে আমাদের জাহাজের উপর চড়াও হয়ে আমাদের আক্রমণ করে বসল। আমাদের সৈনিকরা পোপের রক্ষীবাহিনীর মতোই আত্মরক্ষা করল। তারা অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতজানু হয়ে বোম্বেটেদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলে।

তৎক্ষণাৎ তাদের উলঙ্গ করে ফেলা হ'ল। আমার মা, পরিচারিকা আর আমারও একই দশা তখন। ভারি অবাক লাগল, এরা কি করে এত তাড়াতাড়ি অমন করে পোষাক ছাড়িয়ে নিলে। আরো অবাক লাগল, ওরা এমন জায়গায় আঙুল চালিয়ে দিলে, যেখানে আমরা মেয়েরা সাধারণত পিচকিরির নল ছাড়া কিছু ঢোকাই না। এ এক অদ্ভুত প্রথা। তাই স্বদেশ ছেড়ে এসে সব কিছুই নতুন লাগল। শীঘ্রই আবিষ্কার করলাম, আমরা ওখানে হীরের টুকরো লুকিয়ে রেখেছি কি না, ওরা নিশ্চিত জানতে চায়। সভ্য নাবিক জাতিদের মধ্যে সেই আদিকাল থেকে নাকি এই অভ্যাস চলে আসছে। শুনেছি, সন্তযোহানের আশীর্বাদধারী বাজপাখীর অভিধাযুক্ত বীর যোদ্ধারাও নাকি তুর্ক পুরুষ বা তাদের মহিলাদের গ্রেফতার করতে পারলে এমনিধারা

তল্লাস না করে ছাড়তেন না। আন্তর্জাতিক বিধানের এও এক শর্ত—এ শর্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন তো কখনো ওঠেনি।

তরুণী রাজকুমারী আর তার মার পক্ষে এযে কি কষ্ট, সে কথা বোধকরি তোমাদের বলতে হবে না। আমরা ক্রীতদাসী হয়ে চললাম মরোক্কোয়। আর বুঝতেই পারছ, এই বোম্বেটে জাহাজে কিই না সহ্য করলাম। মা আমার তখনো সুন্দরী, মার খাস বাঁদী আর অন্যান্য পরিচারিকাদের সৌন্দর্যও সারা আফ্রিকা ঢুঁড়লেও মিলবে না। আর আমার কথা। আমি তো তখন অতি সুশ্রী—কমনীয়তা আর সৌন্দর্যের প্রতীক। তার উপরে অপাপবিদ্ধা কুমারী--কিন্তু সে তো বেশিদিনের জন্য নয়। আমার কৌমার্যের ফুলটি মাসাকারারার কুমারের জন্য সংরক্ষিত ছিল, সে কৌমার্য অপহরণ করে নিলে বোম্বেটে সর্দার। সে এক ভীষণকায় নিগ্রো, উদ্ধত নিগ্রো—একথাও বুঝি তার মনে হোল—আমার কৌমার্যহরণে সে আমাকে সম্মানিতই করছে। পালেস্ত্রিনার রাজকুমারী আর আমি বোধহয় বেশ শক্ত-সমর্থই ছিলাম—তাই মরোক্কো পৌছনো পর্যন্ত সবই সহ্য করলাম। যথেষ্ট হয়েছে, ওসব কথা আর নয়। ও অভিজ্ঞতা তো এত মামুলি যে বর্ণনারও দরকার নেই।

যখন আমরা এসে পৌছলাম, মরোক্কো তখন রক্তে সাঁতার কাটছে। সম্রাট মুলে ইসামাইলের পঞ্চাশজন পুত্রের প্রতিজনেরই এক-একটি বিরোধী গোষ্ঠি। আর তারই ফলে পঞ্চাশটি গৃহবিবাদ শুরু হয়ে গেছে। কৃষ্ণবর্ণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণবর্ণের

বিদ্রোহ, আবার ধূসরবর্ণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণবর্ণের বিবাদ, ধূসরে-ধূসরে বিবাদ—দোআঁশলায়-দোআঁশলায় বিবাদ। সাম্রাজ্য জুড়ে এ এক অবিরাম হত্যার উৎসব।

আমরা জাহাজ থেকে নামতে না নামতেই এক বিরোধী দলের কালারা আমার বোম্বেটেপ্রবরের লুঠের মাল ছিনিয়ে নিতে এসে হাজির হ'ল। এই মালের মধ্যে সোনা আর হীরা-জহরত বাদে আমরাই ছিলাম মহামূল্য সম্পদ। তারপর এমন লড়াই দেখলাম, সে তো ইউরোপের আবহাওয়ায় কখনো সম্ভব হবে না। উত্তুরে দেশের জাতিগুলির রক্ত ততো গরম নয়। তাদের নারীকামনা উন্মাদনা হয়ে দেখা দেয় না। অথচ আফ্রিকায় তাই তো স্বাভাবিক। মনে হয় ইউরোপীয়দের শিরায় শিরায় দুধের ধারা বয়ে যায়, কিন্তু অ্যাটলাস পর্বত আর তার আশেপাশে যারা থাকে তাদের শিরায় শিরায় বয়ে যায় আগুন আর গন্ধকের আরকের ধারা। আমরা কাদের ভাগে পড়ব এই নিয়ে ওদের লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। সে যেন ওদের দেশের সিংহ, বাঘ আর সাপেরই লড়াই। একটা মুর মার ডান হাতখানা চেপে ধরল, আর বোম্বেটে সর্দারের সহকারী ধরল মার বাঁ হাত, একজন মরোক্কোর সেপাই তাঁর একখানা পা ধরে ফেলল; আর আমাদের বোম্বেটের একজন আঁকড়ে ধরল আর একখানা। আমাদের সবকটি মেয়েকে নিয়েই এমনি দুজনে দুজনে চারজনে টানাটানি লেগে গেল। এ এক বিবাদ বটে। আমার সর্দারটি আমাকে তার পিছনে

লুকিয়ে রেখেছিল তাই রক্ষে! সে তার তলোয়ার দিয়ে যে-ই মুখোমুখী হ'ল তাকেই হত্যা করতে লাগল। অবশেষে আমার মা আর ইতালীর ভদ্রমহিলাদের দেখতে পেলাম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁদের ছিন্নভিন্ন, তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে তাঁরা খণ্ড-বিখণ্ড যারা তাঁদের জিনে নেবার জন্য লড়ছিল তাদেরই দ্বারা তাঁরা হত। সবাই মরল, বন্দিনী আর বন্দীকর্তা, আমার সাথীরা, সৈনিক, নাবিক, সাদা, কালো, দোআঁশলা—সবাই ; আমার বোম্বেটে সর্দারটি মরল সবশেষে। আমি নিজেও তখন মৃতদেহের স্তূপে মুমূর্ষু। এমনি দৃশ্য তো সেদেশে সব সময়েই ঘটে। আমি তা জানিও। কিন্তু তবু তারা পয়গম্বরের বিধি মেনে দিনে পাঁচ উয়াক্ত নামাজ পড়বেই। একটি বারও নামাজ পড়া এড়াতে পারবে না।

বহুকষ্টে সেই রক্তাক্ত শবদেহের ভিতর থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম। কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে চললাম। কাছেই নদীর ধারে এক বিরাট কমলালেবুর গাছ, তারই ছায়ায় গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে অনশনে ক্লান্তিতে, ভয়ে হতাশায় পড়ে রইলাম। ঘুম এল। ঘুম নয়, হতচেতন দশা। দুর্বল দেহ, অসাড় অনুভূতি, জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে দোলায় দুলছি, এমন সময় মনে হ'ল কে যেন আমার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। স্পন্দন উঠছে সারা দেহে, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি একজন সুশ্রী শ্বেতকায় পুরুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন আর বলছেন—হায়, সুন্দরীর একি দশা!

বারো

আমার দেশের ভাষা শুনে অবাক হ'লাম, আনন্দও হ'ল। ওঁর কথা শুনেও অবাক হ'লাম আরো বেশি। উত্তরে জানালাম এর চেয়েও দুর্দশা আমি ভোগ করেছি। তাঁকে সংক্ষেপে আমার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম, তারপর আবার মূর্চ্ছা গেলাম। তিনি আমাকে কাছেই এক বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে খাবার দেওয়া হ'ল, তার পরে শয্যা। তিনি আমার সেবায় রত হলেন, সান্ত্বনা দিলেন, কত সোহাগও করলেন। বললেন আমার মত সুন্দরী তিনি দেখেন নি। তারপর অশেষ পরিতাপ করতে লাগলেন—তিনি বঞ্চিত—কেউ তো আর সে-ধন পুনরুদ্ধার করে দিতে পারবে না।

তিনি আমাকে বললেন, নাপলিতে আমার জন্ম, সেখানে প্রতিবছর দুই থেকে তিনহাজার শিশুকে খোজা করে দেওয়া হয়। তাদের কেউ কেউ মারা যায়, কেউবা নারীর চেয়েও সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী হয়। কেউ বা হয় মন্ত্রী। আমার অস্ত্রোপচার ফলবতী হ'ল—আমি পালেস্ত্রিনার রাজকন্যার সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হলাম!

আমার মার? আমি চীৎকার করে উঠলাম।

তিনি তোমার মা? তিনি চীৎকার করে উঠলেন, চোখ তাঁর সজল। তাহলে তুমি সেই কুমারী—যাকে আমি ছ'বছর

বয়েস অবধি গান শিখিয়েছিলাম! তুমি এখন তো অতুলন সুন্দরী—তারই প্রতিশ্রুতি সেদিন আমি দেখেছিলাম।

আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি উত্তর দিলাম, এখান থেকে চারশো গজ মাত্র দূরে আপনি আমার মাকে দেখতে পাবেন। তিনি চারফালি হয়ে মৃতদেহের স্তূপে পড়ে আছেন। আমার কাহিনী তাকে বললাম, তিনিও তাঁর কাহিনী শোনালেন। একজন খৃষ্টান রাজা তাঁকে মরক্কোর রাজদরবারে সন্ধি করতে পাঠান। সন্ধির শর্ত বারুদ, তোপ আর মানোয়ারী জাহাজ সরবরাহ। যাতে করে তিনি অন্য খৃষ্টান-শক্তিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করতে পারেন।

আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, সংস্বভাব খোজা বললেন, আমি এখন বিদায় নেব। তোমাকে ইতালীতে নিয়ে যাব। আমার সুন্দরী—একি তোমার দশা—এ দশায় তো তোমাকে আমি ফেলে যাব না!

দয়ায় তাঁর মন গলে গেল, চোখে দেখা দিল জল। আমি তাঁকে বার বার ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাকে ইতালীতে না নিয়ে গিয়ে আলজিয়ার্সে চলে এলেন। সেখানে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কাছে বিক্রি করে দিলেন। আর এরই মধ্যে আলজিয়ার্সে লেগে গেল মহামারীর মড়ক। আফ্রিকা, এসিয়া, ইউরোপ ছেয়ে ফেলেছে তখন মারীতে। সে রোগ আরো ভীষণ হয়ে উঠল সেখানে। তোমরা তো ভূমিকম্প দেখেছ, কিন্তু মহামারীর প্রকোপে পড়েছ কি?

না, কুমারী কুনেগোণ্ড বললেন।

যদি পড়তে, বৃদ্ধা বললে, তাহলে স্বীকার করতে যে ভূমিকম্পের চেয়ে এ কত ভয়াল। আফ্রিকায় এ রোগ তো একেবারে মামুলি। আমাকে রোগে ধরল। ভাব তো একবার পোপকন্যার হাল, পনেরো বছর তার বয়েস! তিনমাসের ভিতরে সে দারিদ্র্য আর দাসত্ব সয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই হয়েছে ধর্ষিত। মাকে দেখেছে চোখের উপর ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে, সয়েছে দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের ভীষণতা—সে কিনা এখন আলজিয়ার্সে মরতে বসল মহামারীতে! মরলাম না তো, কিন্তু আমার খোজা মশাই, আর শাসনকর্তাটি মারা গেলেন। আর উজাড় হয়ে গেল আলজিয়ার্সের শাসকের গোটা হারেমটি।

ভয়াল সে মহামারী, তার প্রথম প্রকোপ কেটে যেতেই লাটের দাস-দাসীদের বিক্রি করা হ'ল। এক বণিক আমাকে কিনে নিয়ে টিউনিসে চলে গেল। সেখানে আর এক সওদাগরের কাছে আমাকে বিক্রি করে দিলে। সে আমাকে নিয়ে গেল ত্রিপলিতে, সেখানে আবার বেচে দিলে। ত্রিপলি থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় চালান হয়ে গেলাম, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে স্মার্ণায়, আবার স্মার্ণা থেকে কনস্তান্তিনোপলে। প্রতি জায়গাতেই হাত-বদল হতে লাগলাম, শেষে সুলতানের রক্ষী-বাহিনীর এক সর্দারের হাতে পড়লাম। কিছুদিন পরেই রুশদের হাত থেকে আজভ রক্ষার ভার তার উপর পড়ল।

সর্দারটি অতি ভদ্র, সে গোটা হারেমটিই সঙ্গে নিয়ে চলল। আজভের সমুদ্রের ধারে এক ক্ষুদ্র দুর্গে আমাদের বেগম মহলের পত্তন হ'ল। সেখানে দুজন কৃষ্ণকায় খোজা প্রহরী আর বিশজন সৈনিক আমাদের পাহারা। বহু রুশ সৈন্য হত হল, কিন্তু তারাও পাল্টা সমান ক্ষতিই করল। আজভ ভস্মসাৎ হয়ে গেল, অধিবাসীদের নরনারী-বাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা করা হ'ল। শুধু রাকি রইল আমাদের ক্ষুদ্র দুর্গটি। শত্রু অনশনে মারবার বন্দোবস্ত করলে। রক্ষীদের শপথ, তারা আত্মসমর্পণ করবে না। কিন্তু বুভুক্ষা উঠল চরমে, তখন শপথভঙ্গের ভয়ে তারা খোজা দুটিকেই খেয়ে ফেলতে বাধ্য হল। তার ক'দিন পরে হারেমের সুন্দরীদের ভক্ষণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হল।

আমাদের ভিতরে ছিলেন এক মোল্লা, তিনি যেমন ধার্মিক, তেমনি করুণাময় পুরুষ। তিনি সৈনিকদের এক সুন্দর উপদেশ দিয়ে বললেন, তারা যেন আমাদের একেবারে হত্যা করে না ফেলে। বললেন, তোমরা এক কাজ কর, মহিলাদের এক-একটি নিতম্ব-তুম্বা কেটে নাও, আর তাতে তোমাদের ভোজ হবে পরিপাটি, আবার যদি দরকার হয়, আবার আর একটা তুম্বা কেটে নিলেই হবে। আল্লা, একাজে তোমাদের উপর খুশি হবেন, অবরোধ আর থাকবে না।

তাঁর বক্তৃতায় সৈনিকরা রাজি হয়ে গেল। আর আমরা এই ভীষণ অস্ত্রোপচার সহ্য করলাম। সুন্নতের পর শিশুদের

যে মলম দেওয়া হয়, মোল্লা আমাদের ক্ষতস্থানে সেই মলমের প্রলেপ দিয়ে দিলেন।

তুর্ক ফৌজ আমাদের সরবরাহ-করা ভোজনপর্ব শেষ করতে না করতেই রুশ সৈন্যেরা নৌকো করে এসে হাজির। একজন তুর্কও পালাতে পারলে না। রুশরা আমাদের দশা দেখে ভ্রূক্ষেপও করলে না। কিন্তু যেখানেই যাবে, সেখানেই ফরাসী অস্ত্রচিকিৎসক মিলবে, তাঁদেরই একজন আমাদের ভার নিলেন। ভারি চতুর লোক, আমরা আরাম হয়ে গেলাম। আমি তো জীবনে ভুলব না, আমার ক্ষতস্থান আরাম হতেই কি সাধ্য-সাধনাই আমাকে সুরু করে দিলেন, আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য বহু কথাই তিনি বললেন। অবরোধে নাকি এমনি হালই হয়, আর সমরনীতি অনুসারেই নাকি তা ঘটে।

আমার সঙ্গীরা হাঁটতে সুরু করলো। এবার আমাদের মস্কো পাঠান হল। বিক্রি হয়ে এক অভিজাত রুশ পুরুষের আশ্রয়ে এলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাগিচার মালিনী করে দিলেন, আর দিনে আমার বিশ ঘা কোড়া বরাদ্দ হ'ল। দু'বছর বাদে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অপরাধে তিনি আর অমন ত্রিশজন অভিজাত পুরুষের সঙ্গে চাকার নীচে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেন। আমিও পালাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। রুশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পাড়ি দিলাম। বহুদিন রিগার এক সরাইখানায় পরিচারিকা হয়ে রইলাম। সেখান থেকে গেলাম রস্তকে—সেখান থেকে ভিসমার, লাইপজিগ,

কাসেল, উস্ট্রেকট, লেডন, হেগ হয়ে রটারডামে। আমি তখন দুঃখদুর্দশায়, লজ্জায় (এক নিতম্ব সম্বল হয়ে) বুড়িয়ে গেছি। তবু একবারও ভুলিনি যে আমি পোপ-কন্যা। অমন শতবার আত্মহত্যা করতে গেছি, কিন্তু পারিনি। জীবনকে কেন যে ভালবেসে ফেললাম জানি না। এই লজ্জাকর দুর্বলতা আমাদের প্রবৃত্তিরই দান। যে বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই আরাম, সে বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ানোই কি ঘোর দুর্বলতা নয়? নিজের সমস্ত দেহমনকে ঘৃণা করে আবার তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকার চেয়ে আর নির্বুদ্ধিতা কি আছে? এ যে সাপকে তোষণ, সে তো গ্রাস করে আমাদের কল্‌জে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে।

আমার নিয়তি আমাকে দেশে দেশে টেনে নিয়ে গেল। পান্থনিবাসের পর পান্থনিবাসে কাজ করলাম। সেখানে বহু মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল, তারা সবাই নিজেদের এই অস্তিত্বের প্রতি বিরূপ। কিন্তু মাত্র বারোজন লোক পেলাম যারা স্বেচ্ছায় তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করলে। এদের মধ্যে তিনজন নিগ্রো, চারজন ইংরেজ, চারজন সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী, আর একজন জার্মান অধ্যাপক। নাম তার রোবেক। শেষে য়িহুদি ডন ইসাকারের বাড়িতে চাকরাণী হ'লাম। সে আমাকে তোমার বাঁদী করে দিলে। এখন তো তোমার নিয়তির সঙ্গে আমার নিয়তি গাঁথা। আমাকে উস্‌কে না দিলে আমি তো আমার দুঃখের কাহিনী বলতাম না। তাছাড়া,

জাহাজে তো কিস্‌সা শুনে সময় কাটাবার নিয়ম আছে। তাহলে দেখ, আমিও অভিজ্ঞা রমণী। দুনিয়াকে আমি জানি। চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতি যাত্রীকে ডেকে তার কাহিনী শোন। যদি এমন একজনকে পাও, যে জীবনকে শাপান্ত না করছে, সবচেয়ে যে দুঃখী বলে নিজেকে না মনে করে—তাহলে আমাকে প্রথমেই সাগরের জলে ফেলে দিয়ো।

তেরো

মানী-গুণীর যতখানি সম্মান প্রাপ্য, বৃদ্ধার কাহিনী শুনে ঠিক ততখানি সম্মান তাকে দিলেন সুন্দরী কুনেগোণ্ড। ওর কথায় রাজি হয়ে যাত্রীদের তাদের নিজের নিজের কাহিনী শোনাতে রাজি করা গেল। ক্যাণ্ডিড আর তিনি তখন একমত—বৃদ্ধা ঠিকই বলেছে!

ক্যাণ্ডিড বললে, সত্যই এ বড় দুঃখের বিষয়! চরম দণ্ডের চিরাচরিত রীতি মেনে চলা হয় নি। আমাদের জ্ঞানী প্যানগ্লস ফাঁসিকাঠে ঝুলেছেন। তিনি থাকলে, যে সব নৈতিক আর দৈহিক পাপ দুনিয়া আর সাগর ছেয়ে ফেলেছে, তারই উপর স্মরণীয় মন্তব্য করতেন। আর যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে আমিও সাহস করে তাঁর ঐ মন্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারতাম।

প্রতিটি যাত্রী তার নিজের নিজের কাহিনী বলতে লাগল, এদিকে জাহাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। অবশেষে বুয়েনস আয়ার্সে এসে পৌছনো গেল। এখানে কুমারী কুনেগোণ্ড, ক্যাপটেন ক্যাণ্ডিড আর বৃদ্ধা নেমে পড়লেন। লাটসাহেব ডন ফার্ণাণ্ডো ছ' লবরা ঈ ফিগুয়েরা ঈ মাসকারানেস ঈ ল্যামপুরোদোস ঈ সুজার সঙ্গে দেখা করাই তাঁদের ইচ্ছা। অভিজাত পুরুষ তিনি, বহু নামের অধিকারী আর নামের উপযোগী গর্বের উত্তাপও তাঁর কম নয়। লোকের সঙ্গে মালিকানার চড়া

তাচ্ছিল্যের সুরেই কথা বলেন, নাকটা যেন শূন্যে উঁচিয়ে থাকে। আবার এত জোরে আলাপ করেন, এমন কেউকেটা ভাব দেখান, এমন উদ্ধত হয়ে ওঠেন যে যারাই তাঁকে সেলাম বাজাতে যায়, তাদেরই পাল্টা আঘাত করতে ইচ্ছে হয়। নারীর প্রতি তাঁর লোলুপতা তো সংযমবিহীন। কুমারী কুনেগোণ্ডকে দেখে তাঁর মনে হ'ল, এমন সুন্দরী তিনি দেখেন নি। প্রথম কথাই তাই শুধালেন, কুনেগোণ্ড ক্যাপটেনের স্ত্রী কি না। এমন ভাবে প্রশ্নটা করলেন যে, ক্যাণ্ডিড শংকিত হয়ে উঠল। স্ত্রী বলবার সাহস হ'ল না—আর কুমারী তো তা নন। ভগ্নী বলতেও সাহস হ'ল না। তাও তো সত্য নয়। সাদা মিথ্যার রেওয়াজ পুরাকালে চালু ছিল, সমকালেও তার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে; কিন্তু ক্যাণ্ডিড বড়ই পূত-চরিত্র—সত্যের বিরুদ্ধে এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার আত্মা সংকুচিত হয়ে উঠল।

সে তাই বললে, কুমারী কুনেগোণ্ড আমার ধর্মপত্নী হয়ে আমাকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন। আমরা মহামান্য হুজুরকে সবিনয়ে জানাচ্ছি, তিনি যদি আমাদের বিবাহ-উৎসবে যোগ দেন তো আমরা বাধিত হব।

ডন ফার্ণাণ্ডো দ্য'লাবরা ঈ ফিগুয়েরা ঈ মাসকারানেস ঈ লামপুরদোস ঈ সুজা তিক্ত হাসি হাসলেন। গোঁফে তা দিয়ে ক্যাপটেন ক্যাণ্ডিডকে সিপাহীদের কুচকাওয়াজ দেখতে হুকুম দিলেন। ক্যাণ্ডিড হুকুম তামিল করতে চলে গেল। এবার লাটসাহেব কুমারীর সঙ্গে একা। নিজের কামনা জানালেন, এমন

শপথও করলেন, কালই তাঁকে বিয়ে করবেন। গীর্জার অনুমতি পান বা না পান ক্ষতি নেই। সুন্দরীর যা অভিরুচি তাই-ই হবে। কুমারী কুনেগোণ্ড অন্তত পনেরো মিনিট ভেবে দেখার সময় চাইলেন। তারপরে বৃদ্ধার পরামর্শ নিতে চলে গেলেন। কি উপায় তারই পরামর্শ।

বৃদ্ধা কুমারী কুনেগোণ্ডকে বললে, ঠাকরুণ, বাহাত্তরটি পুরুষের কুলুজীনামা তোমাদের ঢালে দাগা আছে বটে, কিন্তু তোমার তো এখন একটা কানাকড়িও সম্বল নেই। দক্ষিণ আমেরিকার সেরা ভদ্রলোকের স্ত্রী যদি না হতে পার, তাহলে নিজের বরাতকেই দুষবে। আহা ভদ্রলোক কি সুন্দর, মরি মরি কি তার গোঁফের শোভা! অকলঙ্ক সতীত্বের গর্বে তোমার কি অধিকার? ভাব তো—বুলগাররা তোমার উপর বলাৎকার করেছে, একটি য়িহুদী আর এক ধর্মাধিকার তোমার অনুগ্রহ পেয়েছে। আর একথাও মনে রেখো, এই দুর্ভাগ্য এসেছিল বলেই কিছু সুবিধে-সুযোগ পেয়ে গেছ। আমি বলি—তোমার জায়গায় আমি হলে, দ্বিধা না করেই লাটসাহেবকে বিয়ে করে বসতাম—আর ঐ ক্যাপটেনের শ্রীবৃদ্ধির সহায় হতাম।

বৃদ্ধা উপযুক্ত পরামর্শই দিলে। এ তার বয়স আর অভিজ্ঞতারই দান। এমন সময় এক হাকিমকে গোয়েন্দা-পুলিসের দলবলের সঙ্গে ঢুকতে দেখা গেল। ব্যাপারটি এই।

বৃদ্ধা ঠিকই আঁচ করেছিল যে, ঢোলা আর লম্বা আস্তিনওয়ালা পাদ্রী বাদাজোজ-এ কুনেগোণ্ডের টাকাকড়ি হীরে-জহরৎ চুরি

করে নিয়ে গেছে। কাদিজে পালাবার সময় এই ব্যাপারটা ঘটে। পাদ্রীটি এক হীরে-জহরতের ব্যাপারীর কাছে কয়েকখানা পাথর বিক্রি করতে যায়, ব্যাপারী দেখেই চিনতে পারে এগুলি ধর্মাধিকারের সম্পত্তি। ফাঁসিকাঠে ঝোলার আগে পাদ্রী স্বীকার করে যে সে চুরি করেছে। যাদের কাছ থেকে চুরি করেছে, তাদের বর্ণনা দাখিল করে, আবার কোন্ মুখো গেছে সে কথাও জানায়। কুমারী কুনেগোণ্ডের ক্যাণ্ডিডসহ পলায়ন বৃত্তান্ত তখন সবাই অবগত। তাই কাদিজে তাদের পশ্চাদ্ধাবন সুরু হয়ে যায়। আবার অবিলম্বে জাহাজ ভাসান হ'ল। জাহাজ বুয়োনোস আয়াস বন্দরে এল। আসতেই গুজব রটে গেল, এক হাকিম দলবল নিয়ে এসেছেন ধর্মাধিকারের হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে। বৃদ্ধা বুদ্ধিমতী। সে অমনি ভেবে নিলে—কি কর্তব্য। কুমারীকে সে বললে, পালাতে পারবে না, কিন্তু ভয় নেই। তুমি তো আর মহামান্য ধর্মাধিকারকে হত্যা করনি। তাছাড়া লাটসাহেব এখন তোমার প্রেমে পাগল—তোমার উপর হামলা করতে তিনি দেবেন না। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।

সে এবার তাড়াতাড়ি ক্যাণ্ডিডকে খুঁজতে গেল। তাকে পেয়ে বললে, তাড়াতাড়ি পালাও, নয়তো ঘণ্টাখানেকের ভিতরে জ্যান্ত পুড়ে মরবে।

সময় আর নেই....কিন্তু কি করে ক্যাণ্ডিড কুমারীকে ছেড়ে যাবে? কোথায় পাবে সে আশ্রয়?

চৌদ্দ

স্পেনের উপকূলভাগে বা উপনিবেশগুলিতে প্রায়ই যে সব দাস-দাসী দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরই একটিকে কাদিজ থেকে ক্যাণ্ডিড নিয়ে এসেছিল। সে আর্জেন্টাইনের দোআঁশলা জাত, স্পেনের রক্ত তার শরীরে মাত্র সিকিভাগ! গীর্জার গায়ক, গীর্জার ধর্মদণ্ডবাহক, নাবিক, পাদ্রী, ফেরিওয়ালা, সৈনিক এবং পরিচারকের কাজ লোকটি একটার পর একটা করে গেছে। নাম তার কাকাম্বো। সে প্রভুর প্রতি অনুরক্ত, কেননা তার প্রভু মানুষটি ভাল, বৃদ্ধার কাছে খবর পেয়ে দুটি ভালজাতের ঘোড়ায় সাজ পরিয়ে তৎক্ষণাৎ কাকাম্বো তৈরি হয়ে নিয়ে বললে, কর্তা বুড়ীর পরামর্শ নিন! পথ খোলা থাকতে থাকতে পালান। কিন্তু ক্যাণ্ডিড ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে,

চীৎকার করে উঠল, হা প্রিয়তমে কুনেগোণ্ড, মহামান্য লাট যখন আমাদের বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখনি তোমার কাছে বিদায় নিতে হ'ল! হায় কুমারী, তোমাকে গৃহ থেকে এত দূরে নিয়ে এলাম—তোমার কি উপায় হবে?

. কাকাম্বো বললে, তিনি ভালই থাকবেন কর্তা, মেয়েরা কখনো দিশাহারা হন না। ঈশ্বর তাঁদের দেখেন···কর্তা, আপনি জলদি করুন!

ক্যাণ্ডিড শুধাল, আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ? কোথায় যাবে? কুমারী কুনেগোণ্ড বিহনে আমরা কি করব?

কেন, কাকাম্বো বললে, আপনি তো জেস্যুটদের বিরুদ্ধে জেহাদে নামছিলেন। এবার তার বদলে ওদের হয়ে জেহাদ চালান। আমি পথ বেশ চিনি, ওদের রাজ্যে আপনাকে নিয়ে যাব, ওরা বুলগার ফৌজের ক্যাপটেনকে পেয়ে খুশী হবে। আপনিও বহু ধন-দৌলত পাবেন। যা আশা করেছিলেন, এক পথে যখন পেলেন না, অন্য পথে গেলে নিশ্চয়ই পাবেন। নতুন জায়গা, নতুন কাজ সব সময়েই ভাল।

ক্যাণ্ডিড বললে, তা হলে তুমি প্যারাগুয়েয় গিয়েছিলে?

নিশ্চয়ই গেছি, কাকাম্বো উত্তর দিলে, আমি গীর্জায় নোকর ছিলাম। কি করে পাদ্রীরা শাসন চালায় আমি কাদিজের সড়কগুলির মতোই তা জানি। চমৎকার ব্যবস্থা। রাজ্যে তিরিশটি প্রদেশ—তিনশো লীগের বেশিই হবে। পাদ্রীরা সবগুলির মালিক, সাধারণ মানুষের কিছুই নেই। একেই আমি বলি সুবিচার আর ন্যায়ধর্মের পরম আদর্শ। আমাদের ঐ মহা-শ্রদ্ধাভাজন পাদ্রীদের মতো অমন দেবতা-সমান জীব আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ওঁরা স্পেন আর পর্তুগালের রাজার সঙ্গে এখানে লড়াই করেন বটে, কিন্তু ইউরোপে ওঁরাই আবার তাঁদের দীক্ষা দেন। এদেশে ওঁরা স্পেনবাসীদের হত্যা করেন, কিন্তু স্পেনে ওঁরাই তাদের স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। চমৎকার না? কিন্তু আমাদের এখন রওনা হতে হবে। আপনি

সবচেয়ে সুখী হবেন, খুশী হবেন। আর বুলগার ফৌজের ক্যাপটেনকে পেয়ে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পাদ্রীমশাইরা কি যে খুশী হবেন!

সীমান্তের প্রথম ঘাঁটিতে পৌঁছেই কাকাম্বো একজন রক্ষীকে জানালে, একজন ক্যাপটেন ধর্মাবতার কর্ণেলের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চান। একজন সৈন্য ছুটল প্রধান ঘাঁটিতে। একজন প্যারাগুয়েবাসী গেল কর্ণেলকে খবর দিতে। ক্যাণ্ডিড আর কাকাম্বোকে প্রথমে নিরস্ত্র করা হ'ল। তারপর ঘোড়া দুটিও কেড়ে নিলে। দুই সারে সৈন্যদের ভিতর দিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়া হ'ল ফৌজের হোমরা-চোমরা কর্মচারীটির কাছে। তিনি সারের একবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক হাতে তাঁর বর্শা-কুঠার, আর হাতে তলোয়ার। মাথায় টুপি, জোব্বা তোলা। তিনি কি ইঙ্গিত করলেন, অমনি চব্বিশজন সৈন্য আগন্তুকদের ঘিরে ফেললে। একজন সার্জেন্ট বললে, ওদের অপেক্ষা করতে হবে। সে জানালে, কর্ণেল তাদের সঙ্গে কথা কইতে অক্ষম। প্রাদেশিক ধর্মমহামাত্যের আদেশ—কোন স্পেনবাসী তাঁর সুমুখে ছাড়া মুখ খুলতে পারবে না। তিন ঘণ্টার বেশী এ রাজ্যে বাসেরও তাদের নিয়ম নেই।

মহাশ্রদ্ধাভাজন ধর্মমহামাত্য এখন কোথায়? কাকাম্বো জিজ্ঞেস করলে। তিনি এতক্ষণ প্রার্থনা সভায় ছিলেন, এখন তিনি কুচকাওয়াজ পরিদর্শনে রত। সার্জেন্ট জানালে, তিন ঘণ্টার ভিতরেও তাঁর জুতোর কাঁটায় চুমু খেতে পাবে না।

কাকাম্বো বললে, কিন্তু আমাদের ক্যাপটেন স্পেনবাসী নন, তিনি জার্মান, আমারই মত তিনি উপবাসে অর্ধমৃত। শ্রদ্ধাভাজন ধর্মমহামাত্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে রাজি—কিন্তু কিছু খেতে চাই।

সার্জেন্ট সোজা কর্ণেলের কাছে ছুটল আলাপের বিবরণ পেশ করতে।

গীর্জাশাসিত রাজ্যের কর্ণেল বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, লোকটা যখন জার্মান, আমি তার সঙ্গে আলাপ করব। তাকে আমার নিকুঞ্জে নিয়ে এস।

গাছপালা ঘেরা কুঞ্জে ক্যাণ্ডিড তৎক্ষণাৎ আনীত হ'ল। সোণালী আর সবুজ স্তম্ভে সুশোভিত কুঞ্জ, কারুকার্যখচিত খাঁচায় সঙ্গীতকারী বার্ড অফ প্যারাডাইজ, গিনি-ফাউল আর দুর্লভ পাখীসকল। স্বর্ণথালিতে আনীত হ'ল সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু। পারাগুয়ের বাসিন্দেরা কাঠের থালিতে খোলা মাঠে বসে ভুট্টা খায়, মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড রোদ চলে যায়। আর শ্রদ্ধাভাজন কর্ণেল তখন কুঞ্জের ছায়ায় বসে স্বর্ণথালিতে চর্ব্য-চোষ্য আহার করেন।

সুশ্রী যুবক তিনি, গোলগাল মুখ, ফরসা রং। ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূ যুগল, দীপ্ত চোখ। কানের লতি লাল, ঠোঁট রক্তাভ। তা দেখে গর্বিত বলে মনে হয়, কিন্তু তাঁর গর্ব স্পেনীয় বা জেস্যুট জাতের নয়। ক্যাণ্ডিড আর কাকাম্বোকে অস্ত্র অশ্ব ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। কাকাম্বো কিছু দানা যোগাড় করে

নিয়ে এল—কি জানি কখন কি ঘটে তাই ঘোড়ার উপর রইল তার চোখ।

ভোজের টেবিলে বসবার আগে, ক্যাণ্ডিড কর্ণেলের জোব্বার প্রান্ত তুলে ধরে চুমু খেল।

জার্মান ভাষায় জেস্যুট কর্ণেল বললেন, তাহলে তুমি জার্মান?

যে আজ্ঞা হুজুর, ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে।

দুজনে আলাপ করতে-করতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। উদ্বেল উচ্ছ্বাস বুঝি অদম্য হয়ে উঠল।

জার্মানির কোন অঞ্চলে তোমার বাস? জেস্যুট শুধালেন।

ওয়েস্টফালিয়ার কুশ্রী অঞ্চল, ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে। থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্কের প্রাসাদ-দুর্গে আমার জন্ম।

তাই নাকি? কর্ণেল চীৎকার করে উঠলেন, এ কথা কি সত্য?

আশ্চর্য! ক্যাণ্ডিডও বলে উঠল।

সত্যই কি তুমি? কর্ণেল শুধালেন।

আরে এযে সম্ভবের অতীত ব্যাপার! ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল।

দুজনেই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি, তারপর আলিঙ্গনে বদ্ধ হল, অশ্রু উথলে উঠল।

ক্যাণ্ডিড বললে, হে শ্রদ্ধাভাজন, সত্য কি আপনি সুন্দরী কুনেগোণ্ডের ভ্রাতা? আপনি তো বুলগার সৈন্য দ্বারা হত হয়েছিলেন—সেকথা কি সত্য নয়? সত্যই কি আপনি ব্যারণ-

পুত্র ? ভাবুন তো একবার, আপনি কি না পারাগুয়ের জেস্যুট বনে গেছেন! বলিহারি দুনিয়া। বড় তাজ্জব স্থান। হায়, বেচারী প্যানগ্লসের যদি ফাঁসি না হোত, তিনি এখন কত খুশি হতেন।

কয়েকজন নিগ্রো ক্রীতদাস আর পারাগুয়ের পরিচারক স্ফটিক ভৃঙ্গারে সুরা পরিবেশন করছিল। কর্ণেল তাদের বিদায় দিয়ে ক্যাণ্ডিডকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। ঈশ্বর আর সন্ত ইগনাতিয়াসকে জানালেন সশ্রদ্ধ নতি, গাল বেয়ে ধারা নামল।

ক্যাণ্ডিড কর্ণেলের মতোই গলদাশ্রু। সে বললে, আপনার ভগিনীর নিয়তি শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন, আরো উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, হৃদয় দ্রবীভূত হবে। আপনারা ভেবেছিলেন, কুমারী কুনেগোণ্ড হত, কিন্তু তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

কোথায়—কোথায় ?

বহু দূরে নয়। বুয়োনোস আয়ার্সের লাটের হেফাজতে আছেন। আমি এসেছিলাম আপনাদের সঙ্গে লড়াই করতে।

প্রতি কথায় নতুন বিস্ময়ের সন্ধান মিললো। বলা আর শোনার উত্তেজনায় দীপ্ত তাঁদের চোখ। তাঁরা জার্মান, তাই মহামান্য ধর্মমহামাত্যের জন্য তাঁরা ভোজের টেবিলেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরই মধ্যে কর্ণেল প্রিয় ক্যাণ্ডিডকে সম্বোধন করে বললেন।

পনেরো

যতদিন জীবিত থাকব, সেই ভয়ংকর দিনের কথা আমার মনে থাকবে। আমার চোখের সুমুখে সেদিন পিতামাতাকে নিহত আর ভগ্নীকে ধর্ষিত হতে দেখলাম। যখন বুলগাররা চলে গেল আমার প্রিয়তমা ভগ্নীর সন্ধান মিলল না, পিতামাতারও না। দুজন পরিচারক আর তিনটি বালক সহ আমাকে একটা গাড়িতে তোলা হ'ল। ওরা সবাই তখন হত। আমাদের প্রাসাদ থেকে দুক্রোশ দূরে এক জেস্যুট গীর্জায় কবর দিতে নিয়ে চলল, নোনা জল আর কি সব চোখে এসে লাগল। পাদ্রী দেখলেন, আমার চোখের পাতা নড়ে নড়ে উঠছে, তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে দেখলেন এখনও স্পন্দন আছে। আমি উদ্ধার পেলাম, তিন সপ্তাহ পরে একেবারে আরোগ্য হ'লাম। প্রিয় বন্ধু, তুমি তো জান আমি দেখতে কেমন সুশ্রী ছিলাম। আরো সুন্দর হয়ে উঠলাম দিনে দিনে। এবার গীর্জার সেরা পাদরী, বাবা ক্রাউষ্ট আমাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি আমাকে শিক্ষানবীশ হিসেবে রাখলেন। এই মহাধর্মসংঘের প্রধান সম্পাদকের কয়েকজন তরুণ সহকারীর প্রয়োজনে আমাকে রোমে পাঠানো হ'ল। পারাগুয়ের শাসকগণ স্পেনবাসীদের চাননা, বিদেশীদের পছন্দ করেন— তাঁরা ভাবেন, এদের উপর ফলাও করে কর্তৃত্ব চলবে। তাই

সম্পাদক-প্রধান দ্বারা আমি নির্বাচিত হলাম। এখানে এসে এই আঙ্গুর বাগিচার দেশে কাজ করব। আমি একজন পোল্যাণ্ডবাসী আর ত্রিয়লবাসীর সঙ্গে রওনা হ'লাম। পৌছেই আমি হ'লাম লেফটেনাণ্ট। এখন তো কর্ণেল আর পাদ্রী। আমরা স্পেনের রাজকীয় সেনাবাহিনীকে প্রচণ্ড বিক্রমে বাধা দিচ্ছি। আমি তোমাকে নিশ্চিত বলতে পারি, ওদের আমরা পরাজিত করব, সমূলে নির্মূল করে দেব। বিধাতাই তোমাকে আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু বল ভাই, সত্যই কি আমার প্রিয়তমা ভগ্নী কুনেগোণ্ড এখন পাশ্ববর্তী অঞ্চলে, বুয়োনোস আয়ার্সের লাটের কাছে আছে ?

ক্যাণ্ডিড হলফ্ করে বললে, একথা সত্য। আবার তাঁদের চোখ সজল হয়ে এল।

ব্যারণ ক্যাণ্ডিডকে ভ্রাতা, মুক্তিদাতা বলে ডাকলেন, বার-বার জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, হে আমার প্রিয় বন্ধু, আমি এখন নিশ্চিত, আমরা বিজয় রথে ক্রেশ নগরের মধ্যে প্রবেশ করে আমার প্রিয় ভগ্নী কুনেগোণ্ডকে উদ্ধার করে আনব।

ক্যাণ্ডিড বললে, আমারও সেই কামনা। কারণ, আমি তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম। এখনও আমার সে-আশা আছে।

ওরে উদ্ধত জীব, ব্যারন চীৎকার করে উঠলেন, আমার ভগ্নীর পানিগ্রহণ করবি এত বড় তোর স্পর্দ্ধা! যাঁর পারি-বারিক চর্মে দ্বিসপ্ততি পুরুষের নাম অঙ্কিত—তাঁর পানিগ্রহণ!

আর সেই উন্মত্তের প্রলাপ তুই আমার কাছে করছিস? তোর লজ্জা নেই?

ক্যাণ্ডিড এই বিস্ফোরণে হতবাক।

সে উত্তর দিলে, হে শ্রদ্ধাভাজন পিতা, জগতের সমস্ত কুলুজিনামা অঙ্কিত চর্মেও এ-ব্যাপারে দ্বিমত হবে না। আমি আপনার ভগ্নীকে এক য়িহুদী আর ধর্মাধিকারের কবল থেকে মুক্ত করেছি। তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞতায় তিনি আমার সহধর্মিণী হতে চেয়েছেন। আমার গুরু প্যানগ্লস বলতেন—মানুষ সবাই সমান। তাই আমি বিনা দ্বিধায় তাঁর পানিগ্রহণ করব।

ওরে ইতর, দেখা যাবে তোর এই প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? ব্যারন থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্ক বলে উঠলেন। তারপর তলোয়ারের উল্‌টো দিক দিয়ে তার মুখে আঘাত করে বসলেন।

ক্যাণ্ডিডও অমনি তার তলোয়ার নিষ্কাসিত করে ব্যারনের তলপেটে আধখানা বসিয়ে দিলে। কিন্তু তলোয়ারের রক্তঝরা ফলাখানা বার করে কেঁদে উঠল। হা ঈশ্বর, এ আমি কি করলাম! আমার সাবেক প্রভু, আমার বন্ধু, আমার শ্যালক—তাঁকে আমি হত্যা করলাম! আমি তো ছিলাম সবচেয়ে নিরীহ মানুষ, কিন্তু এর মধ্যে তিন-তিনটি খুন করে ফেলেছি—তার মধ্যে দুজন আবার পাদ্রী!

কাকাম্বো কুঞ্জদ্বারে সান্ত্রী মোতায়েন ছিল, সে ছুটে এল।

মনিব তাকে দেখে বলে উঠলেন, এখন তো প্রাণ দেওয়া

ছাড়া আর উপায় নেই। ওরা এখুনি কুঞ্জে ঢুকে পড়বে। আমাদের অসি হস্তে প্রাণ দিতে হবে।

কাকাম্বো এমনি বিপদে হামেসাই পড়েছে, মাথা তার বেঠিক হয় না। তাই ব্যারনের দেহ থেকে জোব্বা খুলে নিয়ে ক্যাণ্ডিডকে পরিয়ে দিলে, তার হাতে তুলে দিলে মৃতের চৌকো টুপি—তারপর ঘোড়ায় তাকে চড়ালে। চোখের পলকে এসব করলে।

কাকাম্বো এবার চেঁচিয়ে উঠল, কর্তা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিন! সবাই ভাববে, জঙ্গী পাদ্রী ছুটেছেন জরুরী খবর নিয়ে। তারপর ওরা পিছনে ধাওয়া করে আসার আগেই আমরা সীমান্ত পার হয়ে যাব।

এই কথা বলেই সে ছুটে এগিয়ে এল। স্পেনের ভাষায় চীৎকার করে উঠল,

পবিত্র পিতা কর্ণেল আসছেন, পথ দাও, সবাই পথ দাও!

ষোলো

সেনা ছাউনিতে জার্মান পাদ্রীর মৃত্যুর কথা জানাজানি হবার আগেই ক্যাণ্ডিড আর তার ভৃত্য সীমান্ত পার হয়ে গেল। কাকাম্বো পরিণামদর্শী। সে তাই আগেই ঝোলা ভরে নিয়েছিল রুটি, চকোলেট, শূয়রের মাংস আর ফল। কয়েক বোতল মদ নিতেও ভোলে নি। তাই ভাল জাতের ঘোড়ায় ওরা জোর কদমে অজানা দেশের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু সড়কের হদিস মিলল না। অবশেষে দেখা গেল এক সুন্দর প্রান্তর, ফিতের মতো ছোট ছোট নদী এদিক ওদিক বয়ে যাচ্ছে। তারা ঠিক করলে থেমে পড়বে, ঘোড়াদের দানাপানি খাইয়ে চাঙা করে নেবে। কাকাম্বো বললে, এবার মনিব কিছু খেয়ে নিন। এই বলে সে নিজেই তার দৃষ্টান্ত দিতে বসে গেল।

ক্যাণ্ডিড বললে, তুমি আমাকে কি করে শূকরের মাংস খেতে বলছ! আমি যে ব্যারন পুত্রকে হত্যা করেছি—আর তো সেই সুন্দরী কুনেগোণ্ডের দেখা জীবনে পাব না! আমি যে অভিশপ্ত মানুষ। আমার এই দুর্বহ জীবন দীর্ঘ করে আর লাভ কি। অনুশোচনা আর হতাশায় জীবন টেনে বেড়িয়েই বা কি হবে। সুন্দরীর কাছ থেকে তো আমি চিরতরে নির্বাসিত। আর জেসুটদের সংবাদপত্রই বা কি বলবে!

শোক ঝরে ঝরে পড়ল তার বিলাপে, কিন্তু সে পেট পুরেই আহার করতে লাগল। সূর্য এবার অস্ত যায় যায়, এমন সময় দুই পথিক অস্ফুট আর্তনাদ শুনতে পেল। যেন মনে হয় নারীকণ্ঠ। তারা বুঝতে পারলে না, এ আনন্দের না দুঃখের উচ্ছ্বাস। তবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। উদ্বেগ আশংকায় ভরা তাদের মন। অজানা দেশে তো যে কোন ব্যাপারে এমনিই হয়। ওরা দেখলে, দুটি উলংগ যুবতী চীৎকার করছে। তারা মাঠের প্রান্তে ছুটোছুটি করছে, আর দুটি বানর ছুটছে তাদের পিছনে পিছনে, তাদের নিতম্বে বার বার কামড় দিচ্ছে। এ দৃশ্যে ক্যাণ্ডিড বিচলিত। বুলগারদের তাঁবে থেকে সে গুলী ছোড়া শিখেছে, ঝোপে ধরে থাকে বাদাম, সেই বাদামে সে গুলী বিঁধতে পারে, কিন্তু পাতাটি ছুঁয়ে যাবে না গুলী। তাই সে তার দোনলা স্পেন দেশের রাইফেলটা তুলে নিয়ে গুলী ছুঁড়ল। বাঁদর দুটো মরেও গেল। সে চীৎকার করে উঠল আনন্দে, কাকাম্বো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও! আমি এই দুটি অসহায়া নারীকে এক ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করলাম। যদি ধর্মাধিকার আর জঙ্গী জেসুট পাদ্রীকে হত্যা করে কোন পাপ করেথাকি, এই দুই অভিজাত মহিলাকে রক্ষা করে তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্তই করেছি। তাহলে এদেশে এই অভিযান সত্যই সার্থক হ'ল।

এমনি ধারা বলতে সুরু করতে গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল ক্যাণ্ডি। দেখলে, যুবতী দুটি গাঢ় আলিঙ্গনে মৃত বানর দুটিকে

জড়িয়ে ধরেছে, ঝরঝর করে কাঁদছে। তাদের বিলাপে বাতাস মথিত।

কিছুক্ষণ দৃশ্যটি দেখে ক্যাণ্ডিড কাকাম্বোকে বললে, এমন মহানুভবতা আমি দেখিনি।

কাকাম্বো বলে উঠল, কর্তা বলিহারি আপনার কাজ! আপনি এই দুটি যুবতীর প্রেমিকদের হত্যা করেছেন!

প্রেমিকদের? অসম্ভব। কাকাম্বো, আমাকে কি বিদ্রূপ করছ? তোমার কথা তো বিশ্বাস হয় না।

কর্তা, কাকাম্বো উত্তর দিলে, আপনি তো সব কিছু দেখেই তাজ্জব বনে যান, দুনিয়ার কোথাও কোথাও বাঁদররা যুবতীদের নেকনজরে পড়ে থাকে—একি তাজ্জব ব্যাপার নাকি? যেমন আমি আধখানা স্পেনের মানুষ, তেমনি ওরাও আধখানা মানুষ।

ক্যাণ্ডিড জবাব দিলে, মনে হয় তুমি সত্য কথাই বলছ। মনে পড়ছে, পণ্ডিত প্যানগ্লস বলেছিলেন, সাবেক আমলে এমনি দৈবদুর্ঘটনা নারীদের জীবনে ঘটে যেত, আর সেই সংকর মিলনের ফলে সৃষ্টি হত অশ্ব-মানব, শৃঙ্গ-সমন্বিত উপদেবতার দল। তিনি একথাও বলেছিলেন, বহু জ্ঞানী-গুণী এদের দেখেছিলেন। কিন্তু আমি এসব আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিতাম।

কাকাম্বো বললে, এবার দেখে শুনে সত্য বলেই বিশ্বাস করাই উচিত। দেখছেন তো, যারা বিশেষ রকমের শিক্ষা পায়নি,

তাদের আচার-ব্যবহার সেই সাবেক আমলেরই রয়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে, ঐ দুটি মহিলা আমাদের উপর এর শোধ তুলবে।

এমন সারগর্ভ কথা শুনে ক্যাণ্ডিড তাড়াতাড়ি প্রান্তর ছেড়ে এক বনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। সে আর কাকাম্বো রাতের খাবার খেতে বসে গেল। পর্তুগালের ধর্মাধিকার, বুয়োনোস আয়ার্সের লাট আর ব্যারণকে শাপান্ত করে ওরা শ্যাওলাঢাকা নদীর পারে ঘুমে বিভোর হয়ে গেল। জেগে উঠে দেখলে নড়তে চড়তে পারে না। তার কারণ, রাতেই এদেশের বাসিন্দে ওরেইলোঁরা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ওদের বেঁধে রেখেছিল। দুটি যুবতীর অভিযোগেরই এ ফল। চেয়ে দেখলে চারিদিকে প্রায় অমন পঞ্চাশজন উলঙ্গ ওরেইলোঁ ওদের ঘেরাও করে আছে। তাদের হাতে তীর, ডাণ্ডা আর পাথরের কুঠার। কেউ কেউ বা বড় বড় কড়া গরম করতে ব্যস্ত, কেউ বা খাঁড়া শানাচ্ছে। আর জনতা ছাড়ছে জিগির—বেটা জেসুট! বেটা জেসুট! আমরা ওর উপরে শোধ তুলব, ভাল করে ওর মাংস খাব। জেসুটের মাংসে ভোজ হবে রে, মহা ভোজ হবে। কাকাম্বো ম্লান মুখে বললে, কর্তা, বলিনি, মেয়েদুটো আমাদের উপর এর শোধ তুলবে।

ক্যাণ্ডিড কড়া আর খাঁড়া দেখে চেঁচিয়ে উঠল, আমাদের ভাজা নয় তো সেদ্ধ করে খাবে। হায়, পণ্ডিত প্যানগ্লস এই স্বভাব শিশুদের ব্যবহার দেখে না জানি কি মন্তব্যই করতেন!

হয় তো এ সব মঙ্গলের জন্যই! কিন্তু তবু বলব, সুন্দরী কুনেগোণ্ডকে হারালাম, সেই তো চরম নির্মমতা, তার উপরে ওরেইলোঁদের খাঁড়ার ঘায়ে সে নির্মমতা তো বাড়বে বই কমবে না।

কাকাম্বো কখনো বেহেড হয় না। ক্যাণ্ডিড হতাশায় অধীর। তাকে সে বললে, কর্তা হতাশ হবেন না, ওদের ভাষা আমি একটু আধটু বুঝি। ওদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখি।

ক্যাণ্ডিড বললে, তাহলে ওদের একথা বুঝিয়ে দিতে ভুলোনা যে মানুষ-ভাইদের কেটে-কুটে রন্ধন করা এক অমানুষিক বর্বরতা—আর খৃষ্টানদের ধর্মও নয়। কাকাম্বো বললে, ভদ্রমণ্ডলী আপনারা আজ তা হলে জেসুট ভক্ষণই করবেন? আমার আপত্তি নেই। শত্রুদের সঙ্গে এমনি ব্যবহারই তো ঠিক। প্রকৃতির আইনে আমাদের নিজেদের ভ্রাতাদের হত্যা করাই তো শেখায়। আর পৃথিবীর প্রতি কোণে তাইতো অহরহ ঘটছে। যদি ওদের ভক্ষণের রীতি না মানি, তার মানে—আমাদের সুখাদ্য মজুদ আছে। কিন্তু আপনাদের তো তা নেই, তাই বিজয়ের ফল কাকের মুখে নিক্ষেপ না করে আপনারা যে নিজেরাই শত্রুভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন—এটা বেশ ভাল কথা। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই বন্ধুদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে চান্ না। আপনারা মনে করছেন, এক ক্যাথলিক পাদ্রীকে আপনারা জবাই করতে যাচ্ছেন, কিন্তু ইনি আপনাদের রক্ষক—আপনাদের শত্রুর

শত্রু—আপনারা কিনা তাঁকে ভর্জিত করতে যাচ্ছেন! আমার কথা বলি, আপনাদের দেশেই আমার জন্ম। আর আমার মনিব মোটেই ক্যাথলিক নন। তিনি বরং এই মাত্র একজন ক্যাথলিককে বধ করে তার সম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। তাইত আপনাদের এই ভুল। আমার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করে দেখতে হলে, এই জোব্বা নিয়ে কাছের কোন সীমান্ত ঘাঁটিতে যান, গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখুন, আমার প্রভু কোন ক্যাথলিক রাজকর্মচারীকে হত্যা করেছেন কি না। আপনাদের খুব দেরী হবে না। আমার কথা সত্য কিনা জেনে এসেও আমাদের স্বচ্ছন্দে ভোগে লাগাতে পারবেন। কিন্তু যদি কথা সত্য হয়, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক আইনের সত্য ভাল করেই জানেন। আমাদের নিশ্চয়ই তখন ভোগে লাগানো চলবে না।

কাকাম্বোর যুক্তিতে ওরেইলোঁরা গলে গেল। দুজন নেতাকে তড়িঘড়ি সত্য যাচাই করতে পাঠান হ'ল। প্রতিনিধিরা কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ সেরে ফিরে এলেন। সুখবরই তাঁরা আনলেন। ওরেইলোঁরা বন্দীদের মুক্তি দিলে, তা ছাড়া ভদ্র ব্যবহারেও ত্রুটি করলে না। সম্ভোগের জন্য যুবতী দেওয়া হ'ল, এল সুখাদ্য সম্ভার, তারপর নিজেদের সীমান্ত অবধি পৌঁছে দিয়ে এল। তখন তারা হাসছে আর বলছে—ও তো জেসুট নয়—ও তো জেসুট নয়!

ক্যাণ্ডিড ওদের প্রশংসায় আপ্লুত; মুক্তি পেয়ে বার বার বললে, আহা কি চমৎকার জাতি—কি চমৎকার! কি ওদের সংস্কৃতি! আমি যদি কুমারী কুনেগোণ্ডের ভাইকে খুন না করতাম, তাহলে ওরা তো আমাকে খেয়েই ফেলত! আমার বরাত ভাল। এই স্বভাব শিশুদের ভিতরে মহৎ গুণ আছে। ওরা যেই শুনলে আমি জেস্যুট নই, অমনি খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে কত ভদ্র ব্যবহার করলে!

সতেরো

ওরেইলোঁ সীমান্তে পৌঁছে কাকাম্বো ক্যাণ্ডিডকে বললে, নয়া দুনিয়া তো দেখা হ'ল, পুরাণো দুনিয়ার চেয়ে এ তো ভাল নয়। এখন আমার কথা শুনুন, চলুন যত তাড়াতাড়ি হয় আমরা ইউরোপে চলে যাই।

ক্যাণ্ডিড বললে, কিন্তু কি করে যাব? আর যদিই বা গিয়ে হাজির হই, কি করব তখন? আমার নিজের দেশে গিয়ে দেখব, বুলগার আর আবররা হানাহানি করছে, এ ওর গলা পেঁচিয়ে কাটছে। পর্তুগালে ফিরে গেলে তো জীবন্ত দগ্ধ হব; আবার এখানে যদি থেকে যাই, সব সময়েই জবাই হবার ঝুঁকি ঝুলবে মাথার উপরে। তা ছাড়াও কি করে যাব, কুমারী কুনেগোণ্ড যে এখনো এখানে।

কাকাম্বো বললে, তাহলে কেয়েনে চলুন যাই। ভবঘুরে অনেক ফরাসীর সঙ্গে দেখা হবে। ওরা আমাদের সাহায্য করতে পারবে। হয়তো ভগবানও শেষে দয়া করবেন।

কেয়েনে যাওয়া সহজ নয়। ওরা মোটামুটি পথের হদিস জানত, কিন্তু প্রতি পদে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দেখা দিল পাহাড়-পর্বত, নদী, গিরিশৃঙ্গ, দস্যু আর অসভ্য আদিবাসীর দল। ক্লান্তিতে ঘোড়াগুলো মরে গেল, খাবার ফুরিয়ে গেল। পুরো একমাস বুনো ফল খেয়ে ওরা বাঁচল। অবশেষে ওরা পৌঁছল

এক ঝির-ঝিরানি নদীর ধারে। তার দুদিকে সারে সারে নারিকেল গাছ। তারা বাঁচল, চাঙ্গা হয়ে উঠল।

কাকাম্বোর পরামর্শ বৃদ্ধার মতোই যুক্তিপূর্ণ—ভাল। সে ক্যাণ্ডিডকে বললে, আর যাওয়া চলে না। অনেকদূর হেঁটে এসেছি। ওপারে একখানা নৌকো বাঁধা আছে দেখলাম। আসুন, আমরা ওতে নারিকেল বোঝাই করে চেপে বসি। তারপর জোয়ারে জোয়ারে ভেসে যাব। নদী তো লোকালয়ে নিয়ে যাবেই। সে লোকালয় চমৎকার না হতে পারে অন্তত নতুন তো হবে।

বেশ, তাই হোক, ক্যাণ্ডিড বললে, তুমি যা বলছ তাই করব। তারপরে ভগবান ভরসা।

নদীর স্রোতে নৌকো ভেসে এল ক' মাইল। কোথাও বা মসৃণ, ফুলেফুলে ভরা, কোথাও বা পাথরময়; বন্ধ্যা। নদী এবার চওড়া হতে লাগল, হতে হতে বিরাট আকাশ ছোঁয়া—পর্বতের গুহায় মিলিয়ে গেল। দুই ভ্রমণকারীই সাহসী, তারা নদীর উপর নির্ভর করেই রইল। নদী পর্বতের নীচ দিয়ে ছুটে চলল। এবার বিস্তৃতি কমে গেছে নদীর, কি তার গর্জন আর খরগতি! একদিন পরে ওরা আবার দিনের আলো দেখতে পেল। কিন্তু পাথরের চাঙড়ে আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল নৌকো চুরমার হয়ে। পুরো তিন মাইল পাথরে পাথরে লাফিয়ে ওরা চলতে লাগল। এবার এসে হাজির হ'ল এক বিরাট মুক্ত প্রান্তরে —চারিদিকে তার অগম্য পর্বত। এই দৃশ্যপটের মালী আর

চাষী দুজনেই এদেশে সমান ব্যস্ত। আর মানুষের যা কাজে লাগে তাই তো দেখতে মনোরম। এখানে পথগুলি জনাকীর্ণ—রক্তবর্ণ মেষে টানা বড় বড় গাড়িতে তার শোভা বেড়েছে। সেই মেষগুলি আন্দালুসিয়া, তিউতান বা মেকুইনেংসের খানদানী ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত ছোটে, আর সেই মেষে-টানা গাড়িতে বসে আছেন অনুপমা সুন্দরী নারী আর অনুপম সুন্দর পুরুষ।

ক্যাণ্ডিড আর কাকাম্বো কাছের এক গ্রামের দিকে চলল। যেতে যেতে ক্যাণ্ডিড বললে, ওয়েষ্টফালিয়ার চেয়ে এ দেশ ঢের ভাল।

গ্রামের কাছে আসতেই দেখলে, ক'টি ছেলেমেয়ে ছেঁড়াখোড়া কিংখাবের পোষাক পরে গুলী খেলছে। আর এক দুনিয়ার অতিথি দুজন তাদের খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের গুলীগুলো মস্ত বড় বড়, আর কি ঝলমলে। কতগুলো হলদে, কতগুলো লাল আর সবুজ। পথিক দুজন কৌতূহলভরে কয়েকটা তুলে নিলে, দেখলে, এগুলো সোনার তাল, নয় তো চুনি আর পান্না। এর যে কোন ছোট একটিও মুঘল তখ্‌তের শোভা বাড়াত।

কাকাম্বো বললে, এই যে যারা গুলী খেলছে, এরা নিশ্চয়ই দেশের রাজার ছেলেমেয়ে। এরই মধ্যে গুরুমশাই ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় খেদিয়ে নিয়ে যেতে এলেন।

ক্যাণ্ডিড বললে, ইনি বোধহয় রাজপরিবারের শিক্ষক।

দুষ্টু ছেলেমেয়েরা খেলা থামালে, পথের উপর পড়ে রইল যত গুলী আর খেলনা। ক্যাণ্ডিড সেগুলি তুলে নিয়ে গুরু-মশায়ের পিছনে পিছনে ছুটল। সেগুলি তাঁর হাতে দিয়ে সসম্মানে জানালে, রাজার সন্তান-সন্ততি সোনা আর দামী পাথরের গুলীগুলো ভুলে ফেলে গেছেন। গ্রাম্য গুরুমশায় হেসে সেগুলি ফেলে দিলেন। চলে যাবার আগে অবাক হয়ে ক্যাণ্ডিডকে একবার দেখে নিলেন। পথিকরা তবু সোনা, চুনি-পান্নার গুলীগুলো তুলে নিতে ভুলল না।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল, এ কোথায় এলাম? রাজার ছেলেমেয়েরা এমনি শিক্ষা পেয়েছে যে, তারা সোনা আর দামী পাথর তুচ্ছ করতে শিখেছে!

কাকাম্বোও ক্যাণ্ডিডের মতই অবাক—হতবাক্।

ক্রমে ওরা এসে গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়িখানায় হাজির হ'ল। দেখে ইউরোপের কোন রাজপ্রাসাদ বলেই মনে হয়। দরজায় বহু লোক দাঁড়িয়ে। ভিতরে আরো বেশি। গানের সুন্দর সুর শোনা যায়, আবার রান্নার স্বাদু খোসবাই। কাকাম্বো দরজার কাছে এল। পেরুর ভাষা শুনতে পেল। এ তার মাতৃভাষা। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আর্জেন্টিনার এক গ্রামে তার জন্ম—সেখানে এই একটিমাত্র ভাষাই চালু।

ক্যাণ্ডিডকে সে বললে, কর্তা, আমি আপনার দোভাষী হব। চলুন ভিতরে যাই। এটা একটা সরাইখানা।

দুটি পরিচারক আর দুটি পরিচারিকা স্বর্ণখচিত পোষাকে সুসজ্জিত, তাদের চুলে ফিতে বাঁধা। তারা ওদের দেখেই অভ্যর্থনা করে এনে টেবিলে বসিয়ে দিলে, তাদের সুমুখে এনে হাজির করা হ'ল চারখানি সুরুয়ার ভাণ্ড। প্রতিটিতে দুটি করে পায়রা ভাসছে। আর একটি সুসিদ্ধ বাজ আনা হ'ল, সেটির ওজন একসের হবে, দুটি সুস্বাদু মর্কটভাজা আর একখানিতে এল তিনশোটি ঘুঘুপাখী আর দু'শো সঙ্গীতকারী পাখী আর একখানিতে। তা ছাড়া আছে চমৎকার সুরুয়া, সুমিষ্ট পিঠে—সবগুলিই স্ফটিকের থালিতে-থালিতে পরিবেশিত হ'ল। পরিচারক পরিচারিকারা তারপর ইক্ষুরসের রকমারি সুরা এনে দিলে।

অতিথিরা প্রায় সকলেই সওদাগর বা শকটচালক, কিন্তু তারা ভারি বিনীত, ভদ্র। তারা কাকাম্বোকে কয়েকটা প্রশ্ন করলে, আর তার প্রশ্নের জবাবও দিলে।

নিপুণ সে প্রশ্ন আর উত্তর।

আহারপর্ব সাঙ্গ হ'ল। কাকাম্বো আর ক্যাণ্ডিড ভাবলে ওরা যে দুটি বড় বড় সোনার গুলী তুলে এনেছিল, সেই দুটি দিয়েই দেনা শোধ হবে। কিন্তু ওরা টেবিলের উপর সে দুটি রাখতেই সরাইখানার মালিক আর তার স্ত্রী জোরে হেসে উঠল। সে এমন দীর্ঘস্থায়ী হাসি যে পেট চেপে ধরে রইল তারা! অবশেষে প্রকৃতিস্থ হ'ল। সরাইখানার মালিক বললে,

ভদ্রমহোদয়গণ, এতো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আপনারা

এখানে একেবারে নতুন। আমরাও বিদেশীদের বড় দেখি না। তাই পথ থেকে পাথর তুলে আপনাদের খাবারের দেনা চুকিয়ে দিতে দেখে আমরা হেসেছি—আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বলতে পারি, আপনাদের কাছে আমাদের দেশের টাকা নেই। কিন্তু এখানে আহারে টাকাই লাগে না। এখানে যত সরাইখানা আছে সবগুলি সওদাগরদের জন্য। সরকার থেকেই সেগুলির খরচ-খরচা দেওয়া হয়। আপনাদের এখানে খুব খারাপ খাওয়াই জুটল—কেননা এটা গরীব-গুরবের গ্রাম। কিন্তু আর সব জায়গায় আপনারা যথাযোগ্য অভ্যর্থনাই পাবেন।

কাকাম্বো সরাইখানার মালিকের কথা ক্যাণ্ডিডকে ভাষান্তর করে শোনালে। ক্যাণ্ডিড অবাক হয়ে শুনল, তার বন্ধু কাকাম্বোও তরজমা করতে গিয়ে তেমনি অবাক।

একে অপরকে বললে, এ কেমন ধারা দেশ! দুনিয়ার সবজায়গায় এদেশের কথা তো জানানো উচিত। আমরা যে সব দেশ দেখি, এ যে তার চেয়ে একেবারে আলাদা! হয়তো এখানে সবই ভাল। এমন দেশ তো দুনিয়ার কোথাও না কোথাও থাকবেই। পণ্ডিত প্যানগ্লস যাই বলুন, আমি তো দেখলাম, ওয়েষ্টফালিয়াই সবচেয়ে খারাপ।

আঠারো

কাকাম্বোর বড় কৌতূহল। সরাইখানার মালিককে জিজ্ঞেস করে তার নিবৃত্তি করতে সে চাইলে। কিন্তু মালিক শুধু বললে, আমি মূর্খ মানুষ, মূর্খ হয়েই থাকব। তবে এ তল্লাটে এক বুড়ো আছেন, আদালত থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। এ রাজ্যের সেরা জ্ঞানী তিনি। তিনি নিশ্চয়ই তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

সে কাকাম্বোকে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে চলল। ক্যাণ্ডিডের ভূমিকা এখানে গৌণ, সে চলল ভৃত্যের অনুগামী হয়ে। একটা ছোট বাড়ীতে গিয়ে তারা ঢুকল। দরজা শুধু মাত্র রুপোর তৈরি, ঘরে ঘরে দেয়ালে শুধু সোনার পাত লাগানো। কিন্তু এমন কারু-কৌশল যে সবচেয়ে সেরা হীরা-মাণিকের জেল্লাকেও হার মানায়। হলঘর চুণি-পান্না খচিত, কিন্তু সবকিছু একেবারে সাদাসিধে—অথচ কারু-কৌশলে অপূর্ব।

বৃদ্ধ পাখীর পালকের গদি-আঁটা পালঙ্কে বসেছিলেন, এমন সময় দুজন আগন্তুক এসে প্রবেশ করল। তিনি তাদের বসতে বলে হীরার ভৃঙ্গারে পানীয় জল এনে দিলেন। এমনি আপ্যায়নের পর তিনি কৌতূহল নিবৃত্তি করতে লাগলেন।

বললেন, আমার একশো বাহাত্তর বৎসর বয়স। আমার

স্বর্গগত পিতা ছিলেন রাজার অশ্বপাল। তাঁর কাছেই আমি সেই পেরুর আজব বিপ্লবের কথা শুনেছি। তিনি সেই বিপ্লবের একজন প্রত্যক্ষদর্শক ছিলেন। আমরা যে দেশে বাস করি, এখানে ছিল ইন্‌কাদের বাস। তারা বুদ্ধিহীনের মত দুনিয়ার অপর প্রান্ত জয় করতে ছুটে গেল, আর স্পেনবাসীরা তাদের নির্মূল করে দিলে।

কয়েকজন আদিবাসী অভিজাত পুরুষ বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরা নিজের দেশেই রয়ে গেলেন। সমস্ত জাতির সম্মতিক্রমে তাঁরা এক আইন করে বসলেন যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্য ছেড়ে অধিবাসীরা কখনো যাইরে যেতে পারবে না। তাই আমরা এখনো নিষ্পাপ আছি, এখনো আমরা সুখী। স্পেনবাসীদের এই দেশ সম্বন্ধে ধারণা বড় অস্পষ্ট, তাই তারা স্বর্ণভূমি নামকরণ করে। র‍্যালে নামে এক ইংরেজও একশো বছর আগে এই রাজ্যের কাছাকাছি এসে ছিল। কিন্তু আমাদের চারিদিকে অনতিক্রম্য পর্বতের দেয়াল ঘেরা আর আছে বিরাট চড়াই। আমরা তাই এতদিন ইউরোপীয় জাতিগুলির লোলুপতা থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচে আছি। আমাদের মাটিতে যে পাথর আর আবর্জনা পাওয়া যায়, তার উপর ওদের অহেতুক লোভ, আর সেই পাথর আর জঞ্জালের জন্য ওরা আমাদের সবাইকে খুন করতেও কসুর করবে না।

আলাপ দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল। স্বর্ণভূমির সরকার, রীতিনীতি নারীদের প্রতি ব্যবহার, সামাজিক অনুষ্ঠান আর শিল্প নিয়ে নানা কথা হ'ল। ক্যাণ্ডিডের দর্শন সম্বন্ধে অতৃপ্ত তৃষ্ণা। সে

কাকাম্বোকে জিজ্ঞেস করতে বললে, এখানকার ধর্ম কি—অধিবাসীরা কোন্ ধর্ম মানেন ?

কাকাম্বো অতি বিনয়ে স্বর্ণভূমির ধর্ম সম্বন্ধে শুধালে। বৃদ্ধ আরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, তাহলে কি দুরকম ধর্ম আছে ? আমরা তো ভাবতাম, সারা মানুষ-জাতির যে ধর্ম আমাদেরও তাই। আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ভগবানকে ভজনা করি।

ক্যাণ্ডিডের সন্দেহের ব্যাখ্যা করে কাকাম্বো জিজ্ঞেস করলে, আপনারা কি এক ঈশ্বরকে ভজনা করেন ?

বৃদ্ধ বললেন, নিশ্চয়ই ! ঈশ্বর তো এক, দুটি, তিনটি বা চারটি ঈশ্বর নেই। বিদেশী, একি অদ্ভুত কথা তোমরা বলছ !

ক্যাণ্ডিড অক্লান্ত প্রশ্নকারী। সে জানতে চাইলে স্বর্ণভূমির ঈশ্বরের কি করে প্রার্থনা করা হয়।

সৎস্বভাব, মানী বৃদ্ধ বললেন, প্রার্থনা আমরা করি না। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনীয় কিছুই নেই। তিনি তো আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই দিয়েছেন। আমরা অবিরাম শুধু তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

পুরোহিতদের দেখার কৌতূহল ক্যাণ্ডিডের ; সে কাকাম্বোকে জিজ্ঞেস করতে বললে, কোথায় তাঁদের দেখা মিলবে।

বৃদ্ধ হাসলেন, বন্ধুগণ, আমরা সবাই পুরোহিত ; প্রতি পরিবারের প্রধানরাই ভগবানের স্তোত্র প্রতিদিন সকালে পাঠ করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করেন পাঁচ-ছ হাজার বাদক।

তার মানে—আপনি কি বলতে চান, কোন পাদ্রী নেই—

যাঁরা শেখাবেন, তর্ক করবেন, শাসন করবেন, শাসাবেন আর ঘোঁট পাকাবেন? আর তাঁদের সঙ্গে মানুষের মতের অমিল হলে তাদের পুড়িয়ে মারবেন?

বৃদ্ধ বললেন, তা যদি হ'ত, তাহলে তো আমরা হতাম মূর্খ! এখানে সকলেই আমরা একমত। আর পাদ্রী কথাটার কি মানে আমরা জানি না।

ক্যাণ্ডিড শুনে খুশি হয়ে আপন মনে ব'লে উঠল, ওয়েষ্ট-ফালিয়ার থেকে এ দেখছি একেবারে আলাদা—ব্যারণের প্রাসাদ-দুর্গের সঙ্গেও এর কোন মিল নেই। হায়, আমার বন্ধু প্যানগ্লস যদি এই স্বর্ণভূমি দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি আর থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্কের প্রাসাদ-দুর্গকে সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ বলে জাহির করতেন না! এর থেকে এই বোঝা যায়, মানুষের দেশ ভ্রমণ দরকার।

আলাপ শেষ হতে বৃদ্ধ ছয় ভেড়ার গাড়ি জুততে বললেন, তারপর নিজের পরিচারকদের বারোজনকে হুকুম দিলেন, তারা আগন্তুক দুজনকে নগর দেখিয়ে আনুক।

বললেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারছিনে বলে ক্ষমা চাইছি। আমার অতি বৃদ্ধ বয়স আমাকে সে সম্মান থেকে বঞ্চিত করলে। যাহোক, আপনারা রাজার কাছে যে সমাদর পাবেন তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ থাকবে না। কিন্তু যদি এখানকার রীতিনীতির কিছুমাত্র আপনাদের অসন্তোষ ঘটায়, আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

ক্যাণ্ডিড আর কাকাম্বো গাড়িতে উঠে আসন গ্রহণ করলে, ছটি ভেড়া এমন জোর কদমে ছুটল যে চারঘণ্টার ভিতরেই ওরা এসে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেল। অথচ প্রাসাদ রাজধানীরই এক প্রান্তে। প্রাসাদের গাড়ি-বারান্দা দুশো ফুট উঁচু, একশো ফুট চওড়া—কিন্তু কিসের যে তৈরী বলা সম্ভব নয়। বালি আর আর পাথর—যাকে আমরা সোনা আর দামী পাথর বলি—তার চেয়ে যে এর মাল-মশলা অনেক উঁচুদরের একথা স্পষ্টই বোঝা যায়।

ক্যাণ্ডিড আর কাকাম্বো গাড়ি থেকে নামতেই বিশজন সুন্দরী পরিচারিকা তাদের অভ্যর্থনা করলে। তারপর নিয়ে গেল সাজ-মহালে, সেখানে পাখীর পালকের তৈরি পোষাক পরিয়ে দিলে। রাজপোষাকে সেজে তারা চলল। তাদের নিয়ে চললেন দরবারের অভিজাত পুরুষ আর নারীর দল। মহামান্য নরপতির এঁরা সেবক। দরবার কক্ষের এক পাশের কক্ষে দু'ধারে সারি দিয়ে বসে আছে দু হাজার গায়ক আর বাদক। এই চিরাচরিত প্রথা। সিংহাসন যে কক্ষে আছে তার কাছে আসতেই একজন অনুচরকে কাকাম্বো জিজ্ঞেস করলে, সে মহামান্য নরপতিকে কি রীতিতে অভিবাদন জানাবে। সে কি হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে, না লুটিয়ে পড়বে, হাত কি মাথায় রাখবে না পিছনে, মেঝের ধূলো কি চেটে নেবে—এক কথায় কি আদব-কায়দা তাই সে জানতে চাইলে।

অভিজাত অনুচরটি বললেন, রাজাকে আলিঙ্গন ও দুই গালে চুম্বনই এখানকার রীতি।

তাই, ক্যাণ্ডিড আর কাকাম্বো রাজার বুকে ঝাপিয়ে পড়ল, তিনিও সদয় মনে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণও তারা পেল।

ভোজের আগে সময় কাটাবার জন্য তাদের শহরের দর্শনীয় জিনিষগুলি দেখিয়া আনা হ'ল।

সরকারি বাড়িগুলি এত উঁচু যে ছাদ প্রায় আকাশ ছোঁয় ছোঁয়, আর বাজার সারি সারি অন্তহীন স্তম্ভে ঘেরা। বাগিচায় বাগিচায় বিশুদ্ধ আর গোলাপ গন্ধী জলের ফোয়ারা ঝরছে—কোথাও বা অন্তহীন ইক্ষুরসের সুরার ধারা। বাগিচা মহামূল্য পাথরে বাঁধান, চারিদিকে উঠছে লবঙ্গ আর দারুচিনির গন্ধ। ক্যাণ্ডিড ছোট আর বড় আদালত দেখতে চাইলে। তাকে জানানো হ'ল আদালত বলে এখানে কিছু নেই। জেলখানা আছে কিনা শুধালে। যে দেখাচ্ছিল, সে উত্তর দিলে, নেই। বিজ্ঞানের প্রাসাদ দেখে সে সবচেয়ে খুশি আর অবাক হ'ল। এখানে দু' হাজার ফুট লম্বা এক গ্যালারীতে যত গণিত আর বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ভরতি।

বিকেল কেটে গেল। এর মধ্যে নগরের হাজার ভাগের এক ভাগই মাত্র দেখা হ'ল। এবার রাজপ্রাসাদের ভোজে ফিরতে হবে। রাজার সঙ্গে ক্যাণ্ডিড একই টেবিলে বসলে। কাকাম্বো আর কয়েকজন মহিলাও সঙ্গী হলেন। এমন বিরাট ভোজ আর তারা দেখেনি, আর রাজার মতো অমন বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষও বিরল। কাকাম্বো ক্যাণ্ডিডকে তাঁর রস-রসিকতা ব্যাখ্যা করে

শোনালে। তর্জমায়ও সে রস বজায় আছে দেখে সে অবাকই হ'ল।

একমাস কেটে গেল প্রাসাদে। হেন দিন যায় না, ক্যাণ্ডিড কাকাম্বোকে বলে না, বন্ধু, একথা সত্য যে, আমি যে প্রাসাদে জন্মেছিলাম এখানকার প্রাসাদগুলির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কিন্তু কুমারী কুনেগোণ্ড বিহনে আমি তো জীবনে সুখী হতে পারব না। আর আমার তো মনে হয়, ইউরোপের কোথাও না কোথাও তোমারও যে মনের মানুষ নেই এমন নয়। আমরা যদি এখানে থিতু হয়ে যাই, তাহ'লে আর সবার সঙ্গে আমাদের প্রভেদটা কোথায়। কিন্তু যদি মাত্র বারোটা ভেড়ার পিঠে স্বর্ণভূমির কিছু পাথর বোঝাই করে পুরানো দুনিয়ায় ফিরে যাই, তাহলে ইউরোপের সবক'টি রাজাকে একত্র করলেও তাদের তুলনায় আমরা ঢের বড় ধনী হব। আর ধর্মাধিকারের ভয়ও থাকবে না। কুমারী কুনেগোণ্ডকেও সহজেই উদ্ধার করতে পারব।

কাকাম্বো খুশিই হ'ল। ক্যাণ্ডিডের মতোই তার অস্থির মন—যাযাবর আত্মা। ওরা যে কতবড় ধনী সেইটেই ওরা বন্ধুদের দেখাতে চায়, আর চায় ভ্রমণকালে কি দেখেছে তারই গর্ব করতে। তাই সুখী মানুষ দুটি আর সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে চাইলে না। তারা মহারাজের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলে।

মহারাজ বললেন, এ তোমাদের নির্বুদ্ধিতা। আমার দেশ এমন কিছু নয়, তবু মানুষ যা পায় তাই নিয়েই তার সন্তুষ্ট

থাকা উচিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশীদের আটক রাখবার আমার অধিকার নেই। সে তো এক ঘোর অত্যাচার—আমাদের রীতিনীতি বা আইন-কানুনে তার কোন সমর্থন মেলে না। সবাই এখানে স্বাধীন। যখন ইচ্ছা চলে যেও, কিন্তু তবু এ দেশ থেকে বার হওয়া মুশকিল। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে স্রোত তোমাদের অদ্ভুতভাবেই এদেশে বয়ে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এখন তো সেই স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আমার রাজ্যের চারিপাশের পর্বতগুলি দশ হাজার ফুট উঁচু—আর প্রাচীরের মতই তারা মজবুত। প্রতিটির ত্রিশ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃতি। যখন সেই পর্বতগুলির শৃঙ্গে গিয়ে উঠবে, কেবল চড়াই ভাঙাই সার হবে তোমাদের। যাহোক, যখন একেবারে চলে যাবে বলেই মনস্থ করেছ, আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারদের হুকুম দেব—ওরা তোমাদের যন্ত্র তৈরি করে দেবে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা অক্লেশে পর্বত লঙ্ঘন করতে পারবে। পর্বত পাড়ি দেয়ার পর আর তোমাদের কেউ সঙ্গী হতে পারবে না। আমার প্রজাদের শপথ, তারা কখনো সীমান্ত পার হয়ে যাবে না। তারা বুদ্ধিমান, তাই কখনো সে-শপথ ভঙ্গ করে না। পথপ্রদর্শক তো তোমাদের দেবই, তাছাড়া তোমাদের আর কি কামনা আমাকে বলতে পার।

কাকাম্বো বললে, মহারাজ, আর আমরা চাই কয়েকটা ভেড়ার পিঠে খাবার আর আপনার দেশের পাথর আর মাটি বোঝাই করে নিয়ে যেতে।

মহারাজ হাসলেন, তোমাদের ইউরোপীয়দের আমাদের এই

হরিদ্রাভ কর্দমের উপর প্রীতি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। যত পার নাও, তোমাদের মঙ্গল হোক!

তৎক্ষণাৎ তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের যন্ত্র তৈরী করতে হুকুম দিলেন—যাতে তারা এই দুই বিদেশীকে তাঁর রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারে। তিন হাজার বিখ্যাত বিজ্ঞানী কাজে লেগে গেলেন। পনেরো দিনে সেই দেশের বিশ হাজার পাউণ্ডের উপরে ব্যয় করে যন্ত্রটি শেষ হ'ল। ক্যাণ্ডিড আর কাকাম্বোকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল জাহাজে, সঙ্গে দুটি লাল ভেড়া, তাদের লাগাম আর ঘোড়ার সাজ পরানো। পর্বত পার হবার পর এদের পিঠেই তারা সওয়ার হবে। আর বিশটি ভেড়ার পিঠে খাদ্য আর তিরিশটি ভেড়ার পিঠে পছন্দসই উপহার আর পঞ্চাশটি ভেড়ার পিঠে সোনা, হীরা আর দামী পাথর। বিদায়ের আগে, মহারাজ দুই যাযাবরকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন।

তাদের বিদায় দৃশ্য অতি সুন্দর। কি অদ্ভুত কৌশলে মেষ সমেত তাদের পর্বতের শৃঙ্গে তুলে নেওয়া হ'ল তা সত্যই দেখবার মত। বিজ্ঞানীরা তাদের নিরাপদে বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। ক্যাণ্ডিডেরও আর কোনো কামনা নেই, কোন লক্ষ্য নেই—সে শুধু চায় এই মেষগুলি কুমারী কুনেগোণ্ডকে উপহার দিতে।

সে বললে, এবার বুয়েনোস আয়ার্সের লাটসাহেবের কাছ থেকে আমরা মুক্তিমূল্য দিয়ে কুমারী কুনেগোণ্ডকে উদ্ধার করতে পারব। চল আমরা কেয়েনে যাই, পাল তুলে দিই জাহাজে—তারপরে দেখি কোন্ রাজ্য কেনা যায়!

উনিশ

যাত্রার প্রথম দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ইউরোপ, এসিয়া আর আফ্রিকার ধন-সম্পদ একত্র করলে যা দাঁড়ায়, তার চেয়েও বেশি সমৃদ্ধির মালিক হবার স্বপ্নে তারা বিভোর। ক্যাণ্ডিড উত্তেজিত, কুমারী কুনেগোণ্ডের নাম গাছে গাছে লিখে রাখছে। দ্বিতীয় দিনে ওদের দুটি ভেড়া এক হাওরে ডুবে গেল। সবকিছু নিয়েই ডুবল। আর দুটি ক'দিন পরে মারা গেল ক্লান্তিতে। মরুভূমিতে সাত-আটটি গেল উপবাসে মারা, কেউবা পর্বতের চূড়া থেকে পড়ে। একশোদিন পরে দেখা গেল, মাত্র দুটি আছে। ক্যাণ্ডিড কাকাম্বোকে বললে,

বন্ধু দেখলে তো, দুনিয়ার এই ধনসম্পদ কত ক্ষণস্থায়ী। ধর্ম ছাড়া এখানে মজবুত কিছু আর নেই। আর আছে কুমারী কুনেগোণ্ডকে আবার দেখার আশা।

কাকাম্বো বললে, আপনার সঙ্গে আমি একমত; কিন্তু এখনো দুটি ভেড়া বেঁচে, আর তাদের পিঠে যা ধনদৌলত আছে, স্পেনের রাজা কোনদিন তার মালিক হতে পারবেন না। দূরে এক শহর দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় সুরিনাম। জানেন তো ওটি ওলন্দাজ শহর। আমাদের দুঃখের দিন এবার শেষ হ'ল, সুমুখে আছে সুখ।

শহরের দিকে এগিয়ে চললে তারা, পথের ধারে দেখলে

সটান লম্বা হয়ে শুয়ে আছে এক নিগ্রো, পরনে নীল ক্যাম্বিজের পাজামা ছাড়া আর কিছু নেই। বেচারীর বাঁ পাখানা নেই, আর নেই ডান হাতখানা। ক্যাণ্ডিড তাকে ওলন্দাজী ভাষায় জিজ্ঞেস করল, বন্ধু, এখানে কি করছ? একি দশা তোমার?

নিগ্রোটি বললে, আমার মনিব ভান্দারদেন্দার মহাশয়ের জন্য বসে আছি। তিনি মস্ত চিনির কলের মালিক।

ক্যাণ্ডিড শুধালে, তিনি কি তোমার এই দশা করেছেন?

নিগ্রো উত্তর দিলে, হাঁ, মহাশয়। এই তো রীতি, আমরা বছরে পরবার জন্য পাই একপ্রস্থ ক্যাম্বিসের পাজামা। যারা কারখানায় কাজ করে, যাঁতাকলে তাদের একটি আঙুল পড়ে গেলে তখনি পুরো হাতখানাই ছাঁটাই হয়ে যায়। আবার যদি পালাতে যাই, অমনি ওরা একখানা পা কেটে দেয়। আমার এই দুটি দুর্ঘটনাই ঘটেছে। আপনারা ইউরোপে যে চিনি খান, তার দাম এমনি করেই আমরা দিই। মা আমাকে পঞ্চাশটি স্পেনের টাকার বদলে গায়েনার উপকূলে বিক্রি করে যান। বিদায় নেবার সময় বলেন, বাবা, দেবদেবীদের মেনে চলবে, তাতেই সুখী হবে। তুমি সাদা মানুষের কেনা গোলাম, এই তো তোমার সম্মান, আর তাতেই তোমার বাপ-মার বরাত ফিরল।

সে মাথা নেড়ে বললে, ওদের বরাত ফিরল কি না জানি না, কিন্তু আমার বরাত যে ফেরেনি তা জানি। কুকুর, বানর, তোতা—এরাও আমাদের চেয়ে কম দুঃখী। যেসব ওলন্দাজ

পাদ্রীরা আমাকে দীক্ষা দিয়েছে, তারা ফি-রোববারেই বলে আমরা সাদা-কালো সবাই আদমের সন্তান। আমি কুলুজিনামায় দোরস্ত নই, কিন্তু ঐ পাদ্রীদের কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমরা সবাই নিশ্চয়ই 'তুতো' ভাই। আপনারা নিশ্চয়ই একথায় সায় দেবেন যে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল, হায় গুরু প্যানগ্লস, এমন কেলেঙ্কারির কথা তো তুমি জানতে না! কিন্তু এ তো সত্য, নির্মম সত্য—তোমার আশাবাদ আমাকে দেখছি শেষে ছাড়তেই হ'ল।

আশাবাদটা কি জিনিস? কাকাম্বো শুধালে।

ক্যাণ্ডিড নিগ্রোর দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলে, দুনিয়ায় যখন সবকিছুই বেচালে চলেছে, তখন সবকিছু ঠিক আছে বলে বলার যে ঝোঁক তাকেই বলে আশাবাদ। এই বলে সজল চোখে ক্যাণ্ডিড সুরিনামের পথে চলল।

সেখানে পৌঁছে প্রথমেই ওরা খোঁজ নিলে, বন্দর থেকে কোন জাহাজ বুয়েনোস আয়ার্সে যাবে কিনা। যে লোকটির কাছে তারা খোঁজ নিলে, সে এক স্পেনীয় জাহাজের ক্যাপটেন। সে ওদের সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি হয়ে গেল। সরাইখানায় বসে সবকথা হবে তাও বললে। তাই ক্যাণ্ডিড আর তার বিশ্বস্ত ভৃত্য কাকাম্বো সেই সরাইখানার হৈ-হট্টগোলে গিয়ে হাজির হ'ল। সঙ্গে তাদের ভেড়া দুটিও রইল।

তার মন যা বলে, মুখে তারই প্রতিধ্বনি করে ক্যাণ্ডিড। সে স্পেনবাসীকে তার অভিযানের কথা জানাল। আর এও ঘোষণা করলে যে, কুমারী কুনেগোণ্ডের উদ্ধারসাধন তার একমাত্র কামনা।

ক্যাপটেন বললে, তাহলে তোমাদের বুয়েনোস আয়ার্সে নিয়ে যাওয়া আর হ'ল না। নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে; তোমাদের দশাও হবে তাই। সুন্দরী কুনেগোণ্ড তো আমাদের লাটসাহেবের পেয়ারের বেগম।

ক্যাণ্ডিডের উপর যেন প্রচণ্ড আঘাত হানা হ'ল, বহুক্ষণ সে কাঁদল। অবশেষে কাকাম্বোকে নিভৃতে ডেকে বললে,

শোন বাছা, কি করবে। আমাদের দুজনের পকেটেই পাঁচ-ছ' হাজার করে হীরের টুকরো আছে। আমার চেয়ে তোমার মাথা সাফ। বুয়োনস আয়ার্সে চলে যাও, গিয়ে কুমারী কুনেগোণ্ডকে ধরে আন। লাট বেটা যদি গোল বাঁধায়, তাকে বিশলাখ টাকা দিয়ো। যদি তাতেও বাধা দেয়, আরো দ্বিগুণ দিয়ো। তুমি তো আর ধর্মাধিকারকে খুন করনি, তোমাকে কেউ সন্দেহও করবে না। আমি আর একখানা জাহাজ সাজিয়ে ভেনিসে যাব। সেখানে থাকব তোমাদের প্রতীক্ষায়। ভেনিস স্বাধীন রাষ্ট্র। সেখানে বুলগার, আবর, য়িহুদী আর ধর্মাধিকারের ভয় নেই।

কাকাম্বো এই সুযুক্তিতে সায় দিলে। কিন্তু মনিবটি ভাল, তাই বিচ্ছেদের আশংকায় সে হতাশ। এখন তো মনিব ঘনিষ্ঠ

বন্ধু হয়ে গেছে। কিন্তু তার কাজে আসতে পারবে বলেই বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলে গেল। আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'ল দুইজন, চোখের জল ঝরল, ক্যাণ্ডিড বার বার বললে, সেই সৎস্বভাবা বৃদ্ধাকে যেন সে ভুলে না যায়। কাকাম্বো সেইদিনই রওনা হ'য়ে গেল। যোগ্য লোক কাকাম্বো।

ক্যাণ্ডিড কয়েকদিন সুরিনামেই রইল। আর এক জাহাজের ক্যাপটেন তাকে তুলে নেবে আর সেও বাকি দুটি ভেড়া নিয়ে ইতালী যাবে এই তার আশা। কয়েকজন পরিচারক সে নিযুক্ত করলে, দীর্ঘ ভ্রমণে যা যা দরকারী তাও কিনে-কেটে নিলে। অবশেষে ভান্দারদেন্দার এসে নিজের পরিচয় দিলে। সে এক বিরাট জাহাজের মালিক।

ক্যাণ্ডিড শুধালে, আপনি সোজা আমাকে ভেনিসে নিয়ে যেতে কত চান? আমি, আমার পরিচারকবর্গ আর মোটঘাট আছে। আর আছে দুটি ভেড়া।

ক্যাপটেন দশ হাজার ইতালীর মুদ্রায় আঁচ দিলে, আর ক্যাণ্ডিডও অমনি বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেল।

সুচতুর ভান্দারদেন্দার মনে মনে ভাবলে, এক কথায় লোকটা অমনি দশ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়ে গেল? নিশ্চয়ই ও মস্ত ধনী!

তাই এক মুহূর্ত পরেই ফিরে এসে বললে, বিশ হাজার না হলে সে রওনা হতে পারবে না। ক্যাণ্ডিড বললে, বেশ, বিশ হাজারই দেব।

ক্যাপটেন মনে মনে বললে, সে কি, লোকটা যে দশ হাজারের মত বিশহাজারও দিতে চায়! তাই সে আবার ফিরে এসে বললে সে তিরিশ হাজারের কমে ভেনিসে যেতে পারবে না।

তিরিশ হাজারই পাবেন, ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে।

ওলন্দাজ ক্যাপটেন আবার মনে মনে ভাবলে, ওঃ এই ব্যাপার! তিরিশ হাজার মোহরও ওর কাছে কিছু নয়। তাহলে ছুটো ভেড়াই ধনদৌলতে বোঝাই! যাহোক, আর চাইব না। আগে তিরিশ হাজার মোহরই আস্থক, তারপরে দেখা যাবে।

ক্যাণ্ডিড ছুখানা ছোট হীরে বিক্রী করে ক্যাপটেনের পাওনা অগ্রিম চুকিয়ে দিলে। সবচেয়ে ছোটখানার যে মূল্য তা ক্যাপটেনের দাবির চেয়ে ঢের ঢের বেশি। ছুটি ভেড়াকে জাহাজে তোলা হ'ল, ক্যাণ্ডিডও নৌকোয় করে দূরে নোঙর করা জাহাজের দিকে রওনা হল। ক্যাপটেন স্থযোগ খুঁজছিল। সে অমনি নোঙর তুলে ফেলল, পাল দিলে তুলে। বায়ুও তখন তার অনুকূলে। ক্যাণ্ডিড হতাশ হয়ে চেয়ে দেখলে। সে তখন হতবুদ্ধি কিন্তু জাহাজ শীঘ্রই দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

সে চীৎকার করে বললে, নিপাত যাক লোকটা! পুরানো ছুনিয়ায় এমনি সব ছল-চাতুরি তো হবেই।

তীরে ফিরল ক্যাণ্ডিড। ছুঃখে সে অভিভূত, বিশ রাজার ধন হারাল।

একজন ওলন্দাজ বিচারকের কাছে সে গেল। মতিচ্ছন্ন

হয়েছিল তার, তাই ঢুকতে গিয়ে জোরেই দরজায় ঘা মারল। তারপর বেশ গলাবাজি করেই নিজের দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করলে—অথচ অমন চীৎকার তো হাকিমের সামনে সাজে না। হাকিম গোলমালের জন্য তাকে দশহাজার মোহর জরিমানা করলেন। এবার ধৈর্য ধরে শুনলেন তার কথা। প্রতিশ্রুতি দিলেন, ক্যাপটেন ফিরলেই তিনি তদন্ত শুরু করবেন। শুনানীর ব্যয় হিসেবে আরো দশ হাজার মোহর দিতে তাকে বাধ্য করলেন।

এই ব্যবহারে ক্যাণ্ডিড ক্ষেপে গেল। এর চেয়েও অনেক দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা তার আছে, কিন্তু বিচারকের উদাসীনতা আর তস্কর ক্যাপটেনের ঠাণ্ডা মেজাজে তার প্লীহায় চোট লাগল, সে গভীর দুঃখে ডুবে গেল। মানুষের দুষ্কৃতি সমস্ত কুশ্রীতা নিয়ে দেখা দিলে, মন তখন দুঃখের শীকার। এবার সে এক ফরাসী জাহাজের খোঁজ পেল—বোর্দো যাবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। আর তো তার কাছে ধনদৌলতে বোঝাই জাহাজে তোলার মতো ভেড়া নেই, সে তাই ন্যায্য দামে এক কামরা ভাড়া করলে, তারপরে ঘোষণা করে দিলে, একটি সৎ লোক পেলে সে তার পথ আর রাহা খরচ দিয়ে তাকে সঙ্গী করে নিয়ে যাবে আবার দু'হাজার মোহরও দেবে। তবে এক শর্ত আছে, লোকটির নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অসন্তুষ্ট হওয়া চাই—আর দেশের মধ্যে সে হবে সেরা হতভাগ্য।

অমনি প্রার্থীর ভিড় জমে উঠল। একটা গোটা নৌ-বহর

হলেও তাদের বুঝি স্থান সঙ্কুলান হয় না। তাই নির্ধারণের সহজ পন্থা ধরলে ক্যাণ্ডিড, সে এরই মধ্যে, ভদ্র দেখে বিশটি লোক বেছে নিলে—এরা আবার যোগ্যতারও দাবি রাখে। নিজের সরাইখানায় তাদের জড়ো করে সে ভোজ দিলে। এক শর্ত রইল, তারা হলফ্ করে নিজেদের প্রকৃত কাহিনী বলবে। যার অভিযোগ সব চেয়ে বেশি, যে ভাগ্যের উপর সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট, তাকেই সে নির্বাচন করবে এই প্রতিশ্রুতি সে দিলে। বাকি সবাই পাবে সান্ত্বনার পুরস্কার।

ভোর চারটে অবধি চলল সভা, ক্যাণ্ডিড কাহিনী শুনছে আর ভাবছে বুয়েনোস আয়ার্সে যাত্রাকালে বৃদ্ধার কথা। সে বাজি রেখেছিল, জাহাজে এমন যাত্রী নেই যে চরম দুর্ভাগ্য সয়নি। প্রতিটি কাহিনী সে শুনছে আর ভাবছে প্যানগ্লসের কথা। আপন মনে বলে উঠল,

পণ্ডিতকে তাঁর যুক্তির নজির খাড়া করতে গিয়ে এবার হিমসিম খেয়ে যেতে হোত। আহা, উনি এখানে থাকলে কি ভালই হোত! যদি মঙ্গল কোথাও থেকে থাকে, সে এক সুবর্ণ ভুমিতেই আছে, দুনিয়ায় আর কোথাও নেই।

ক্যাণ্ডিড অবশেষে এক দরিদ্র পণ্ডিতকে নির্বাচন করলে। তিনি দশবছর ধরে আমষ্টারডামের এক প্রকাশকের তাঁবে পুথি কাটা-ছেঁড়া মেরামতির কাজ করেন, ক্যাণ্ডিডের মত মানুষের বিরক্ত হবার মতো পেশা বটে—এর জুড়ি আর নেই।

পণ্ডিতটি সাধু লোক, বৌ তাঁর টাকা লুটেপুটে নিয়েছে,

ছেলে তাঁকে পিটিয়েছে, মেয়ে তাঁকে ফেলে এক পর্তুগীজের সঙ্গে উধাও হয়েছে। এতদিন যা করে রুজি-রোজগার চলছিল, সেটিও চলে গেছে। আবার তার উপরে খৃষ্টের দেবত্ব স্বীকার করেন না বলে স্থরিনামের প্রধান পাদ্রী-প্রবর তাঁকে নির্যাতন করছেন। অন্য প্রার্থীরাও তাঁরই মত হতভাগ্য, কিন্তু ক্যাণ্ডিড ভাবলে, একজন পণ্ডিত সঙ্গে থাকলে সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমি বোধহয় কাটিয়ে দিতে পারবেন। পণ্ডিতের প্রতিদ্বন্দ্বীরা জানালে, ক্যাণ্ডিড তাদের উপর ঘোর অবিচার করছে। কিন্তু সে তাদের একশো মোহর করে বকশিস দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলে।

বিশ

বৃদ্ধ পণ্ডিত মার্টিন ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে বোর্দো যাত্রা করলে। দুজনেই ভূয়োদর্শী; বহু সয়েছেনও। জাহাজ যদি সুরিনাম থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে জাপানেও যেত, তাহলেও সারা সমুদ্রযাত্রা তাঁরা নৈতিক আর দৈহিক পাপের আলোচনা করেই কাটিয়ে দিতে পারতেন।

মার্টিনের থেকে ক্যাণ্ডিডের একটি মস্ত সুবিধে, সে এখনো কুমারী কুনোগোণ্ডকে দেখার আশা করে। তা ছাড়া কিছু সোনা আর হীরে এখনো তার কাছে মজুদ। একশো বড় বড় লাল ভেড়ার পিঠে বোঝাই দুনিয়ার সেরা ধনদৌলত হারিয়েছে ক্যাণ্ডিড। ওলন্দাজ ক্যাপটেনের চাতুরির কথাও বিস্মৃত হয়নি। তবু এখনো প্যানগ্লসের দর্শনের দিকেই তার ঝোঁক। নিজের আর কুনেগোণ্ডের কথা স্মরণ হতেই প্যানগ্লসীয় মতবাদ তার মগজে ফুট কাটছে।

সে বললে, মশাই, আপনি এ সম্বন্ধে কি ভাবেন বলুন। নৈতিক আর দৈহিক পাপ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

মার্টিন উত্তর দিলেন, মহাশয়, সুরিনামের প্রধান ধর্মযাজক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন—আমি না কি খৃষ্টের অবতারবাদে বিশ্বাসী নই। আমি কি বিশ্বাস করি জানেন, পাপের শক্তি দ্বারাই মানুষের সৃষ্টি, মঙ্গল দ্বারা নয়।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, আপনি ঠাট্টা করছেন। আজকাল আর মানুষ ও কথা বিশ্বাস করে না।

মার্টিন বললেন, আমি এই-ই বুঝি, এই-ই আমার বিশ্বাস—আর কি করব ভেবে তো পাইনে।

সয়তান আপনার উপর নিশ্চয়ই ভর করেছে।

মার্টিন উত্তর দিলেন, তা দুনিয়ার ব্যাপারে সয়তান তো নাক ঢুকিয়ে দেবেই। সে যেমন অন্যত্র আছে, তেমনি আমার ভিতরেও বোধহয় সে বিদ্যমান। এ কথা স্বীকার করি, যখনি এই ভূগোলক বা ভূ-বটিকাকে খতিয়ে দেখি—আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হই যে, ঈশ্বর কোন এক পাপ শক্তির হাতে এর ভার ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। অবশ্য সুবর্ণভূমি হচ্ছে এর ব্যতিক্রম মাত্র। আমি এমন কোন শহর দেখিনি, যেখানে পাশের শহরের সর্বনাশের চেষ্টা হয় না, এমন কোনো পরিবার দেখিনি, যেখানে অন্য পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার কামনা নেই। আপনি সর্বত্র দেখবেন, দুর্বল সবলকে ঘৃণা করছে, আবার তার সুমুখে ভয়ে কুঁকড়ে আছে। আবার সবলের দুর্বলের প্রতি ব্যবহারও তাই। দুর্বল যেন মাংস আর আর পশমের জন্য বিক্রি হবে, এমনি একপাল ভেড়া। বিশলক্ষ সুনিয়ন্ত্রিত আততায়ী বাহিনী ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে—সুনিয়ন্ত্রিত হত্যা আর দস্যুবৃত্তি চালিয়ে রুজি রোজগার করছে। এর কারণ—সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের পথ তাদের জানা নেই।

যে সব শহর দেখে মনে হয়, মানুষ এখানে শান্তির আশীর্বাদ পাচ্ছে, চারুকলার বিকাশ হয়েছে, সেখানেই দেখি মানুষ, হিংসাদ্বেষ, উদ্বেগ-আশংকায় দিন কাটাচ্ছে। রণদণ্ডে আহত অবরুদ্ধ শহরের চেয়েও সেখানকার দুঃখ মাত্রায় অনেক চড়া। আর হবেই বা না কেন, গোপন উদ্বেগ খোলাখুলি দুঃখের চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্তিক। এক কথায়, আমি এত দেখেছি, এত সয়েছি যে, বাধ্য হয়েই আমাকে বিশ্বাস করতে হয়েছে—পাপেই মানুষের জন্ম।

ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে, তাহলেও দুনিয়ায় কিছু না কিছু ভাল আছেই।

হয়তো আছে, কিন্তু আমি কখনো দেখিনি।

আলাপ-আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ তোপের গর্জন শোনা গেল। প্রতিমুহূর্তে জোরাল হয়ে উঠছে। জাহাজের দূরবীণ যন্ত্রে দেখা গেল, প্রায় মাইল তিনেক দূরে দুখানি জাহাজ যুদ্ধরত। বাতাস তাদের ফরাসী জাহাজখানির পাশে ঠেলে নিয়ে এল। যাত্রীদের আরামে যুদ্ধের আনন্দ উপভোগ করবার সুবিধেই হ'ল।

একখানা জাহাজ এবার সমস্ত তোপগুলি একদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দাগলে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানিতে এসে পড়ল গোলা। মুহূর্তে তলিয়েও গেল। ক্যাণ্ডিড আর মার্টিন স্পষ্ট দেখতে পেল, ডুবন্ত জাহাজের ডেকে শ'খানেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। স্বর্গের দিকে হাত তুলে তারা ভয়ংকর চীৎকার তুলছে। মুহূর্ত পরে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল।

মার্টিন বললেন, দেখলেন তো, মানুষের প্রতি মানুষের কেমন ব্যবহার!

ক্যাণ্ডিড জবাব দিলে, এতে সয়তানের কারসাজি নিশ্চয়ই আছে।

বলতে বলতে সে দেখতে পেলে, একটা লালরঙের উজ্জ্বল জিনিস তার জাহাজের পাশে ভাসছে। জিনিসটা কি দেখবার জন্য নৌকো নামিয়ে দেওয়া হ'ল। এ তারই একটি ভেড়া। সুবর্ণভূমি থেকে আনা ধনদৌলত বোঝাই একশোটা ভেড়া হারিয়ে যত দুঃখ সয়েছিল এই একটিকে ফিরে পেয়ে তার চেয়ে আনন্দ হ'ল ঢের বেশি।

ফরাসী জাহাজের ক্যাপটেন শীঘ্রই আবিষ্কার করলেন, বিজয়ী জাহাজের কর্ণধারটি একজন স্পেনবাসী আর পরাজিত ক্যাপটেনটি ওলন্দাজ বোম্বেটে। ক্যাণ্ডিডের ধনরত্ন যে অপহরণ করেছিল সে সেই লোক। সয়তান অগাধ ঐশ্বর্য চুরি করেছিল, কিন্তু সে ঐশ্বর্য তারই সঙ্গে সাগরের অতলে ডুবে গেল। শুধু একটি ভেড়া রক্ষা পেল।

ক্যাণ্ডিড মার্টিনকে বললে, দেখেছেন তো, দুষ্কৃতির কখনো কখনো সাজা হয়। ঐ পাজি ওলন্দাজ ক্যাপটেনটার উচিত শাস্তি হয়েছে।

মার্টিন উত্তর দিলেন, হাঁ, তা বটে। কিন্তু যাত্রীগুলি মরল কেন? ঈশ্বর তো দুষ্কৃতকারীকে সাজা দিলেন, কিন্তু সয়তান বাকি সবাইকে ডুবিয়ে মারল।

ফরাসা আর স্পেনের জাহাজ নিজের নিজের পথে রওনা হ'ল। ক্যাণ্ডিড-মার্টিন সংবাদ চলল। পক্ষকাল স্থায়ী হ'ল আলাপ-আলোচনা। পক্ষশেষে দেখা গেল, তারা যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, সেইখানেই রয়ে গেছেন। এগুনো আর হয়নি। তবু আলাপ-আলোচনায় আনন্দ পেয়েছেন, মাঝে মাঝে একে অপরকে দিয়েছেন সান্ত্বনা। ক্যাণ্ডিড ভেড়াটার পিঠ চাপড়ে বলে উঠল,

এবার তোমাকে যখন পেয়েছি, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, কুমারী কুনেগোণ্ডকেও আবার খুঁজে পাব।

একুশ

অবশেষে ফ্রান্সের উপকূল দেখা গেল।

ক্যাণ্ডিড শুধালে, মহাশয়, আপনি কি আগে কখনো ফ্রান্সে এসেছেন?

মার্টিন উত্তর দিলেন, কয়েকটা প্রদেশও ঘুরে দেখেছি। দুনিয়ার কোথাও দেখেছি অর্ধেক মানুষই বোকা, কোথাও বা আবার বড় বেশি চতুর। আবার কোন কোন অঞ্চলে মানুষ বড়ই সরল, বড়ই বোকা; আবার কোথাওবা ওরা বুদ্ধিমান হবার ভাণও করে। কিন্তু ফ্রান্সে আপনি যেখানেই যাবেন, দেখতে পাবেন তিনটি পেশার মিল থাকবেই। এই তিনটি হচ্ছে প্রেম, পিছনে পরনিন্দা, আর আজেবাজে বকা।

ক্যাণ্ডিড শুধালে, মহাশয়, আপনি কি পারী সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল?

আলবৎ। পারী আমি চিনি বইকি! সেখানে আপনি সব কিসিমের লোকের নমুনা পাবেন। সে এক রীতিমত বিশৃঙ্খলা। জনতা বেরিয়েছে স্ফূর্তি লুটতে অথচ একটি মানুষও স্ফূর্তি পায় কিনা সন্দেহ। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। ওখানে মাত্র কয়েকদিন ছিলাম। এসে পৌঁছলাম, তার কয়েকদিন পরেই সা জোরম্যাঁর মেলায় এক পকেটমার আমার যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল। আবার আমি নিজেই

পকেটমার হিসেবে সন্দেহভাজন হয়ে জেলখানায় কাটিয়ে এলাম পুরো আটটি দিন। তারপরে এক মুদ্রাকরের প্রুফ-পাঠক হয়ে যা রোজগার করলাম, তাতে হল্যাণ্ড অবধি পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় বটে। এমনি করেই আমার গ্রাব-সড়কের (লণ্ডনের একটি সড়কের নাম। সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে গরীব লেখকদের পাড়া ছিল।—অনু) মসীজীবিদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, যত ষড়যন্ত্র আর ধর্মোন্মাদনার সঙ্গেও জানাচেনা হ'ল। শুনলাম, শহরে নাকি সজ্জন ব্যাক্তিও আছেন। আমার কামনা—তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দরকার নেই, আমি যেন তাঁরা আছেন ব'লেই ভাবতে পারি।

ক্যাণ্ডিড বললে, আমার কথা যদি শুনতে চান, ফ্রান্স দেখার কৌতূহল আমার নেই। আপনি নিশ্চয়ই কথাটা বুঝবেন। যে একমাস স্বর্ণভূমিতে কাটিয়ে এল, সে আর দুনিয়ার কিছুই দেখতে চায় না। অবশ্য এক কুমারী কুনেগোণ্ড ছাড়া। আমি ভেনিসে গিয়ে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে থাকব। তাই ফ্রান্সের ভিতর দিয়েই আমাকে ইতালী পৌঁছতে হবে। আপনি কি আমার সাথী হবেন?

নিশ্চয়ই, মার্টিন বললেন, লোকে বলে ভেনিসের অভিজাত না হ'লে ভেনিসবাসী হয়ে বাস করা যায় না। তবে যেসব বিদেশীর প্রচুর টাকা আছে, তারা নাকি সেখানে স্বাগত সম্ভাষনই পেয়ে থাকে। আমার টাকা নেই, তবে আপনি প্রচুর সম্পদে ধনী —আপনি যেখানে যাবেন, আমি আপনাকে অনুসরণই করব।

ক্যাণ্ডিড বললে, ভাল কথা, ওরা বলে, ক্যাপটেনের যে মোটা কেতাবখানি আছে তাতে নাকি লেখা, প্রথমে ছুনিয়া সমস্তটাই ছিল সমুদ্র।

মার্টিন বললেন, আর তো ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। এমনি প্রলাপ তো মাঝে মাঝেই ছাপা হয়।

তাহলে এ ছুনিয়া সৃষ্টি হ'ল কেন?

আমাদের ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য, মার্টিন জবাব দিলেন।

ক্যাণ্ডিড বলতে লাগল, আমার সেই ছুই ওরেইলোঁ কুমারীর বানরের সঙ্গে প্রেমের উপাখ্যান আপনার মনে আছে? আপনি কি সে কাহিনী শুনে অবাক হয়ে যান নি?

মোটেই না, মার্টিন বললেন। আমি তো ওদের কামমোহে অদ্ভুত কিছু পাই নি। বহু আশ্চর্য জিনিস আমি দেখেছি, তাই কিছুই আর আমার কাছে আজব বলে ঠেকে না।

ক্যাণ্ডিড বললে, আপনি কি মনে করেন, আজ যেমন মানুষ একে অপরকে খুন করছে, এমনি চিরদিনই চলে আসছে? চিরদিনই কি মানুষ এমনি মিথ্যাবাদী, এমনি প্রতারক, এমনি বিশ্বাঘাতক আর অকৃতজ্ঞ? চিরদিন কি সে ছুর্বল, চপলমতি, নীচ, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভী, পাপাসক্ত আর অর্থগৃধ্নু, আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চিরদিনই কি তার এমনি? সে কি এমনি হত্যাকারী, পরকুৎসাকারী, উচ্ছৃঙ্খল, ধর্মোন্মাদ, ভণ্ড আর মূর্খ—বলুন, বলুন?

মার্টিন বললে, আপনার কি মনে হয় কবুতর পেলেই বাজ সব সময়ে খায়?

হাঁ, আমি তাই মনে করি, ক্যাণ্ডিড বলে উঠল।

মার্টিন বললেন, বেশ, যদি তাই-ই হয়, যদি বাজদের একই চরিত্র হয়, তাহলে মানুষের চরিত্রই বা বদলাবে কেন?

ক্যাণ্ডিড বললে, কিন্তু সেখানে যে বিরাট তফাত। কেননা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যে....এমনি।

ওঁরা আলাপ-আলোচনায় মগ্ন, এমন সময় জাহাজ এসে ভিড়ল বোর্দোয়।

বাইশ

ক্যাণ্ডিড বোর্দোতে সুবর্ণভূমির কয়েকখানা নুড়ি বিক্রি করা অবধি রয়ে গেল। একখানা দুই গদির সুন্দর জুড়ি কিনে ফেললে। মার্টিনকে ছাড়া চলবে না, এটা সে বুঝে ফেলেছে। শুধু ভেড়াটার সঙ্গ হারিয়ে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। বোর্দোর বিজ্ঞান মহামণ্ডলে সেটাকে রেখে আসতে হ'ল। তারা বার্ষিক পুরস্কারের রচনার বিষয় নির্বাচন করলেন, কেন ভেড়ার লোম লাল হ'ল। পুরস্কার পেলেন উত্তরের এক মহাপণ্ডিত। তিনি এক ছক কষে দেখলেন অ+আ—ই—ঐ। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় ভেড়াটির পশম লাল হবেই। আর চর্মরোগেই তার অবধারিত মৃত্যু।

সরাইখানায় যে পথিকের সঙ্গে দেখা, সেই বলে—পারী যাচ্ছে। এই সর্বজন ব্যগ্রতায় ক্যাণ্ডিড অবশেষে ঠিক করলে, সে নিজেও রাজধানী দেখে আসবে! ভেনিসে যাওয়ার পথে এতে তেমন ঘুরও হবে না।

সা মার্সো শহরতলি দিয়ে ক্যাণ্ডিড ঢুকে পড়ল নগরে। ওয়েস্টফালিয়ার সবচেয়ে নোংরা গ্রাম বলেই একে তার মনে হ'ল।

ক্যাণ্ডিড হোটেলে গিয়ে উঠতেই ভ্রমণের ক্লান্তিতে সামান্য অসুখ করল। তার আঙুলে মস্ত বড় এক হীরের আংটি; মোটঘাটের ভিতরে আছে ভারী ক্যাশবাক্স—এসব দেখে শুনে

দুজন ডাক্তার, এমনিই এসে হাজির হয়ে চিকিৎসা শুরু করে দিলে। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জুটে গেল—তারা কিছুতেই তাকে ত্যাগ করবে না। দুজন সেবাপরায়ণা ভদ্রমহিলা জুটলেন। সুরুয়াটা গরম হ'ল কিনা তদারকে লেগে গেলেন।

মার্টিন মন্তব্য করলেন,

মনে আছে, প্রথমবার পারীতে এসে আমিও রোগে পড়ি। আমি ভারি গরীব। বন্ধুও জোটেনি, সহৃদয়া মহিলা বা ডাক্তারদেরও দেখা পাইনি। তাই তাড়াতাড়ি আরাম হয়ে উঠেছিলাম।

ওষুধে-পত্রে রক্ত-শোষণে ক্যাণ্ডিডের রোগ বেড়ে গেল। পাদ্রী এলেন, তিনি এসে পরলোকগামী যাত্রীর স্বীকৃতিনামা চাইলেন। ক্যাণ্ডিডের এসবের দরকার নেই। কিন্তু মহিলা দুটি তাকে বললেন, এ এক নূতন রীতি। ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে, সে হালের খেয়ালে চলে না। মার্টিন জানালা গলিয়ে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন বলে শাসালেন। পাদ্রীও পাল্টা ভয় দেখালেন, ক্যাণ্ডিডকে তিনি গোরস্থ করবেন না। মার্টিন আবার ধমকে উঠলেন, যদি আর বিরক্ত করেন তো পাদ্রীবাবাকেই তিনি কবর দেবেন। বাগ-বিতণ্ডা উষ্ণ হতে উষ্ণতর হয়ে উঠল। এবার মার্টিন পাদ্রীবাবার ঘাড় ধরে তাকে বার করে দিলেন। এতে মহা অপরাধ হ'ল, মামলা রুজু হয়ে গেল আদালতে।

ক্যাণ্ডিড আরাম হয়ে উঠছে, সে সেরে উঠতেই কয়েকজন অভিজাতকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করলে। বহু টাকা বাজি

রেখে তাস খেলা শুরু হয়ে গেল। ক্যাণ্ডিড অবাক হয়ে গেল। একটা টেক্কাও তার হাতে এল না। মার্টিন কিন্তু অবাক হন নি।

যারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে বেড়ালে, তাঁদের মধ্যে ছিল পেরিগ্রাদের এক চটপটে শিক্ষানবীশ পাদ্রী। সে যেমন অনুগত, তেমনি অনুরক্ত—আর সাহসে তো একেবারে পেতল-মার্কা মানুষ। যাকে বলে পরম উপকারী বন্ধু তাই। এমনি ব্যস্ত লোক, সব সময়েই ভিনদেশী যারা পারী হয়ে যায়, তাদের জন্য ওত্ পেতে থাকে। তাদের শহরের গুজব বলে, তাছাড়া স্ফূর্ত্তিরও হদিশ দেয়। তা যে কোন চড়া দামেই হোক না তাতে ক্ষতি কি! পাদ্রীটি ক্যাণ্ডিড আর মার্টিনকে পয়লা নিয়ে গেল থিয়েটারে, এক নতুন বিয়োগান্ত নাটক সেখানে খুলেছে। ক্যাণ্ডিড একদল বুদ্ধিজীবীর কাছেই ঘটনাচক্রে বসল। কিন্তু নিপুণ অভিনীত দৃশ্যাবলী দেখে চোখের জল ফেলায় তার বাধেনি। একজন সমালোচক বসেছিলেন তার পাশের আসনে। তিনি বিরামের সময় মন্তব্য করলেন,

আপনার কান্নায় ভুল আছে। ঐ অভিনেত্রীটি অপদার্থ, আর যে অভিনেতাটি ওর সঙ্গে অভিনয় করছে সে আরো। আবার নাটকটি তো অভিনেতা-অভিনেত্রীর চেয়েও খারাপ। নাট্যকার এক অক্ষর আরবী জানেন না, অথচ ঘটনা-সংস্থান করেছেন আরবে। তাছাড়া, অন্তর্নিহিত ভাবধারায় তাঁর আস্থা নেই। কাল আমি আপনাকে নাটকের বিশটি সমালোচনা এনে হাজির করব—দেখবেন সবকটিই নাটকটির বিরুদ্ধে।

ক্যাণ্ডিড সাথী পাদ্রীটির দিকে ফিরে তাকাল।

ফরাসীতে ক'খানি নাটক লেখা হয়েছে বলুন তো? সে শুধালে।

তা প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার হবে।

অনেক তো! সে মন্তব্য করলে। এর মধ্যে ভাল ক'খানি?

পনেরো-যোলোখানা, পাদ্রী জবাব দিলে।

তাও কম নয়, মার্টিন বললে।

বিয়োগান্ত নাটকে যিনি রাণী এলিজাবেথের ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর অভিনয় দেখে ক্যাণ্ডিড খুশি হ'ল। নাটকটি বাজে। কিন্তু এমন নাটকও অভিনীত হয়।

মার্টিনকে বললে, অভিনেত্রীটি বড় চমৎকার! ওঁকে দেখে কুমারী কুনেগোণ্ডের কথা মনে পড়ে। ওঁকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে চাই।

পাদ্রীটি অমনি অভিনেত্রীর গৃহেই নিয়ে গিয়ে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলে। ক্যাণ্ডিড জার্মানীতে পালিত, তাই সে অভিনেত্রী-সন্দর্শনের আচার-ব্যবহার নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিলে। ফ্রান্সে ইংলণ্ডবাসীরা কেমন ব্যবহার পান তাও সে জিজ্ঞেস করলে।

পাদ্রীটি বললে, কেমন সহবৎ করতে হবে, সে কথা কোথায় আছেন তার উপরে নির্ভর করে। ধরুন, যদি গ্রামাঞ্চলে থাকেন, তাহলে সরাইখানায় নিয়ে গেলেই ল্যাঠা চুকে গেল। পারী

শহরে নটীরা যতদিন সুন্দরী থাকবে ততদিন তাদের মহা মান। কিন্তু ওরা মরে গেলে গোবরের গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল, রাণীদের গোবরের গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে?

হাঁ, তাই, জ্ঞানী মার্টিন বললেন, আমাদের বন্ধু ঠিক কথাই বলেছেন। যখন মনিমিয়া ইহলোক থেকে পরলোকে যাত্রা করেন, তখন আমি পারীতে। সুষ্ঠুভাবে তাঁকে কবর দিতেও তখন মানুষ আপত্তি তুলেছিল। তার মানে, শেষে এক নোংরা কবরখানায় ভিক্ষুকদের সঙ্গেই তাঁকে গোর দিতে পাঠানো হ'ল— সেখানে তিনি পচে-গলে যাবেন—এই হ'ল তাঁর পরিণাম। বার্গাণ্ডি সড়কের এক কোণে নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি গোরস্থ হলেন। হয়তো তিনি মর্মাহত হলেন, কেননা কি সম্মান তাঁর প্রাপ্য সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল মহান।

ক্যাণ্ডিড বললে, এ তো অতি অভদ্র ব্যবহার!

মার্টিন জবাব দিলেন, আর কি আশা করেন মহাশয়। এখানকার মানুষই এমনি ধাতুতে গড়া। যত রকম উল্টো ব্যাপার, যত বেতর-বেখাপ্পা জিনিস আপনি এখানকার সরকার, আদালত আর গীর্জায় পাবেন। এই অতি উদ্ভট জাতের জীবনটাও এমনি।

ক্যাণ্ডিড শুধালে, আচ্ছা, একথা কি সত্যি যে, পারার লোক সারাক্ষণই হাসে?

পাদ্রীটি বললেন, হাঁ, হাসে বটে, তবে হাসির সঙ্গে থাকে

বিরক্তি। যত কিছু নিয়ে নালিশ হাসির হররা ছুটিয়েই করে বসে। আবার সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপ করতে গিয়েও হেসে কুটিপাটি হয়ে যায়।

ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে, আচ্ছা, আমি যে-নাটকখানি দেখে কাঁদলাম, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখে এত আনন্দ পেলাম—আর সেই অভিনয়েরই যিনি কঠোর সমালোচনা করলেন—ঐ অভদ্র জীবটি কে বলুন তো ?

লোকটার পাপ মন, পাদ্রী বললে, ও প্রতিটি নাটক, প্রতিটি পুঁথিকে নিন্দে করেই রুজি-রোজগার করে। কৃতী সাহিত্যিককে ও ঘৃণা করে—যেমন খোজারা কৃতী প্রেমিককে ঘৃণা করে—এও তেমনি। ও হচ্ছে সাহিত্যের কাল সাপ—ওর খাদ্য আবর্জনা আর বিষ। ও প্রচার-পুস্তিকার লেখক।

তার মানে কি ? ক্যাণ্ডিড শুধালে।

চোতা কাগজের ব্যাপারী, পাদ্রীটি বললে, একজন সাংবাদিক।

অভিনয়ের পরে রঙ্গগৃহের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ক্যাণ্ডিড মার্টিন আর পাদ্রীটির সঙ্গে এমনি কথাবার্তা বলছিল, আর দেখছিল দর্শকের ধারা বয়ে চলেছে তাদের পাশ দিয়ে।

ক্যাণ্ডিড বললে, কুমারী কুনেগোণ্ডকে দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র, তাই কুমারী ক্লেইরোঁর সঙ্গে নৈশ-ভোজ তাড়াতাড়ি সমাধা করতে চাই। তাঁর অভিনয়ে আমি মুগ্ধ।

পাদ্রীটি কুমারী ক্লেইরোঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পক্ষে

অনুপযুক্ত। কারণ কুমারী অভিজাত বৃত্তে ঘোরাফেরা করেন।

তাই বললে, আজ তিনি ব্যস্ত, কিন্তু আমি আপনাকে অপর একটি অভিজাত মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আপনি তাঁর গৃহে চার বছরের পারী জীবনের অভিজ্ঞতা একদিনে লাভ করবেন।

ক্যাণ্ডিড কৌতূহলী। তাই সহজেই তাকে অভিজাত মহিলার কাছে পেশ করা হ'ল। তিনি সাঁ অনরে শহরতলিতে থাকেন। ওরা যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন ফারো (তাসের জুয়াখেলা—অনু) খেলা চলছিল। বারোজন গোমরামুখো জুয়াড়ি বসে আছে। তাদের হাতে এক একটি ছোটখাটো তাসের বাণ্ডিল। সেগুলি দুমড়ে-দুমড়ে তারা দুর্ভাগ্যের স্বাক্ষর দেগে দিচ্ছে। গভীর নীরবতা ঘরে, তাতে যেন জুয়াড়িদের মুখের বিবর্ণতা আরো প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। পুঁজিদার ব্যাঙ্ক-রক্ষকেরও মুখের উদ্বিগ্ন ভাবটি বোঝা যায়। নিষ্ঠুর মহাজনের কাছে বসে আছেন বাড়ির মালিকানী। তাঁর বেড়ালচোখ বার বার ডবল বাজির উপর ঘুরে ঘুরে আসছে। প্রতিটি খেলোয়াড় দোমড়াচ্ছে তাস। তাস টিপে টিপে দেখছে, আর তিনি কড়া নজরে তাকিয়ে আছেন। নজর কড়া হলেও ভদ্র, খদ্দের হারাবার ভয়েই ভদ্র। এই সম্ভ্রান্ত মহিলা ডবল বাজির মার্সিওনেস এই খেতাব পেয়েছেন। তাঁর মেয়ের বয়েস পনেরো। সেও জুয়াড়িদের সঙ্গে বসে আছে। এই হতভাগ্য জীবগুলির

একজনও যখন প্রতারণায় ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর আচরণের বিন্দুমাত্র ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করছে, অমনি সে চোখ টিপে জানিয়ে দিচ্ছে।

পাদ্রী, ক্যাণ্ডিড আর মার্টিন ঘরে ঢুকল। কেউ উঠে দাঁড়াল না, এমন কি চেয়েও দেখল না। সবাই নিজের নিজের তাস নিয়ে ব্যস্ত।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, এর চেয়ে আমাদের থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্কের ব্যারণ-ঘরণীর সহবৎ ঢের ভালো ছিল।

পাদ্রী গিয়ে মারকুইস-ঘরণীকে কানে কানে কি বলতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ক্যাণ্ডিডকে মধুর হাসি হেসে অভ্যর্থনা করলেন। মার্টিনকে জানালেন অভিজাত-সুলভ অভিবাদন। ক্যাণ্ডিডকে আসন আর এক জোড়া তাস দেওয়া হ'ল! দুই দানেই সে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হেরে গেল। এই ঘটনার পরে নৈশভোজের জন্য খেলা মুলতুবি রইল। ক্যাণ্ডিড টাকা হেরেও অচল-অটল আছে—এই দেখে সবাই অবাক। পরিচারকরা তাদের নিজেদের অপভাষায় বলাবলি করলে,

লোকটা নিশ্চয়ই হোমরা-চোমরা ইংরেজ লাট হবে।

সচরাচর প্যারিসীয় ভোজ যেমন হয়, তেমনি প্রথমে একেবারে নিস্তব্ধতা, তারপরে দুর্বোধ্য শব্দের সোরগোল। তারপরে কিছু চকচকে কথা। তার আবার বেশির ভাগই অসার। কিছু কেলেঙ্কারি, যুক্তিহীন তর্ক ও একটু-আধটু রাজনীতি চর্চা—আবার পরনিন্দার ভাগও যথেষ্ট।

পাদ্রী বললে, ডক্টর গাইচাতের উপন্যাসখানা পড়েছেন ?

একজন অতিথি বলে উঠল, হাঁ, পড়েছি, কিন্তু শেষ করতে পারি নি। আজকাল বাজে বই বহু ছাপা হচ্ছে বটে, কিন্তু গাউচাতের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারে না। এই সব বাজে পুথির বন্যায় আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি। এগুলি আমাদের যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই তো ফারো খেলা ধরেছি।

আর পাদ্রী টি-র প্রবন্ধ ? আপনার ওগুলো সম্বন্ধে কি মনে হয় ?

ডবল বাজির কিস্মৎ যাঁর সেই মহিলাটি বললেন, একেবারে বিশ্রী, একঘেয়ে। সবাই যে-কথা জানে, সেই কথাই বলবার জন্য কি প্রাণান্ত চেষ্টা ! যে ব্যাপারে একটা বাজে মন্তব্য করাও চলে না, তাই নিয়ে কি বিশদ আলোচনা ! অন্যের চকচকে কথাও চুরি করে নেয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কখন কোন্ মন্তব্য করা উচিত তাও আর মনে থাকে না। চুরির মাল নষ্ট করে ফেলে। আমি তো ওর লেখা পড়ে হাঁফিয়ে উঠেছি। কিন্তু আর নয়। ক্যাননের কয়েক পাতাই একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

টেবিলে একজন বসেছিলেন, তাঁর কিছুটা জ্ঞান আর রুচি আছে। তিনি মহিলার মন্তব্যে সমর্থন জানালেন। এবার আলাপ বিয়োগান্ত নাটকের দিকে মোড় ঘুরল। অভিজাত মহিলা শুধালেন, যে সব বিয়োগান্ত নাটক অপাঠ্য, সেগুলি কি করে থিয়েটারে অভিনীত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি এবার বিশদভাবে বলে চললেন, কি করে গুণ নেই এমন নাটকও দর্শকদের মন

টানতে পারে। প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এ—ও উপন্যাস থেকে দু-চারটে ঘটনা সংগ্রহ করে নিলেই নাটক হয় না—অবশ্য দর্শকদের মুগ্ধ করা তাতে চলে বই কি। নাট্যকারের কল্পনা হবে যেমন তাজা, তেমনি উদ্ভট। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, আবার স্বাভাবিক ভাবটুকুও বজায় রাখবেন। তিনি মানুষের মন জানবেন, আর সেই মনকে কথা কওয়াবেন। তিনি হবেন মহা কবি, নাটকের কুশীলবদের ভিতরে কবির আমদানী না করেই কবিত্ব শক্তি জাহির করবেন। ভাষায় তাঁর থাকবে অগাধ অধিকার, সুসঙ্গত বিশুদ্ধভাষা প্রয়োগ করবেন, কিন্তু ছন্দ কখনো অর্থের উপর চড়াও হতে পারবে না।

বললেন, যে এই নিয়ম-কানুনের একটিকেও ভঙ্গ করবে, সে দু-একখানা নাটক লিখতে পারে, থিয়েটারেও বাহবা পেতে পারে—কিন্তু ভাল লেখক সে হতে পারবে না। ভাল বিয়োগান্ত নাটক বড় নেই। কতগুলির চেক্‌নাই আছে, লেখাও ভাল, কতগুলি শুধু রাজনীতিক কচকচি—মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কতগুলি আবার সহজ সরল সমস্যার উগ্র ব্যাখ্যা—শুনলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কতগুলো তো নিছক উন্মাদনা, অতি কাঁচা ভাষায় লেখা, প্রলাপে ভরতি। এখানে ওখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বক্তৃতা (নাট্যকারের দল মানুষের সঙ্গে কথা কইতে জানে না বলেই দেবতার স্মরণ নেয়), মিথ্যে মন্তব্য আর একেবারে মামুলি একঘেয়েমি ভরা ঘটনা।

ক্যাণ্ডিড অবহিত হয়ে শুনলে মন্তব্য। বক্তা সম্বন্ধে তার

উঁচু ধারণা। মহিলাটি তাকে তাঁর পাশে বসিয়েছিলেন। সে তাই তাঁর কানে কানে জিজ্ঞেস করলে, এহেন ব্যক্তিটি কে—কি তাঁর পরিচয়?

মহিলা জানালেন, মস্ত বিদ্বান লোক, কখনো তাসের জুয়ো খেলেন না। ঐ পাদ্রীটি ওঁকে মাঝে মাঝে নৈশভোজে নিয়ে আসে। ইনি বিয়োগান্ত নাটক আর নানা বই পড়েছেন। নিজেও একখানা নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু থিয়েটারে সেখানার অভিনয় দর্শকরা তুয়ো দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। আর একখানা বইও লিখেছেন, তবে সেখানা তাঁর প্রকাশকের দোকানের হুদ্দার বাইরে কখনো দেখা যায় নি। শুধু একখানা বইই বাইরে এসেছে আর সেখানি আমাকে উৎসর্গ করে ইনিই পাঠিয়েছিলেন।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, মস্ত লোক তাতে সন্দেহ নেই! ইনি আর এক প্যানগ্লস দেখছি!

ক্যাণ্ডিড এবার বিদ্বানটির দিকে ফিরে বললে,

মহাশয়, আপনিও নিশ্চয়ই ভাবেন, যে এই পার্থিব আর নৈতিক জগতে সবই ভাল, উল্‌টোটি হতে পারে না?

বিদ্বানটি বললেন, আমার কথা যদি বলেন, অমন কথাও আমি ভাবিনে। আমি দেখেছি, এখানে সবকিছুই গড়বড় আর গোলমেলে। কেউ জানে না সমাজের কোথায় তার স্থান, কি তার কাজ। শুধু ভোজগুলোই এ তুনিয়ায় যা সরস ব্যাপার। এখানে তবু সকলের ভিতরে কিছুটা মনের মিল দেখা যায়।

আমরা বৃথা বিবাদ করে কাটাচ্ছি। গীর্জার বিরুদ্ধে লোকসভা, লেখকের বিরুদ্ধে লেখক চীৎকার করছে, দরবারে একে-অপরের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে। আর বৃহৎ কারবারীরা মানুষের বিরুদ্ধে, স্ত্রীরা স্বামীদের বিরুদ্ধে, জ্ঞাতিরা জ্ঞাতির বিরুদ্ধে—ষড়যন্ত্র করছে। এ এক অশ্রান্ত গৃহ-যুদ্ধ।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার আমার দেখা আছে। একজন পণ্ডিত—যিনি শেষে দুর্ভাগ্যবশে ফাঁসিকাঠে ঝুললেন—তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, এই যে গরমিল—গোলমাল—এগুলি নাকি সত্যই খাঁটি আর বিধেয়। একখানা সুন্দর ছবিতে যেমন ছায়ার খেলা দেখা যায়, এগুলোও তাই।

মার্টিন বললেন, আপনার ফাঁসিকাঠে-ঝোলা বন্ধু দুনিয়াকে নিয়ে এক জবর তামাসা করে গেছেন। আপনি যে ছায়ার খেলার কথা বলছেন, সেগুলি আসলে ভয়ংকর কতগুলি কলঙ্ক।

ক্যাণ্ডিড বললে, কলঙ্ক তো মানুষই দেগে দিয়েছে, উপায়ান্তর নেই বলেই দিয়েছে।

তাহলে এ তাদের দোষ নয়, মার্টিন বললেন।

জুয়াড়িদের বেশির ভাগই এ আলোচনায় সেঁধোতে পারে নি। তারা বসে বসে মদ খাচ্ছে। মার্টিন তর্ক করছেন বিদ্বানটির সঙ্গে। ক্যাণ্ডিড গৃহকর্ত্রীকে বলছে তার অভিযানের কাহিনী।

ভোজনপর্ব সাঙ্গ হবার পরে মহিলা ক্যাণ্ডিডকে তাঁর নিজস্ব কামরায় নিয়ে গিয়ে একখানা পালঙ্কে বসালেন।

তিনি শুধালেন, থাণ্ডার-টেন-ট্রঙ্ক নিবাসিনী কুমারীর এখনো আপনি পূজারী ?

ক্যাণ্ডিড জবাব দিলে, হাঁ,

মহিলা হেসে বললেন, এ ওয়েষ্টফালিয়ার তরুণের যোগ্য উত্তর। কিন্তু একজন ফরাসী তরুণ হলে বলতেন, আমি কুমারী কুনেগোণ্ডকে একদা ভালবাসতাম, আজ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, তাঁকে আর ভালবাসি নে।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, বেশ, তাই-ই হবে। আপনার অভিরুচি মতোই আমি চলব।

মহিলা বলতে লাগলেন, যে মুহূর্তে আপনি রুমালখানা তুলে দিলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হ'ল তাঁর প্রতি আপনার অনুরাগ। এবার ভাল ছেলের মতো, আমার গার্টার (মোজা বন্ধনী) তুলে দিন তো দেখি।

ক্যাণ্ডিড বললে, সর্বান্তঃকরণেই এ কাজ করব। সে মোজা-বন্ধনী তুলে দিলে।

মহিলা হেসে বললেন, এবার এটি যথাস্থানে পরিয়ে দিলে খুশি হব। ক্যাণ্ডিড তাই-ই করলে।

মহিলা বললেন, আপনি এখানে অপরিচিত। আমার পারীর প্রেমিকদের কখনো কখনো এক পক্ষকাল ধরে ঘোরাই, কিন্তু আজ এই প্রথম রাতেই আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম। ওয়েষ্টফালিয়ার তরুণকে তো ফ্রান্সের হয়ে সম্মান দেখানো আমার কর্তব্য।

ছলাকলাময়ী রমণী বিদেশীর হাতে দুটি বড় বড় হীরে দেখে তাদেরই স্তুতিতে এমন মুখর হয়ে উঠলেন যে, অনায়াসে সেদুটি ক্যাণ্ডিডের আঙুল থেকে মহিলার আঙ্গুলান্তরিত হতে সময় লাগল না।

পাদ্রীকে নিয়ে হোটেলে ফিরতে ফিরতে ক্যাণ্ডিডের অনু-শোচনা হ'ল। সে কুমারী কুনেগোণ্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পাদ্রীটি তার অনুশোচনা লক্ষ্য করে অমনি তারই সুরে সুর মেলালে। ক্যাণ্ডিড তাসের জুয়ায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হেরেছে, তার সামান্য ভাগই সে পেয়েছে; তার উপরে মহিলাটিও দুটি বড় বড় হীরেও তার কাছ থেকে খসিয়েছেন। কুনেগোণ্ডের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কিছু রোজগার করার ফিকিরে সে আছে। তাই কুমারীর স্তুতি শুরু করে দিলে। ক্যাণ্ডিড বললে, ভেনিসে যখন কুমারীর সঙ্গে দেখা হবে—সে এই ছলাকলাময়ীর সঙ্গে যে ব্যভিচার করেছে, তারই জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে।

পাদ্রী অবহিত হয়ে শুনলে তার কথা, সে কি করেছে, কি করবে—তার প্রতি তার কৌতূহল দেখা দিল।

তাহলে ভেনিসেই কুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে ?

হাঁ, ক্যাণ্ডিড উত্তর দিলে। আমার যাওয়া দরকার, তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। সে এ প্রসঙ্গ ভালবাসে, তাই বলতে বলতে বিভোর হয়ে গেল (এই তার রীতি) ওয়েষ্টফালিয়ার খ্যাতনাম্নী কুমারীর সঙ্গে তার প্রণয়-লীলা।

পাদ্রীটা বললে, কুমারীর বোধহয় রসবোধ প্রচুর। তাঁর প্রেমপত্র বোধহয় খুবই চমৎকার।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, কি করে জানব, আমি তো একখানাও পাইনি। আমার কামনার জন্য গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে আমি তো চিঠি লিখতে সাহস করিনি। কিছুদিন পরেই জানলাম, তিনি মৃত। আবার তাঁকে ফিরে পেলাম, পেয়ে আবার হারালাম। আমার কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার মাইল দূরে তিনি আছেন, সেখানে আরিন্দা পাঠিয়েছি—উত্তরের প্রতিক্ষায় আছি।

পাদ্রী শুনে কি ভাবতে লাগল। তারপরে দুই বিদেশীকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বিদায় নিলে। পরদিন ক্যাণ্ডিড ঘুম থেকে উঠেই একখানা চিঠি পেল। চিঠিখানার বয়ান এমনি ;—

আমার প্রিয়তম,

এই শহরে আজ এক সপ্তাহ হ'ল আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি। খবর পেলাম, তুমি এখানে। যদি নড়তে পারতাম, তাহলে উড়ে গিয়ে তোমার ভুজবন্ধে ধরা দিতাম। তোমার বোর্দো যাত্রার কথা আমি জানি। বিশ্বাসী কাকাম্বো আর বৃদ্ধাকে সেখানে রেখে এসেছ। তারা আমার পিছু পিছু আসছে বোধহয়। বুয়েনোস আয়ার্সের লাট আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তোমার হৃদয়খানি তো এখনো আমার। এস, প্রিয় এস! তোমার উপস্থিতি হয় আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে—নয়তো আমি সুখে মরব।

অপ্রত্যাশিত পত্র। ক্যাণ্ডিড অননুভবনীয় আনন্দে অধীর আবার প্রিয়া কুনেগোণ্ডের অসুখে তার মন বিষণ্ণ। দুই হৃদয়-

বৃত্তির সংঘাতে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সোনা, হীরে যা ছিল সব নিয়ে মার্টিনের সঙ্গে কুমারীর হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে সে তার কামরায় গিয়ে ঢুকে পড়ল। বুকে তার স্পন্দন, স্বর ক্রন্দন-নিরুদ্ধ, গদ্‌গদ। ঘরখানি যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাই মশারি তুলে দিতে হাত বাড়িয়ে দিলে।

শুশ্রূষাকারিণী বললে, সাবধান, কি করছেন জানেন না! আলো দেখলেই হয়তো কুমারী মারা যাবেন। সে আবার মশারি ফেলে দিলে। ক্যাণ্ডিড কাঁদতে কাঁদতে বললে, প্রিয়া কুনেগোণ্ড, কেমন আছ তুমি? যদি আমাকে দেখতে না পেয়ে থাক, একটিবার কথা কও।

শুশ্রূষাকারিণী জানালে, কথা বলতে উনি পারেন না।

স্ত্রীলোকটি একখানি মোটাসোটা হাত টেনে আনলে বাইরে, ক্যাণ্ডিড সেই হাতখানা প্রথমে হীরে ভরতি করে দিলে, তারপরে ধুয়ে দিলে চোখের জলে! এবার চেয়ারের উপর রাখল সোনা ভরতি থলেটা।

এমনি স্বর্গসুখে বিহ্বল হয়ে আছে, এমন সময় একজন রাজকর্মচারী পাদ্রী আর অনুচরগণসহ এসে হাজির।

রাজকর্মচারি শুধলেন, এই কি সেই সন্দেহভাজন বিদেশীদ্বয়? এই বলেই অনুচরদের ওদের বেঁধে জেলখানায় নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, সুবর্ণভূমিতে বিদেশীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কখনো করা হয় না।

মানুষ যে খারাপ, এ সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ নেই, মার্টিন মন্তব্য করলেন।

ক্যাণ্ডিড শুধালে, মশাই, আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

রাজকর্মচারী উত্তর দিলেন, অন্ধকার কারাগারে।

মার্টিন প্রকৃতিস্থ হলেন। এবার বুঝতে পারলেন, যে মহিলাটি কুনেগোণ্ডের ভাণ করছেন, তিনি প্রতারক ছাড়া কিছুই নন। আর পাদ্রীও তাই। সে ক্যাণ্ডিডের সরলতার সুযোগ নিয়েছে। আর রাজকর্মচারিটিও একটি ঠক ছাড়া কিছুই নয়। তার কবল থেকে মুক্তিও অতি সহজ।

তাই মার্টিন ক্যাণ্ডিডকে পরামর্শ দিলেন, আর ক্যাণ্ডিড তা শুনলে। মামলার হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে সে চায় না। তাছাড়া প্রকৃত কুনেগোণ্ডকে দর্শনের কামনায় সে অধীর। ক্যাণ্ডিড রাজকর্মচারীটিকে তিন হাজার মোহর দামের তিনটি ছোট ছোট হীরার টুক্‌রো দেখিয়ে দিলে।

হস্তীদন্তের দণ্ডধারী রাজকর্মচারিটি অমনি বলে উঠলেন, হা ঈশ্বর! দুনিয়ায় যত পাপ সম্ভব, আপনি যদি সবগুলোও করে ফেলতেন তাহলেও আপনার মত সৎলোকের জুড়ি আমার কাছে মিলতো না। তিন-তিনখানা হীরে! আবার প্রতিখানার দাম কিনা তিন হাজারটি করে মোহর! মহাশয়, আমি মরতেও প্রস্তুত, তবু আপনাকে জেলখানায় নিয়ে যেতে পারব না। সব বিদেশীকেই আমাদের গ্রেফতার করার রীতি—কিন্তু ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। নরম্যাণ্ডিতে আমার এক ভাই

আছে। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব, যদি তাঁর হাতেও দু·একখানি হীরে গুজে দিতে পারেন, তিনি আপনার খবরদারি ভাল করেই করবেন।

ক্যাণ্ডিড জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু সব বিদেশীকেই গ্রেফ্তার করা হবে এ রীতি কেন চালু হ'ল ?

পাদ্রীটি বললে, ব্যাপারটি কি জানেন, আর্তোয়ার এক বেটা ভিখারী কবে এক গুজব শুনে একটা খুন করে বসে। যদিও ১৬১০ সালের মতো অমন জবর খুন নয়, তবে ১৫৯৪ সালের ধরণের খুন বটে! ঐ ধরণের খুন আরো কয়েক সাল ধরে হয়েছে। ভিখারীরাই এমনি গুজব শুনে খুন করেছে।

রাজকর্মচারীটি পাদ্রীর কথাগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল, উঃ এ কি বর্বরতা। নাচতে গাইতে এত যারা ভালবাসে, সেই জাতই কি না এমন ভয়ংকর হত্যা করছে! যেখানে বানররা বাঘকে শাসায়, এমন দেশ থেকে আমি পালাইনি। নিজের দেশে ঢের ভাল্লুকও দেখেছি বটে, কিন্তু মানুষ এক মাত্র স্বর্ণভূমি ছাড়া কোথাও দেখলাম না! দোহাই আপনার, আমাকে ভেনিসে নিয়ে চলুন! সেখানে কুমারী কুনেগোণ্ডের প্রতীক্ষায় আমি বসে থাকব।

শান্তিরক্ষীবাহিনীর প্রধান বললেন, আপনাকে আমি নরম্যাণ্ডি অবধি পৌঁছে দিতে পারি।

হাতকড়া খোলার হুকুম দিলেন কর্তা। ভুল হয়েছিল বলে

সাঙ্গপাঙ্গদের বিদায় দিলেন, তারপর ক্যাণ্ডিড আর মার্টিনকে নিয়ে ডিপিতে এসে সেখানে তাদের তাঁর ভ্রাতার হাতে সঁপে দিলেন। একখানা ছোট ওলন্দাজ জাহাজ বন্দরে ছিল। তিনটি হীরে পেয়ে নরম্যাণ্ডির ভ্রাতাটি একেবারে অনুগত হয়ে উঠল। ক্যাণ্ডিড ও তার অনুচরবর্গের যাত্রার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। জাহাজ এখান থেকে ছেড়ে যাবে ইংলণ্ডের পোর্টসমাউথ বন্দরে—ভেনিসের পথে নয়। কিন্তু ক্যাণ্ডিডের মনে হ'ল নরক থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। পয়লা সুযোগেই সে ভেনিস রওনা হতে পারবে।

তেইশ

ওলন্দাজ জাহাজে উঠে পাশাপাশি বসে ক্যাণ্ডিড তার বন্ধুকে বললে, মার্টিন! ভাব তো গুরু প্যানগ্লস আর প্রিয়তমা কুনেগোণ্ডের কথা! ওঁদের ওপর দিয়ে কত কি ঘটে গেল! এর পরে দুনিয়া সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয় জানতে ইচ্ছা করে।

মার্টিন উত্তর দিলেন, এ এক কাণ্ডজ্ঞানহীন, ঘৃণ্য সৃষ্টি—তাছাড়া কিছুই নয়। ক্যাণ্ডিড একটু চুপ করে থেকে বললে, ইংলণ্ড তোমার চেনা। সেখানকার মানুষও কি ফ্রান্সের মানুষের মতোই এমনি ক্ষ্যাপা?

মার্টিন বললেন, হাঁ, ভাই। কিন্তু তাদের নির্বুদ্ধিতা আর এক জাতের। আপনি তো জানেন, এই দুটি জাতি ক্যানাডার সীমান্তে সামান্য ক' একর তুষারাবৃত জমির জন্য লড়াই চালাচ্ছে—এই মহাযুদ্ধের পিছনে তারা যে টাকা ঢালছে, তার দাম গোটা ক্যানাডা দেশটার চেয়ে ঢের বেশি। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ক্ষুদ্র, কোন্ দেশের কত বেশি লোককে গারদে পুরতে হবে আমি তা কি করে বিচার করব। আমি শুধু জানি, আমরা যে দেশে যাচ্ছি, সেখানকার মানুষ স্বভাবে যেমন গম্ভীর, আবার ব্যবহারেও তাই।

এমনি আলাপ চলছে, এরই মধ্যে জাহাজ পোর্টস্‌মাউথ বন্দরে এসে ভিড়ল। তীরে মানুষের জটলা। এক মানোয়ারী জাহাজের ডেকে একটা জোয়ান লোক হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

তার চোখ বাঁধা। তাকেই তারা দেখছে অভিনিবিষ্ট হয়ে। তার বিপরীত দিকে চারটি সেপাই দাঁড়িয়ে আছে। তারা স্থিরভাবেই প্রতিজন তিন-তিনবার লোকটার মাথার খুলি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে। ভিড় এবার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মনে হয় তারা খুশী।

ক্যাণ্ডিড চেঁচিয়ে উঠল, এ আবার কি ব্যাপার? এখানে আবার কোন্ শয়তানের লীলাখেলা চলছে? তবে কি সর্বত্রই এমনি?

সে জিজ্ঞেস করলে, কে এই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি—যাকে এমন ঘটা করে এখুনি নিকেশ করে দেওয়া হ'ল?

সবাই বললে, লোকটা একজন নৌ সেনাপতি।

কিন্তু নৌ-সেনাপতিকে প্রাণদণ্ড দিলে কেন?

জবাব এল, লোকটা বেশি লোক মেরে বাহাদুরী দেখাতে পারেনি কিনা তাই। একজন ফরাসী নৌ-সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল—কিন্তু ওদের নৌ-বহর পাশাপাশি না থাকায় ইংরেজ নৌ-সেনাপতি আর আক্রমণ করতে পারলেন না।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল, নিশ্চয়ই ফরাসী নৌ-সেনাপতিটিও ইংরেজ নৌ-সেনাপতিটির মতো অতোখানি ফারাকেই ছিল।

উত্তর এল, তা ঠিক! কিন্তু এ মুলুকে মাঝে মাঝে এক একজন নৌ-সেনাপতিকে ধরে গুলী চালালে অন্যের উৎসাহ-উত্তেজনার খোরাক জোটে।

সব দেখে শুনে ক্যাণ্ডিড তো অবাক। ইংলণ্ডের মাটিতে আর পা দিতেও সে রাজি হ'ল না। ওলন্দাজ ক্যাপটেনটির সঙ্গে ঠিক করলে অবিলম্বে সে তাকে ভেনিসে নিয়ে যাবে। লোকটা সুরিনামের ক্যাপটেনটির মতো তাকে যদি ঠকায় সেও ভি আচ্ছা।

দুদিন পরে ক্যাপটেন তৈরী হ'ল। ফ্রান্সের উপকূল পার হয়ে চলল জাহাজ, লিসবন বন্দর দেখা গেল। ক্যাণ্ডিড শিউরে উঠল। প্রণালী পার হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজ এসে অবশেষে ভিড়ল ভেনিসে।

মার্টিনকে আলিঙ্গন করে ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। এইখানেই আমি আমার সুন্দরী কুনেগোণ্ডের আবার দেখা পাব। কাকাম্বোকে আমি নিজেরই মত বিশ্বাস করি। সবই শুভ, এবার আমরা ঠিক পথে চলেছি। ভবিষ্যৎ শুভ বলেই মনে হচ্ছে।

চব্বিশ

ভেনিসে পৌঁছেই কাকাম্বোর তল্লাশ শুরু হয়ে গেল। ক্যাণ্ডিড প্রতিটা সরাইখানা, রেস্তরাঁয় খোঁজ করলে, প্রতিটি বেশ্যালয়ে গেল ; কিন্তু কাকাম্বোর পাত্তা নেই। প্রতিটি জাহাজ থেকে যাত্রীদের নামার সময় সে নজর রাখলে, কিন্তু কাকাম্বোর খবর নেই।

ক্যাণ্ডিড মার্টিনকে বললে, ভেবে দেখ কত সময় নষ্ট করলাম। সুরিনাম থেকে বোর্দোয় এলাম, বোর্দো থেকে পারী—পারী থেকে দিপ্যে—দিপ্যে থেকে পোর্টসমাউথে সফর করে বেড়ালাম। স্পেন আর পর্তুগালের উপকূল পার হয়ে এলাম, ভূমধ্যসাগর দিলাম পাড়ি, ভেনিসেও কয়েক মাস কেটে গেল—কিন্তু এখনো সুন্দরীর দেখা নেই। তাঁকে পাইনি, কিন্তু কয়েকটা নির্লজ্জ স্ত্রীলোক আর পেরিগ্রদের এক শিক্ষানবীশ পাদ্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কুমারী যে বেঁচে নেই, একথা নিশ্চিত, তাহলে আমিও মরি। অধঃপতিত ইউরোপে না ফিরে যদি সুবর্ণভূমিতেই থেকে যেতাম—সে ছিল বেশ ভাল। সে তো স্বর্গ। মার্টিন বন্ধু, গুরু, তুমি তো ঠিকই বলেছিলে। এখানে আছে শুধু মায়া—আছে একের পর এক দুর্বিপাক।

গভীর হতাশায় ডুবে গেল ক্যাণ্ডিড। অপেরা বা

কার্নিভালের আনন্দে তার আর মন নেই। মহিলাদের প্রতিও তার আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই।

মার্টিন বললেন, আপনি অতি সরল মানুষ। একটা ভৃত্য, পকেটে তার লক্ষ লক্ষ টাকা—আপনি কিনা বিশ্বাস করলেন, সে আপনার প্রণয়িনীর খোঁজে দুনিয়ার আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তল্লাশ করে বেড়াবে, তারপর ভেনিসে আপনার কাছে নিয়ে এসে হাজির করবে। তাঁকে পেলেও সে নিজেই তাকে গ্রহণ করবে। আর না পেলে, অপর কাউকে গ্রহণ করতে তার বাধা কি। আমার পরামর্শ শুনুন, কাকাম্বো আর কুনেগোণ্ড—দুজনকেই ভুলে যান।

মার্টিনের কথায় সান্ত্বনা পেলে না ক্যাণ্ডিড। হতাশা বেড়ে গেল। মার্টিন বার বার প্রমাণ করতে লাগল—দুনিয়ায় সততা আর সুখ খুবই কম। হয় তো সুবর্ণভূমিতেই একমাত্র তা বিদ্যমান, কিন্তু সেখানে তো কারো যাবার উপায় নেই।

একদিন এই বিষয় নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল। কুনেগোণ্ডের জন্য তখনো প্রতীক্ষা চলছে। হঠাৎ ক্যাণ্ডিড দেখলে সন্ত মার্কের স্কোয়ারে হাত ধরাধরি করে ঘুরছে এক তরুণ সন্ন্যাসী আর একটি তরুণী। সন্ন্যাসীটি হৃষ্টপুষ্ট, গালে তার স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা। আত্মবিশ্বাসী পুরুষ, প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে গর্ব। তরুণীটি সুন্দরী। চলতে-চলতে গাইছে গান, কামকটাক্ষ ছুঁড়ে মারছে তার তরুণ সন্ন্যাসীটির দিকে, তার পুরন্ত গালে ক্ষণে ক্ষণে কাটছে চিম্‌টি।

মার্টিনকে ক্যাণ্ডিড বললে, এবার অন্তত তুমি বলবে, এরা সুখী। এতদিন অবধি যেখানে গেছি, সেখানেই হতভাগাদের দেখেছি। শুধু সুবর্ণভূমিতেই একমাত্র দেখিনি। কিন্তু আমি বাজি ফেল্‌তে পারি, এই তরুণী আর তার সন্ন্যাসী প্রেমিকটি সুখী।

বেশ, মার্টিন বললেন, আমি বাজি মেনে নিলাম।

ক্যাণ্ডিড বললে, আমাদের কাজ এখন, ওদের ভোজে নিমন্ত্রণ। তারপরে খতিয়ে দেখা আমি ভুল করেছি কিনা।

তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে অভিবাদন জানালে। সরাইখানায় ম্যাকারনি, লোম্বার্ডির পাখীভাজা, আর ক্যাভিয়ার খাবার নিমন্ত্রণ জানালে। শুধু খাদ্য নয়, সঙ্গে থাকবে মতেঁ পুলসিয়ানো, লাক্রিমা-ক্রিস্তি আর সাইপ্রাস আর সামসের স্বাদু সুরা। তরুণী লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। কিন্তু তরুণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে, সেও তার অনুসরণ করলে।

ক্যাণ্ডিডের দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে তরুণী, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। চোখ তার সজল। ক্যাণ্ডিডের কামরায় ঢুকেই সে মন্তব্য করলে,

মশাই কি, আপনাদের পাকেৎকে চিনতেই পারছেন না!

ক্যাণ্ডিড কুনেগোণ্ডের ধ্যানে মগ্ন, তাই সে নজর দেয়নি ওর দিকে। কিন্তু এই কথা শুনে চেঁচিয়ে উঠল,

আহা বেচারী! তুমি—তুমি! যে পণ্ডিত প্যানগ্লসকে অমন বিপদে ফেলেছিল—সেই তুমি!

পাকেৎ বললে, হাঁ, মশাই। বোধহয় তাই-ই হবে। আপনি সবই জানেন দেখছি। আমার মনিব-বাড়িতে যে সব সর্বনাশা ব্যাপার ঘটেছে, সুন্দরী কুনেগোণ্ডের কি হাল হয়েছে তাও শুনেছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাও কম দুঃখের নয়। আমাকে যখন প্রথম দেখেন, আমি ছিলাম নিস্পাপ। আমার কৌমার্য নষ্ট করতে এক পাদ্রীর তাই বেগ পেতে হয়নি। ফল দাঁড়াল ভীষণ। আপনাকে আমার মনিব লাট বাহাদুর তো সজোর পদাঘাতে বার করে দিলেন, তারপরেই আমিও চলে আসতে বাধ্য হলাম। এক মস্ত বৈদ্য যদি দয়া না করতেন, আমি মারাই যেতাম। নিছক কৃতজ্ঞতাবশে বৈদ্যের রক্ষিতা হয়েই কিছুদিন রইলাম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি অতিমাত্রায় ঈর্ষাপরায়ণ। সে আমাকে রোজ নির্দয়ভাবে ঠেঙাত। উঃ কি তার আক্রোশ। বৈদ্যটি একেবারে অতি কুৎসিত, আর আমিও দুনিয়ায় সবচেয়ে হতভাগী—যাকে ভালবাসিনে তার জন্যেই আমাকে মার খেতে হোত। মশাই, আপনি তো জানেন, বদরাগী মেয়েমানুষের পক্ষে ডাক্তার-বৈদ্যকে বিয়ে করা কি সাংঘাতিক ব্যাপার। ওর ব্যবহারে স্বামী তো পাগল হয়ে গেলেন। একটু সর্দি লেগেছে একদিন, তিনি তাকে এক ওষুধ দিলেন। আর সে ওষুধের এমন ফল ফলল যে, দু' ঘণ্টার ভিতরেই ভয়ংকর ভাবে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে মারাও গেল। স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন মামলা রুজু করে দিলে, ডাক্তারকে পালাতে হ'ল। তাঁর বদলে আমাকে পুরলে জেলে। আমি যদি মোটামুটি সুন্দরী না হ'তাম, তাহলে নিস্পাপ হয়েও রক্ষে পেতাম

না। জজসাহেব আমাকে এই শর্তে মুক্তি দিলেন, তিনি ডাক্তারের ওয়ারিশ হবেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আর-এক প্রতিদ্বন্দ্বিনী এসে জুড়ে বসল, সম্বলহীন হয়ে আমি বরখাস্ত হলাম। তাই এই ঘৃণ্য জীবন কাটাচ্ছি। আপনাদের পুরুষদের কাছে এ জীবন বড় আমোদের, কিন্তু আমাদের কাছে এ তো নরক যন্ত্রণা। ভেনিসে এসেছি পেশা চালাতে। মশাই, অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী, আইনজীবি, সন্ন্যাসী, গণ্ডোলাবাহক বা শিক্ষানবীশ পাদ্রীকে সমানভাবে আদর করে যাওয়ার যে কি হাঙ্গামা তা যদি ভাবতেও পারতেন! সব রকম অপমান সইতে হয় এ পেশায়, ঘাঘরা ধার করে আনতে হয়, আর সেই ঘাঘরা তুলে ফেলে কোন এক বাজে লোক। একজনের কাছ থেকে যা রোজগার হয়, আর একজন তা চুরি করে নিয়ে যায়। আদালতের হাকিমের দল তো আমাদের গায়ের চামড়া খসাতেই ব্যস্ত। কোন আশা নেই—আছে শুধু ভয়াবহ বার্দ্ধক্য, ভিক্ষাবৃত্তি আর জঞ্জালের স্তূপে মৃত্যু। এসব কল্পনা করতে পারলে, তবে তো বুঝবেন যে, আমি দুনিয়ার সেরা হতভাগী।

নিভৃত কামরায় বসে পাকেৎ তার হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলে ক্যাণ্ডিডের কাছে। যোগ্য লোকই বটে ক্যাণ্ডিড! মার্টিন প্রতিটি কথাই শুনলেন। শুনে ক্যাণ্ডিডকে বললেন,

দেখুন তাহলে! অর্ধেক বাজি তো জিতেই ফেলেছি।

ভাই জিরোফ্লি ভোজনাগারে ভোজপর্বের আগে পানে ব্যস্ত।

ক্যাণ্ডিড পাকেৎকে বললে, তোমাকে দেখে সুখী বলেই মনে

হয়েছিল। তুমি গাইছিলে গান, আর ঐ সন্ন্যাসীটিকে কেমন সহজ ভাবে আদর করছিলে—দেখে মনে হয়েছিল—এ প্রেমেরই ব্যাপার। এখন যেমন হতভাগী বলে ভাণ করছ, তখন কিন্তু এমনি সুখী বলেই মনে হয়েছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাকেৎ বললে, মশাই, এও এই জীবনের আর এক দুঃখ। কাল একজন কেউকেটা আমলা আমার যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে গেল, মারপিট করলে, কিন্তু আজ এক সন্ন্যাসীর মন রাখবার জন্য এমনি রসবতী তো হতেই হবে।

ক্যাণ্ডিডের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। সে স্বীকার করলে, মার্টিন ঠিকই বলেছেন। ওরা দুজনে সন্ন্যাসী আর পাকেতের সঙ্গে ভোজের টেবিলে এসে বসল। ভোজ অতি উত্তম—ভোজের শেষে কথাবার্তা সহজ-স্বচ্ছন্দ হয়ে এল।

সন্ন্যাসীকে ক্যাণ্ডিড বললে, ভাই আপনাকে দেখে আমার মনে হয়, সবাই আপনাকে ঈর্ষা করবে। আপনি যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি—মুখখানি দেখে মনে হয় কি সুখী। বিরামের সঙ্গিনী হিসাবে জুটিয়েছেন একটি সুন্দরী মেয়ে—গীর্জায়ও আপনার পদমর্যাদা নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট।

ভাই জিরোফ্লি বললেন, মশাই বিশ্বাস করুন, আমার এই সন্ন্যাসী-সংস্থা যদি সাগরের অতলে তলিয়ে যেত তো আমি খুশিই হতাম। কতবার মঠে আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়েছে—নাস্তিক হতে চলেছি। আমার বাপ-মা পনেরো বছর বয়সে এই ঘৃণ্য জোব্বা আমার কাঁধে চাপিয়ে দেন, আর আমার বড় ভাইকে

দিয়ে যান যথেষ্ট টাকাকড়ি। নিপাত যাক আমার সেই ভাই। আর মঠের কথা যদি বলেন, এখানে ঈর্ষা, বিবাদ, ক্রোধ, সব কিছুতে যেন একেবারে ঝাঁঝরা। বাণী প্রচার করে কিছু টাকা যে পাইনি এমন নয়, কিন্তু আমার উপরওয়ালা তার অর্ধেক কেড়ে নিয়েছে। যাহোক মেয়েদের দেওয়ার মতো টাকা সব সময়েই রয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যেয় যখনি মঠে ফিরেছি, মনে হয়েছে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরি। আমার সঙ্গীদেরও সেই একই দশা।

মার্টিন ক্যাণ্ডিডের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,—তেমনি আত্মস্থ তাঁর ভাব—আমি কি এবার পুরোপুরি বাজি জিতিনি ?

ক্যাণ্ডিড পাকেৎকে দু' হাজার আর ভাই জিরোফ্লিকে এক হাজার টাকা দিলে।

সে বললে, আমার এ ব্যাপারে এই জবাব। এই টাকা পেয়ে ওরা সুখীই হবে।

মার্টিন বললেন, আমি ও-কথা বিশ্বাস করিনে। যদি এই টাকা পেয়ে আরো ওদের দুঃখ বাড়ে তাতেও আমি অবাক হব না।

ক্যাণ্ডিড বললে, সে যাই-ই হোক, এক বিষয়ে আমার সান্ত্বনা। যাদের সঙ্গে কখনো দেখা হবার আশা নেই, তাদের সঙ্গেই আবার দেখা হয়ে যায়। এর থেকেই মনে হয়, পাকেৎ আর লাল ভেড়া যখন এল, আবার কুমারী কুনেগোণ্ডের সঙ্গেও দেখা হবে।

মার্টিন বললে, আশা করি, তিনি একদিন আপনাকে সুখী করবেন, কিন্তু সে-বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ।

উঃ—আপনি কি দুঃখবাদী! ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল।

মার্টিন বললেন, তার মানে—জীবনটা কি আমি চিনি—জানি।

ক্যাণ্ডিড বললে, ঐ যে যারা গণ্ডোলার মাঝি ওদের দিকে চেয়ে দেখুন! ওরা কি কখনো গান থামায়?

মার্টিন বললেন, স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়ে তো দেখেননি। ভেনিসের ডজ্ (রাষ্ট্রের প্রধান)-এর যেমন নানা ঝামেলা, নানা উদ্বেগ—ওদেরও তেমনি। তবে এ কথা আমি স্বীকার করব, মোটামুটি দেখতে গেলে ডজ্-এর চেয়ে ওদের ভাগ্য ভাল। কিন্তু তফাৎটা এত কম যে, এ নিয়ে খতিয়ে দেখা পোষায় না।

ক্যাণ্ডিড বললে, লোকের মুখে শুনি, ঐ যে ব্রেন্তা খালের ধারে সুন্দর প্রাসাদে সিনেট সভার সদস্য থাকেন—তিনি নাকি বিদেশীদের বড় আদর-আপ্যায়ন করেন। ওরা বলে—তাঁর নাকি কোনো উদ্বেগ নেই।

মার্টিন বললেন, অমন দুর্লভ নমুনাটিকে আমি দেখতে চাই।

ক্যাণ্ডিড অমনি পরদিন কাউন্ট-দর্শনের অনুমতি চেয়ে পাঠাল।

পঁচিশ

ক্যাণ্ডিড আর মার্টিন এক গণ্ডোলা ভাড়া করে ব্রেন্তা খালের ভিতর দিয়ে সিনেটের সদস্যটির প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলেন। এই অভিজাত পোকোকুরান্তের প্রাসাদ। সুন্দর বাগান, মর্মর প্রস্তরের স্তম্ভে সুশোভিত। প্রাসাদটি তো স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। বাড়ির যিনি প্রভু, তাঁর বয়েস ষাট। অগাধ তাঁর ঐশ্বর্য। তিনি ভদ্রভাবেই দুই পরিব্রাজককে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনায় বড় বেশি হৃদ্যতা নেই। ক্যাণ্ডিড ক্ষুন্নই হ'ল। কিন্তু মার্টিন মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। সম্ভাষণ-প্রতি-সম্ভাষণের পর, দুটি সুবেশা সুন্দরী তাদের পেয়ালায় সফেন চকোলেট পরিবেশন করে গেল। ক্যাণ্ডিড তাদের সৌন্দর্য, তাদের আদব-কায়দা দেখে বিস্ময়সূচক উক্তি না করে পারলে না।

কাউণ্ট পোকোকুরান্তে জানালেন, ওরা কাজের মানুষ। মাঝে মাঝে ওদের আমি শয্যায় নিয়ে যাই। শহরের অভিজাত মহিলাদের ছেনালপনায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। ওদের ঈর্ষা, বিবাদ, ভাবলক্ষণ, অসাড়তা আর গর্বে আমি ক্লান্ত। ওদের জন্য চতুর্দশ পদী কবিতা লেখার ফরমায়েস দিয়ে দিয়েও হদ্দ হয়ে গেলাম। কিন্তু এই দুটি মেয়েকে নিয়ে কখনো হাঁপিয়ে উঠিনি।

জলযোগের পর চিত্রশালায় এল ক্যাণ্ডিড। চিত্রগুলির

সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রথম দুখানা চিত্র কার আঁকা সে জিজ্ঞেস করলে। সিনেট সদস্য বললেন, রাফায়েলের আঁকা দুখানি ছবি। কয়েক বছর আগে আমি গর্ব করেই চড়া দাম দিয়ে ছবি দুখানি কিনি। ইতালীর এই দুখানিই নাকি সৌন্দর্যে সেরা ছবি—কিন্তু আমি তো মোটে আনন্দ পাইনে। বরং কেমন মিউনো, মানুষগুলোও তেমন সুডৌল করে আঁকা নয়—দেখে মানুষ বলে মনে হয় না। তাছাড়া পোষাক-আষাকেও সত্যিকার কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। এক কথায়, অন্যে যা-ই বলুক, আমি তো ওর ভিতরে প্রকৃতির সত্যকার অনুকৃতি আবিষ্কার করতে পারিনি। যখন আমার মনে হয়, মূর্তিমতী প্রকৃতিকে দেখছি—তখনি ছবি আমার ভাল লাগে। সেরকম ছবিই দুর্লভ। আমার বহু ছবি আছে, কিন্তু সেগুলো আর দেখতে ইচ্ছে হয় না।

ভোজের পূর্বে কাউণ্ট ঐক্যতান বাদনের ফরমায়েস দিলেন। ক্যাণ্ডিডের কাছে চমৎকার মনে হ'ল বাজনা।

পোকোকুরান্তে বললেন, ঐ যে গোলমাল—ও তো আধঘণ্টাখানেক আনন্দ দিতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী হলে মানুষের বিরক্তি ধরে যায়—কিন্তু সে-কথা স্বীকার করবার কারো সাহস নেই। আজকের দিনের সঙ্গীতে শুধু শক্ত স্বরগুলো বাজাবারই কারদানি দেখা যায়। কিন্তু যা শক্ত, তাতে তো মানুষ দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ পায় না।

অপেরা যদি ভয়ংকর হয়ে না উঠত, তাহলে পছন্দই

করতাম—কিন্তু এখন তো ভারী বিরক্তই লাগে। মানুষ যদি বাজে বিয়োগান্ত নাটক দেখতে যায়, আমার তাতে কিছু আসে যায় না। নাটকে দু' একখানা দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে অসঙ্গত পরিস্থিতিতে অভিনেত্রীদের কণ্ঠের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য দু-তিনখানা হাস্যকর গান আমদানী হয়। একটা খোজাকে সিজার বা ক্যাটোর ভূমিকা তোতা পাখীর মত আওড়াতে আর তিড়িং-বিড়িং করে মঞ্চে লাফিয়ে বেড়াতে দেখে কারো যদি আনন্দ হয়, তো হোক না। আমার কথা বলি, অমন বাজে আনন্দ উপভোগ বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি। বর্তমান ইতালীর শ্রেষ্ঠ গৌরব নাটক যদি রাজাদের খেলনা হয় হোক না, তাতেই বা আমার কি আসে যায়!

ক্যাণ্ডিড সামান্য তর্ক করলে, কিন্তু সেও বুদ্ধিমানের মত। মার্টিন সিনেট সদস্যের সঙ্গে একেবারে এক মত।

ওঁরা এসে এবার খানার টেবিলে বসলেন, চমৎকার খানাপিনা হ'ল। এবার লাইব্রেরী ঘরে। ক্যাণ্ডিড একখানা চমৎকার বাঁধানো হোমারের কাব্য দেখে গৃহস্বামীর রুচির তারিফ করলে। বললে, আমাদের জার্মানী-বিখ্যাত দার্শনিক পরম পণ্ডিত প্যানগ্লস এই বইখানি পড়ে কত আনন্দ পেতেন।

পোকোকুরান্তে নীরস স্বরে জানালেন, অথচ বইখানি পড়ে আমি কোনো আনন্দই পাই না। আমি যে হোমার-পাঠে আনন্দ পাই এ কথা এক সময়ে আমাকে বলে বলে বিশ্বাস করিয়েছিল; কিন্তু সেই অবিরাম সংঘাত, সেই দেবতাদের নিষ্ফল ব্যস্ততা—সেই হেলেন—যিনি সংগ্রামের কারণ হয়েও কাহিনীতে

সামান্য ভূমিকাই গ্রহণ করলেন—সেই ট্রয় নগরী, অবিরাম যার অবরোধ চলল, অথচ দখল কারার নাম নেই—এতে আমি বিরক্তই হয়েছি—ক্ষেপে উঠেছি। আমি পণ্ডিতদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছি, আমার মতোই বইখানা তাদের একঘেয়ে লেগেছে কিনা। যাদের সততা আছে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, বইখানা তাঁদের হাত থেকে খসে পড়েছে; কিন্তু তবু গ্রন্থাগারে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। এ যেন বিগত দিনের স্মৃতি-চিহ্ন, নয়তো মরচে-ধরা মুদ্রা—যার চলন আর বর্তমানে নেই।

ক্যাণ্ডিড বললে, আশা করি মহামান্য সদস্য ভার্জিল সম্বন্ধে এমন মত পোষণ করেন না!

পোকোকুরান্তে বললেন, আমি একথা বলব, ইনিয়াডের (ভার্জিলের মহাকাব্য) দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সর্গ চমৎকার, কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রাণ ইনিয়াস আর বীর ক্লোনথাস ও চির অনুগত আকেৎ এবং ক্ষুদ্র এসকানিয়াস আর অক্ষম রাজা লাতিনাস, ইতর আসাতা আর নিষ্প্রাণ লাভিনিয়ার মতো এমন অসাড় আর অসন্তোষ উদ্রেককারী চরিত্র বোধ হয় কোথাও আর নেই। আমি এর চেয়ে তাস্‌সো (ইতালীর কবি) ও য়্যারিস্ততলের বাদানুবাদভরা প্রলাপও পছন্দ করি।

ক্যাণ্ডিড বললে, মহাশয়, আমার যদি ভুল না হয়, আপনি হোরেসের কাব্য পড়ে আনন্দ পান বলেই মনে হয়।

পোকোকুরান্তে বললেন, কতগুলি বাণী আছে, যাতে সংসারী মানুষ লাভবান হয়। সরল পদ্যে সেগুলি ব্যক্ত হয়েছে। আর

সহজে মনেও রাখা যায়। কিন্তু ব্রান্দিসিয়াম দর্শন আর এক বাজে ভোজের বর্ণনা আর বিলিংসগেটের সহাধ্যায়ী ছাত্রদের সঙ্গে বিবাদের বিবরণ দিয়ে আমার কি হবে। বিবাদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, একজনের বাক্য যেন পুঁজে ভরা, আর একজনের যেন টক সির্কা। বুড়ো আর ডাইনীদের বিরুদ্ধে যে সব স্থূল পদ্য আছে সেগুলিতে আমি বড়ই বিরক্ত হয়েছি। বন্ধু মাকেনাসকে যেখানে কবি একথা বলেছেন, শুধু যদি তাঁকে গীতিকবিদের মধ্যে ঠাঁই করে দেন, তাহলে তিনি তার মহিমায় আকাশের নক্ষত্র-মণ্ডলীকে স্পর্শ করবেন—এ কথার বলার তাৎপর্য কি বুঝতে পারি নি। মূর্খ যারা তারা অমর ক্লাসিককে প্রশংসা করে। আমি শুধু উপভোগের জন্যই পড়ি—যা আমার রুচি-মাফিক, তাই-ই আমার কাছে আনন্দের বস্তু।

ক্যাণ্ডিড শুনে বিস্মিত হ'ল। সে কখনো নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রকাশ করে নি। সে শিক্ষাও তার হয় নি। মার্টিনের কাছে কিন্তু পোকোকুরান্তের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হ'ল। ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, এই যে একখানা কিকেরোর (রোমান বাগ্মী) বইও দেখছি। অমন একজন বিরাট লোকের রচনা পড়ে নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে ওঠেন না ?

ভেনিসবাসী বললেন, আমি আদৌ পড়ি না। রাবিরিয়াস না ক্লুয়েনতিয়াস—কার জন্যে তিনি ওকালতি করলেন—তা দিয়ে আমার কি কাজ ? আমার নিজেরই যথেষ্ট মামলা আছে, সেগুলি আদালতে লড়েও দেখতে হবে। তবু ওঁর দার্শনিক

রচনাগুলো ভাল লাগত, কিন্তু যখন দেখলাম, সব বিষয়েই ওঁর সন্দেহ, তখন মন স্থির করে ফেললাম, ওঁর মতোই আমার জ্ঞান। মূর্খই যদি থাকব তো কারো সাহায্যের দরকার আমার হবে না।

মার্টিন বললেন, বিজ্ঞান আকাদেমির সম্বাৎসরিক বিবরণীর আশীখানা খণ্ড দেখছি। এতগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক কিছু মিলবে।

পোকোকুরান্তে বললেন, যদি এই আবোল-তাবোল রচনার লেখকেরা আলপিন তৈরির কৌশলও উদ্ভাবন করতে পারতেন, তাহলে হয়তো কিছু মিলতো। কিন্তু এই সংকলনে শুধু নিষ্ফল দার্শনিক কচকচি পাবেন, কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ এখানে মিলবে না।

ক্যাণ্ডিড বললে, আহা, চমৎকার নাটকের সংগ্রহ! এই যে ইতালী, স্পেন, ফরাসী....সিনেট-সদস্য বললেন, হাঁ, অমনি তিন-তিনটি হাজার নাটক আছে, তার মধ্যে তিনটি ডজনও ভাল নয়। ...আর এই যে সুভাষিতবলী দেখছেন, সেনেকার এক পাতার মূল্য এদের নেই—আর ঐ যে ধর্মশাস্ত্রের মোটা মোটা কেতাব—আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন, ওগুলো আমি বা আর কেউ কখনো খুলেও দেখেনি।

মার্টিন এক তাক-ভরতি ইংরেজী বই দেখতে পেলেন।

তিনি মন্তব্য করলেন, যিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, নিশ্চয়ই এর অধিকাংশ বইই তাঁর মন টানবে। কারণ, এগুলি তো স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই রচিত।

পোকোকুরান্তে উত্তর দিলেন, হাঁ, যা ভাবা যায় তা লিখতে বড় ভালই লাগে। মানুষ হয়ে জন্মাবার এইটুকুই সুবিধা। ইতালীতে আমরা যা লিখি তা কখনো ভাবি না। সিজার আর আন্তোনাইনদের রাজ্যে বাস করে ধর্মাধিকারের আদেশ না পেলে কোন মতামত পোষণ করতে কেউ সাহস করে না। এই যে বিখ্যাত ইংরেজ লেখকগণ, এদের স্বাধীন চেতনার অনুপ্রেরণায় আমি খুসিই হতাম, কিন্তু যখন দেখি প্রচণ্ড দলাদলিতে যা কিছু মূল্যবান এঁরা সব বিষাক্ত করে দিয়েছেন। তখন আর তো খুসী হওয়া চলে না।

ক্যাণ্ডিড একখানা মিল্টনের কাব্য দেখতে পেলে। সে জিজ্ঞেস করে বসল, সদস্য কি এই লেখককে বিরাটত্ব আরোপ করবেন?

পোকোকুরান্তে বললেন—কে মিল্টন? সেই আদিম বর্বর যে এক কটমট পদ্যে জেনেসিসের দশ সর্গের এক একঘেয়ে ভাষ্য রচনা করেছে? গ্রীকদের পঙ্গু অনুকরণকারী—যে সৃষ্টিকে করেছে বিকৃত। সেই অনাদি অনন্ত, যিনি এক কথায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মুশার মত চিত্রিত না করে, ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষকে দিয়ে স্বর্গের এক আলমারি থেকে একখানা কম্পাস বার করে নিয়েছে, আর সেই কম্পাস নিয়ে খসড়া করছে। যে তাস্‌সোর স্বর্গ আর নরক সম্বন্ধে ভাবধারাকে বিনষ্ট করে দিয়েছে—যে লুসিফার (শয়তান) কে প্রথমে এক বিষাক্ত সরীসৃপ তার পরে এক বামনে পরিণত করেছে, আর তার মুখে একই কথা সাতবার আউড়িয়েছে—ধর্মশাস্ত্রের কচকচি করিয়েছে—তাকে কি আমাকে তারিফ্ করতে বলেন?

ক্যাণ্ডিড এই মন্তব্য শুনে মনে ব্যথা পেল। সে হোমারের ভক্ত, মিল্টনে অনুরক্ত।

মার্টিনকে সে ফিসফিসিয়ে বললে, আমার তো ভয় হয়, আমাদের জার্মান কবিদের উপরও এঁর অসীম ঘৃণা।

তাতে ক্ষতি কি ? মার্টিন উত্তর দিলেন।

ক্যাণ্ডিড অস্ফুট স্বরে বললে, কি অসাধারণ মানুষ ! কি প্রতিভাধর এই পোকোকুরান্তে ! এঁকে কোন কিছুই আনন্দ দান করতে পারে না।

সমস্ত পুথিগুলির উপর চোখ বুলিয়ে ওঁরা এবার নেমে এলেন বাগিচায়। ক্যাণ্ডিড বাগিচার সৌন্দর্যে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

মালিক বললেন, এমন বিকৃত রুচির পরিচায়ক আর কিছু দেখিনি। এ তো অতি তুচ্ছ গর্বেরই প্রতীক। কিন্তু আগামী-কাল আমি নূতন এক উন্নত প্রণালীতে বাগিচা তৈরী করব বলে মনস্থ করেছি।

মহামান্য সিনেট-সদস্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাণ্ডিড মার্টিনকে বললে, এখন তো আপনি স্বীকার করবেন, ইনি সবচেয়ে সুখী মানুষ। কারণ ইনি এঁর সমস্ত ঐশ্বর্যের উর্ধে অবস্থান করেন।

মার্টিন বললেন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, উনি ঐশ্বর্যের প্রতি বীতরাগ ? প্লেটো একদা বলেছিলেন, যে পাকস্থলী সর্ববিধ খাদ্যকেই বাতিল করে দেয়, সে সেরা নয়।

ক্যাণ্ডিড বললে, কিন্তু সবকিছু সমালোচনা এবং অন্যে যেখানে সৌন্দর্য দেখে, সেখানে ত্রুটি আবিষ্কার করায় কি আনন্দ নেই ?

মার্টিন জবাব দিলেন, তাহলে বলুন—আনন্দ না-পাওয়াই একরকমের আনন্দ।

ক্যাণ্ডিড বললে, যাক গে ওসব কথা। কুমারী কুনেগোণ্ডের আবার দর্শন পেলে আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না।

আশায় ক্ষতি কি, মার্টিন মন্তব্য করলেন।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে গেল, কিন্তু কাকাম্বো ফিরল না। ক্যাণ্ডিড ম্রিয়মাণ। তার মনেও হ'ল না যে, পাকেৎ ও ভাই-জিরোফ্লি তাকে ধন্যবাদ দিতে ফিরে এল না।

ছাব্বিশ

এক সন্ধ্যায় ক্যাণ্ডিড আর মার্টিন কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিলেন। এঁরাও সরাইখানায় এসে ঠাই নিয়েছেন। এমন সময় কালো ঝুলের মতো মুখ একজন মানুষ এসে ক্যাণ্ডিডের হাত ধরে বললে, আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরী হন, দেরী করবেন না।

ক্যাণ্ডিড ফিরে তাকিয়ে কাকাম্বোকে চিনতে পারলে। কুনেগোণ্ড-দর্শনে সে এর চেয়ে বেশি বিস্মিত ও আনন্দিত হোত। আনন্দে তার মন নেচে উঠছে, সে পুরানো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল,

নিশ্চয়ই কুমারী কুনেগোণ্ডও এখানেই আছেন! তিনি কোথায়? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল—আমার আর তাঁর যেন আনন্দেই সহমরণ হয়।

কাকাম্বো জানালে, কুমারী এখানে নেই। তিনি এখন কনস্তান্তিনোপলে।

কনস্তান্তিনোপলে? হা ভগবান! যাহোক, তিনি যদি চীনেও থাকেন, আমি তাঁর কাছে উড়ে যাব, ছুটে যাব। চল, যাই!

কাকাম্বো উত্তর দিলে, রাতের ভোজনপর্বের পরে আমরা রওনা হব। আর কিছু আমি বলতে পারি না। আমি ক্রীতদাস,

আমার প্রভু আমার প্রতীক্ষায় আছেন। গিয়ে ভোজে পরিবেশন করতে হবে। কথাটি কইবেন না। নিজের ভোজনপর্ব সমাধা করে তৈরী হয়ে নিন।

ক্যাণ্ডিড আনন্দ আর দুঃখের দোলায় অধীর। তার বিশ্বস্ত দূতকে দেখতে পেয়ে সে আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু তাকে ক্রীতদাস রূপে দেখে সে আবার বিস্ময়ে আকুল। আবার প্রেমিকাকে পাবে এই আশায় স্পন্দিত বক্ষে আর অধীর মনে সে আসন গ্রহণ করলে। মার্টিনও তার সঙ্গে এসে বসলেন। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়েই দৃশ্যটি তিনি দেখছিলেন। এমনি নিরাসক্ত দর্শক ভেনিসে কার্ণিভালে আগত ছ'টি বিদেশী।

কাকাম্বো এক বিদেশীর সেবায় নিযুক্ত। ভোজপর্ব সাঙ্গ হলে সে তার প্রভুর কাছে এসে কানে কানে বললে,

হুজুর, আপনার যখন ইচ্ছে রওনা হতে পারেন। গণ্ডোলা তৈরী। এই কথা বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বিদেশীরা বিস্মিত। তাঁরা কথা না বলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছেন। এমন সময় আর এক ভৃত্য এসে তার মনিবকে বললে,

হুজুরের গাড়ি পাদুয়ায় আছে। নৌকা তৈরী।

মনিবটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। ভৃত্য চলে গেল। অবশিষ্ট অতিথিরা আবার দৃষ্টি-বিনিময় করলেন, আবার বিস্ময়ের ঘোর আরো ঘন হ'ল। এমন সময় তৃতীয় পরিচারক এসে তৃতীয় বিদেশীকে বললে,

মহামান্য রাজন, যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তাহলে আর এখানে তিলমাত্র দেরি করবেন না ; আমি যাই, আপনার যাত্রার উদ্যোগ করি গে।

এই বলে সে সোজা চলে গেল।

ক্যাণ্ডিড আর মার্টিনের নিঃসন্দেহে মনে হ'ল, এরা কার্নিভালে মুখোস-নাট্যের কুশীলব মাত্র। চতুর্থ দাস এসে চতুর্থ মনিবকে বললে,

হুজুর, আপনার যখন মরজি রওনা হতে পারেন, সেও আর সবার মতোই চলে গেল।

পঞ্চম দাসও পঞ্চম প্রভুকে এমনি ধারা বললে। কিন্তু ষষ্ঠ দাস এসে ষষ্ঠ বিদেশীটিকে সম্পূর্ণ আলাদা কথাই বললে। ষষ্ঠ বিদেশীটি ক্যাণ্ডিডের কাছেই ছিলেন। দাস বললে,

হুজুর বিশ্বাস করুন, আপনি আর আমি আর কোথাও ধার পাব না। তাই রাতে তুজনকেই কয়েদখানায় যেতে হবে। নিজের ব্যাপার সামলাবার জন্য চললাম। বিদায় হুজুর।

পরিচারকদল অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্যাণ্ডিড, মার্টিন আর ছ'জন বিদেশী একেবারে তূষ্ণীভূত হয়ে রইলেন। অবশেষে ক্যাণ্ডিড নীরবতা ভঙ্গ করলে।

বললে, ভদ্রমহোদয়গণ, এ এক অস্বাভাবিক তামাসা। আপনারা সকলে কি করে রাজা হলেন বলুন ? আমার দিক থেকে এইটুকু নিশ্চিন্ত করতে পারি, আমি বা মার্টিন কেউই রাজাগিরি কখনো করি নি।

কাকাম্বোর মনিব গম্ভীর স্বরে ইতালায় ভাষায় বললেন,

আমি তামাসা করি নি। আমার নাম তৃতীয় আকমেৎ। কয়েক বৎসর আগে আমি ছিলাম মহামহিম সুলতান। আমার ভ্রাতাকে আমি তখ্‌তচ্যুত করি, আমার ভাগীনেয় আবার আমাকে করেন। আমার উজীরদের টুটি কাটেন। এখন সাবেক হারেমে আমার দিন গুজরাচ্ছি। আমার ভাগীনেয় মহামহিম সুলতান মাহমুদ আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমাকে সফরের হুকুমনামা মঞ্জুর করেছেন, ভেনিসের এই কার্নিভালে তাই আমার আগমন।

আকমেতের পাশে বসেছিলেন এক যুবক। তিনি বললেন,

ইভান আমার নাম। একদা সমগ্র রাশিয়ার সম্রাট ছিলাম। কিন্তু যখন দোলনায় দোলা শিশু, তখনই সিংহাসনচ্যুত হই। আমার পিতামাতা বন্দী হলেন। বন্দী দশায় পালিত হতে লাগলাম। কখনো কখনো রক্ষীসহ ভ্রমণের ছাড়-পত্র মেলে। তাই ভেনিসের কার্ণিভালে এসেছি।

তৃতীয়জন বললেন,

আমি ইংলণ্ডরাজ চার্লস এডওয়ার্ড। পিতা আমাকে সার্বভৌম রাজপদ ওয়ারিশান-সূত্রে দিয়ে গেলেন, আমি তা বজায় রাখবার জন্য যুদ্ধ করেছি। আমার আটশত অনুচরের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা হয়েছে, আর সেই হৃৎপিণ্ড দিয়ে তারা প্রহৃত হয়েছে। আমি নিজেও ছিলাম বন্দী। এখন রোমে'চলেছি আমার পিতার সঙ্গে দেখা করতে। তিনিও আমার পিতামহ

আর আমার মত সিংহাসনচ্যুত রাজা। আমিও ভেনিসেরই কার্ণিভালে এসেছি।

চতুর্থ বিদেশীও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলেন,

আমি পোল্যাণ্ডরাজ। আমার উত্তরাধিকার থেকে আমি যুদ্ধ দ্বারা বঞ্চিত, আমার পিতারও আমারই মত দশা। সুলতান আকমেৎ, সম্রাট ইভান আর রাজা চার্লস এডওয়ার্ডকে ঈশ্বর রক্ষা করুন—তাঁদের মতোই আমার ভগবান ভরসা। আমিও ভেনিসের কার্ণিভালে এসেছি।

পঞ্চম বললেন,

আমিও পোল্যাণ্ডেরই এক রাজা। দু-দুবার রাজ্য হারিয়েছি। কিন্তু বিধাতা আমাকে আর এক রাজ্য প্রদান করেন। সেখানে আমি প্রজাবর্গের যে হিতসাধন করেছি, ভিশ্চুলার পারে কোন সামারিটান (সামারিয়ায় ঔপনিবেশিক অসুর জাতি। সামারিয়া এক সময় য়িহুদী রাজ্যের রাজধানী ছিল) রাজাই পারেন নি। আমিও বিধাতার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে বসে আছি। কার্ণিভাল-সূত্রে আমারও ভেনিসে আগমন।

ষষ্ঠ নৃপতির পালা এবার।

তিনি বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মতো অতোখানি আভিজাত্যের দাবী আমার নেই। তবু আমিও আর সকলের মতই একদিন রাজা ছিলাম। আমি থিয়োডোর, কর্সিকার নির্বাচিত রাজা। আমাকেও 'মহামান্য রাজন' বলে ডাকা

ডাকা হোত, কিন্তু এখন তো 'মহাশয়' বলেও কেউ ডাকে না। আমার নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা ছিল, কিন্তু আজ একটি পয়সাও সম্বল নেই। তুজন স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন আমার, এখন তো একটি ভৃত্যও নেই। একদা আমি সিংহাসনে বসেছিলাম, আর তার পরে তৃণশয্যায় লণ্ডনের এক কয়েদখানায় আমার কত তুঃখের দিন কেটে গেল। ভয় হয়, এখানেও হয়তো সেই দশাই হবে। আমিও আপনাদের মতোই ভেনিসে কার্ণিভালে যোগদান করতে এসেছি।

অন্য পাঁচজন রাজা করুণায় বিগলিত হয়ে শুনলেন তাঁর কাহিনী। রাজা থিয়োডোরকে পোষাক কিনতে বিশটি ক'রে মোহর দিলেন। ক্যাণ্ডিড একখানা তু'হাজার মোহরের হীরে উপহার দিলে।

পাঁচজন রাজাই বলে উঠলেন, কে এই লোক, সাধারণ মানুষ হয়েও যে আমাদের চেয়ে শতগুণে বেশি দান করবার সঙ্গতি রাখে আর সত্য সত্যই দানও করে?

ওঁরা টেবিল থেকে উঠে পড়লেন, এমন সময় সেই সরাই-খানায় আরো চারজন মহামান্য নরপতি এসে হাজির হলেন। এঁরাও যুদ্ধের দৌলতে রাজ্যচ্যুত—ভেনিসের কার্ণিভালের শেষ দিকে এসে পৌঁছেছেন। ক্যাণ্ডিড এই আগন্তুকদের দিকে তাকিয়েও দেখলে না। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তখন কনস্তান্তিনোপলে তাঁর প্রিয়তমা কুনেগোণ্ডের অনুসন্ধান।

সাতাশ

বিশ্বাসী অনুচর কাকাম্বোকে তারিফ করতেই হয়। সুলতান আকমেৎকে যে তুর্ক জাহাজের কর্ণধারটি কনস্তান্তিনোপলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, সে-ই ক্যাণ্ডিড আর মার্টিনকে জাহাজে স্থান দিতে রাজী হ'ল। বেচারী রাজাদের অভিবাদন জানিয়ে মার্টিন ও ক্যাণ্ডিড জাহাজে উঠে পড়ল। জাহাজঘাটায় যেতে যেতে ক্যাণ্ডিড মার্টিনকে বললে,

ভাবুন তো একবার, ছ'জন সিংহাসনচ্যুত রাজার সঙ্গে নৈশ-ভোজ খেলাম, তার উপরে আবার ছ'জনের একজনকে দয়া-দাক্ষিণ্যও দেখালাম। হয়তো এর চেয়েও হতভাগ্য রাজা আরো আছেন। আমি তো মাত্র একশত মেষ হারিয়েছি, এখন তো তাড়াতাড়ি চলেছি আমার কুনেগোণ্ড সন্দর্শনে। বন্ধু মার্টিন, আবার ভেবে দেখলাম, গুরু প্যানগ্লস যথার্থই বলেছিলেন—দুনিয়ায় সকলই মঙ্গল বিধানের জন্য সৃষ্টি।

মার্টিন বললেন, আমারও এই আশা।

ক্যাণ্ডিড বললে, এমন আজব অভিযান আর কার হয়েছে? ছ'জন গদিচ্যুত রাজা এক সরাইখানায় একসঙ্গে আহার করছেন—এ যে অদৃশ্যপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব ঘটনা।

মার্টিন বললেন, আমাদের জীবনে যত ঘটনা ঘটল, তার চেয়ে নিশ্চয়ই আজব নয়। রাজারা তখত্‌চ্যুত হবে এ তো সাধারণ

ব্যাপার। আর তাঁদের সঙ্গে বসে একত্রে পান-ভোজন তো অতি তুচ্ছ ঘটনা। আমাদের দৃষ্টি দেবার মত ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়।

ক্যাণ্ডিড জাহাজে চড়েই বন্ধু কাকাম্বোকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে,

বল তো, কেমন আছেন কুমারী? এখনো কি তিনি লোকললামভূতা সুন্দরী? এখনো কি আমার প্রতি তিনি প্রেমময়ী? কেমন আছেন? তুমি কি তাঁকে কনস্তান্তিনোপলে একটি প্রাসাদ কিনে দাও নি?

কাকাম্বো উত্তর দিলে, প্রভু, কুমারী এখন মারমোরা সাগর তীরে এক রাজার পাত্র মার্জনায় নিযুক্তা। রাজার তেমন বাসন-কোসনও নেই। তিনি রাগোৎস্কী নামে এক বৃদ্ধ রাজকুমারের ক্রীতদাসী। তাঁকে মহামান্য সুলতান বাস্তুহারা হিসাবে দৈনিক সাত শিলিং ছ'পেন্স ভাতা বরাদ্দ করে দিয়েছেন। আর তার চেয়েও দুঃখের কথা, তিনি এখন সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছেন। এখন তিনি অতি কুশ্রী।

ক্যাণ্ডিড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, বেশ, বেশ! সুন্দরী কি কুশ্রী—তিনি যাই হোন, আমি সৎস্বভাব—আমার কর্তব্য তাঁকে সর্বসময়ে ভালবাসা। কিন্তু শুধাই—তোমার কাছে লাখে লাখে টাকা থাকতে তাঁর এ দশা হ'ল কেন?

কাকাম্বো অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

বললে, আমি ডন ফার্ণাণ্ডো ঈ ইবেরারা ঈ কিগুয়েরা ঈ মাসকারানেস ঈ ল্যামপুরোদস ঈ সুজা—সেই বুয়োনোস্

আয়ার্সের লাটবাহাদুরকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিইনি কুমারীকে নিয়ে যাবার অনুমতির জন্য? একজন সাহসী বোম্বেটে কি বাকি টাকা ছিনিয়ে নেয়নি? আমাদের নিয়ে কি বোম্বেটেটা মাতাপাস, মেলোস, নিকারিয়া, সামোস, পাত্রাস, দার্দানালিস, মারমোরা আর স্কুটারি অবধি দৌড় করায় নি? কুনেগোণ্ড আর বৃদ্ধা এখন সেই বৃদ্ধ রাজকুমারের পরিচারিকা, আর আমি এই সিংহাসনচ্যুত সুলতানের ক্রীতদাস।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, হায়—একি দুর্দৈব! এ দুর্দৈব যে একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল। যাহোক, এখনো আমার ক'খানি হীরা অবশিষ্ট আছে। আমি কুমারীকে মুক্ত করে আনব। হায়! বড়ই দুঃখ যে তিনি আজ পরমা কুশ্রী হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তাহলেও মুক্তিপণ আমি দেব।

মার্টিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলতে লাগল,

বলুন বন্ধু—কার অভিযোগ বেশী—সুলতান আকমেৎ-এর না সম্রাট ইভানের, না রাজা চার্লস এডওয়ার্ডের—না আমার?

মার্টিন জবাব দিলেন, জানি না। এ বিষয়ে জানতে হলে তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করে দেখতে হবে আপনাদের হৃদয়।

ক্যাণ্ডিড বললে, হায় প্যানগ্লস যদি থাকতেন, তিনি জানতেন, আর আমাদেরও জানিয়ে দিতে পারতেন।

মার্টিন বললেন, জানি না, প্যানগ্লস কোন বাটখারায় মানুষের দুর্ভাগ্যের ওজন করতেন আর পরিমাপ করে ফেলতেন দুঃখের। আমি শুধু এইটুকু অনুমান করতে পারি, দুনিয়ায় এমন লাখে-লাখে

মানুষ আছে—এই রাজা চার্লস, সম্রাট ইভান আর সুলতান আকমেতের চেয়ে যাদের নালিশের কারণ ঢের বেশি।

তা হবে, ক্যাণ্ডিড বলে উঠল।

কয়েকদিন পরে ওরা এসে বস্ফোরাস প্রণালীর তীরবর্তী শহর কনস্তান্তিনোপলে পৌছল। ক্যাণ্ডিড প্রথমেই চড়া দামে কাকাম্বোর স্বাধীনতা ক্রয় করলে; তারপরে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে মারমোরা সাগরের তীর অভিমুখে রওনা হ'ল সাথীদের নিয়ে জাহাজ যোগে। কুমারী যতই কুশ্রী হন তাঁর সন্ধানই তাঁর লক্ষ্য।

গ্যালি-দাসদের (সেকালে সারি দিয়ে ক্রীতদাসদের শেকলে বেঁধে তাদের দিয়ে জাহাজ চালান হোত) মধ্যে দুজন একেবারে আনাড়ির মত দাঁড় বাইছিল। লেভান্তবাসী ক্যাপ্টেনটি তাদের উপর ক্ষণে ক্ষণে মারছিল চাবুক। তাই ক্যাণ্ডিডের তাদের দিকেই বেশি করে নজর পড়ল। করুণায় ভরে উঠল মন, সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। মুখ তাদের ক্ষত-বিক্ষত, তবু তাদের চেহারার কিছুটা আদল পেয়ে তার প্যানগ্লস আর আর কুনোগোণ্ডের হতভাগ্য ভ্রাতা সেই মহামান্য জেস্যুট পাদ্রীর কথা মনে হল। এই সামান্য মিল তাকে বিভ্রান্ত, অস্থির করে তুলল। সে আরো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

কাকাম্বোকে বললে, গুরু প্যানগ্লস ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছেন তা যদি স্বচক্ষে না দেখতাম, ব্যারণকে যদি নিজের হাতে হত্যা করবার দুর্ভাগ্য না হোত—তাহলে ঐ যে দুজন গ্যালিবদ্ধ হয়ে দাঁড় বাইছে, ওদের দেখে তাঁদের কথাই মনে পড়ত।

প্যানগ্লস আর ব্যারণের নামে উচ্চারিত হতে শুনে গ্যালি-দাস দুজন বিরাট চীৎকার করে উঠল। তারা থেমে গেছে, দাঁড় খসে পড়ে গেছে। লেভান্তবাসী ক্যাপ্টেন অমনি ছুটে এসে আরো জোরে চাবুক মারতে লাগল।

ক্যাণ্ডিড চেঁচিয়ে উঠল, মহাশয়, থামুন থামুন! আপনি যত টাকা চান দেব।

হা ঈশ্বর—এ যে ক্যাণ্ডিড! একজন গ্যালি-দাস বলে উঠল। হা ঈশ্বর! এযে সত্যই ক্যাণ্ডিড! অপরের মুখেও একই কথা।

ক্যাণ্ডিড বলে উঠল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না জেগে আছি? আমি কি এই জাহাজে আছি? এই কি সেই ব্যারণ —যাকে আমি হত্যা করেছিলাম? এই কি সেই গুরু প্যানগ্লস —যাকে ফাঁসিতে লটকাতে দেখেছি!

হাঁ সেই—অবিকল সে-ই, দুজনেই জবাব দিলেন।

কি! আপনিই সেই বিখ্যাত দার্শনিক! মার্টিন বলে উঠলেন।

ক্যাণ্ডিড বললেন, ক্যাপটেন, আপনি এই সাম্রাজ্যের প্রধান ভূস্বামীদের অন্যতম থাণ্ডার টেন ট্রঙ্কের ব্যারণ আর জার্মাণীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত প্যানগ্লসের মুক্তি-মূল্য কত টাকা চান—বলুন?

লেভান্তবাসী ক্যাপটেন উত্তর দিলে, তুই খৃষ্টান কুত্তা, আর এই গ্যালিতে বাঁধা গোলাম দুটো নিশ্চয়ই ওদের মুলুকের হোমরা চোমরা ব্যারণ আর পণ্ডিতই হবে—তা যদি হয়— তাহলে আমাকে পঞ্চাশ হাজার আসরফি গুনে দিতে হবে।

মহাশয়, তাই-ই পাবেন। আমাকে বিদ্যুৎগতিতে কনস্তান্তি-নোপলে নিয়ে চলুন। আপনাকে সেখানেই পাওনা চুকিয়ে দেব। হায়, আমি যে বিস্মৃত হচ্ছি—আমাকে প্রথমে নিয়ে চলুন কুমারী কুনেগোণ্ডের কাছে। কিন্তু ক্যাণ্ডিডের পয়লা প্রস্তাব শুনেই কর্ণধার জাহাজখানা শহরমুখো ঘুরিয়ে দিলে। দাসদের দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব চালাতে লাগল, পাখীও বুঝি এত দ্রুত বায়ুসাগর সাঁতরে পাড়ি দিতে পারে না।

ক্যাণ্ডিড ব্যারণ আর প্যানগ্লসকে বার বার জড়িয়ে ধরল, ব্যারণ, বলুন—আপনাকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি কেন? সে শুধাল। বন্ধু প্যানগ্লস, আপনিই বা ফাঁসিকাঠে ঝুলে কি করে বেঁচে রইলেন? আর কেনই বা আজ আপনারা এই তুর্কিস্তানে গ্যালি-দাস হিসেবে জীবন কাটাচ্ছেন?

ব্যারণ বললেন, সত্যই কি আমার প্রিয়তমা ভগিনী এই দেশে আছেন? হাঁ, কাকাম্বো উত্তর দিলে।

প্যানগ্লস অধীর হয়ে বলে উঠলেন, আবার আমার প্রিয় শিষ্য ক্যাণ্ডিডকে দেখতে পেলাম!

ক্যাণ্ডিড, মার্টিন আর কাকাম্বোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। পরস্পরের আলিঙ্গনের পর শুরু হয়ে গেল আলাপ। জাহাজ দ্রুত চলেছে, শীঘ্রই তারা বন্দরে ফিরে এল। একজন ইহুদী পাওয়া গেল। তার কাছে লাখো আসরফি মূল্যের একখানা হীরে ক্যাণ্ডিড মাত্র পঞ্চাশ হাজারে বিক্রী করে ফেললে। ইহুদী আব্রাহামের নামে শপথ করে জানালে, এর বেশী দেওয়ার

তার সাধ্য নেই। ক্যাণ্ডিড তৎক্ষনাৎ ব্যারণ আর প্যানগ্লসের মুক্তিপণ দিয়ে দিলে। প্যানগ্লস মুক্তিদাতার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন, চোখের জলে তার পা দুখানা ভিজিয়ে দিলেন। মহামান্য ব্যারণ শুধু মাথা নেড়েই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। সুযোগ পেলেই টাকা ফিরিয়ে দেবেন এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

তিনি বললেন, কিন্তু আমাব ভগিনী তুর্কস্তানে আছে একথা কি সত্য? কাকাম্বো উত্তর দিলে, এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে! তিনি এখন ট্রানসিলভেনিয়ার রাজকুমারের বাসন মলাই করছেন।

আরো দুটি ইহুদীকে যোগাড় করে আনা হল। ক্যাণ্ডিড তাদের কাছে আরো হীরে বিক্রী করলে। তার পরে আর একখানা জাহাজে তাঁরা চললেন কুমারী কুনেগোণ্ডের উদ্ধার সাধনে।

আটাশ

ক্যাণ্ডিড ব্যারণকে বললে, আমি আবার আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আপনার দেহে তরবারী বিদ্ধ করে দিয়েছিলাম বলে ক্ষমা চাইছি।

ব্যারণ বললেন, আমরা আর ও কথা তুলব না। বরং আমিই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, স্বীকার করছি। তুমি জানতে চেয়েছ—কি করে আমাকে গ্যালি-দাসরূপে দেখলে—বলছি শোন। আমার এক ধর্মভ্রাতা ছিলেন বৈদ্য। তিনি আমাকে আরাম করে তুললেন। এবার আক্রান্ত হলাম একদল স্পেনবাসীর দ্বারা, তারা আমাকে বুয়োনোস আয়ার্সের কারাগারে বন্দী করে রাখলে। আর সেই সময়েই আমার ভগিনী সেখান থেকে রওনা হয়ে গেলো। মুক্ত হয়ে আমি ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তনের দাবী জানালাম। ফরাসী রাজদূতের পাদ্রী হিসেবে আমাকে কনস্তান্তিনোপলে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করা হ'ল। আটদিনও কাজ হয় নি, এমন সময় এক সুশ্রী তরুণের সঙ্গে দেখা। দিনটা ছিল বেজায় গরম। তরুণটি স্নান করতে গেল, আমিও স্নান করবার সুযোগ ছাড়লাম না। জানতাম না যে, তরুণ মুসলমানের সঙ্গে একযোগে এক খৃষ্টানের স্নান করায়' চরম অপরাধ হয়। এক কাজী আমার পায়ের তলায় একশো ঘা

কোড়া মেরে গ্যালি-দাস করে রাখবার হুকুম দিলেন। এর চেয়ে চরম অবিচার আর হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি জানতে চাই—আমার ভগিনী তুর্কস্তানের আশ্রিত ট্রানসিলভানিয়ার এক রাজার রসুইঘরে কেন আজ বাসন-কোসন মলাই করছেন!

ক্যাণ্ডিড বললে, প্রিয় প্যানগ্লস, আপনাকে যে আর দেখব এ আশা আমার ছিল না। প্যানগ্লস বললেন, আমাকে ফাঁসিতে লটকাতে তুমি দেখেছিলে। আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করাই উচিত ছিল। কিন্তু ভর্জিত হবার আদেশ হলেও তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল—একথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। সে এমন ঝড় যে ওরা আগুন জ্বালাতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। আর উপায় নেই দেখে ওরা আমাকে ফাঁসিকাঠেই ঝুলিয়ে দিলে। এক শল্যবিদ আমার লাসটা বাড়ি নিয়ে এসে কাটা-ফাড়া শুরু করলে। কণ্ঠার হাড় থেকে নাভী-কুণ্ডলী অবধি সে এক মারাত্মক অস্ত্রোপচার করলে। আমার মত এমন যা-তা ভাবে কাউকেই বোধ হয় ফাঁসি দেওয়া হয় নি।

ধর্মাধিকরণের প্রধান জহ্লাদ জীবন্ত দগ্ধ করার ব্যাপারে একেবারে প্রতিভাধর, কিন্তু ফাঁসি লটকানোর ব্যাপারে ঠিক তেমনি আনাড়ি। ভেজা দড়ি ঠিক মতো পিছলে যেতে পারল না। ফাঁসের গ্রন্থিও ছিল আলগা। তাই যখন নামিয়ে নিলে, তখনও আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে। এই মারাত্মক অস্ত্রোপচারে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম যে, শল্যবিদটি একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়লেন।

তাঁর মনে হ'ল, শয়তানের শবব্যবচ্ছেদ করতে বসেছেন। তাই ছুটে পালালেন। ভয়েই মরবার দাখিল হলেন। পালাতে গিয়ে দোসরাবার পড়ে গেলেন সিঁড়িতে। তাঁর স্ত্রী পাশের ঘর থেকে চীৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখলেন—হাত পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে আছি টেবিলে—আর সেই সাংঘাতিক অস্ত্রোপচারের ফল ভোগ করছি। স্বামীর চেয়েও তিনি বেশী ভয় পেলেন। তাই পালাতে গিয়ে তার দেহটার উপর হুমড়ী খেয়ে পড়লেন। দুজনেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। এবার শল্যবিদকে শল্যবিদ-ঘরণী বললেন, একটা বিধর্মীকে কাটা-ফাড়া করতে গেলে কেন গো? জাননা, সব সময়েই এদের উপরে শয়তান ভর করে থাকে। যাই পাদ্রী ডেকে আনি—তিনি শয়তান তাড়াবেন। প্রস্তাব শুনে শিউরিয়ে উঠলাম। আমার যথাশক্তি চেঁচিয়ে উঠলাম—দয়া কর গো, দয়া কর। অবশেষে পর্তুগীজ শল্যবিদ—তথা নাপিতটি সাহস করে আমার চামড়া সেলাই করে দিলেন। আর তাঁর স্ত্রী যা সেবা করলেন—তাতে পনেরো দিনের ভিতরে আমি আবার উঠতে পারলাম। নাপিতটি আমাকে মাল্টার এক রাজার পরিচারকের কাজ জুটিয়ে দিলেন। রাজা যাচ্ছিলেন ভেনিসে, কিন্তু আমার মাইনে দিতে অপারগ হওয়ায় এক ভেনিসীয় সওদাগরের কাজ নিলাম। তাঁর সঙ্গে এলাম কনস্তান্তিনোপলে।

একদিন সখ হ'ল মসজিদের ভিতরে ঢুকে দেখব। সেখানে তখন বুড়ো ইমাম ছাড়া কেউ নেই। আর ছিলেন এক ভক্তিমতী

সুন্দরী তরুণী। নামাজ পড়ছিলেন। গলার কাছে তাঁর পোষাক খোলা, আর তাঁর বুকের মাঝখানে টুলিপ, গোলাপ, জলফুল, আলেমন, আরিফুলাসের তোড়া গোঁজা। তিনি তোড়াটি ফেলে দিলেন, আমি ব্যস্ত হয়ে তুলে এনে সশ্রদ্ধভাবে আবার যথাস্থানে রাখলাম। কিন্তু তোড়াটি রাখতে গিয়ে বেশ দেরীই হয়ে গেল। ইমাম আমাকে খৃষ্টান দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কাজীর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, পায়ের তলায় একশো কোড়া আর গ্যালি-দাসত্বের হুকুম হ'ল। ব্যারণের সঙ্গে আমি তাই একই কাষ্ঠাসনে একই গ্যালিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হলাম। তুই গ্যালিতে মার্সাঈয়ের চারটি যুবক, পাঁচটি পাদ্রী আর করফুর তুটি সন্ন্যাসী আছেন—তাঁরাও তো বলছেন এই-ই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ব্যারণ তবু বলেন, আমার চেয়ে তিনি বেশী সয়েছেন। আর আমি বলি—সুলতানের অনুচরের সঙ্গে নগ্ন অবস্থায় পাওয়ার চেয়ে ফুলের তোড়া কোন স্ত্রীলোকের বুকে গুঁজে দেওয়ায় অপরাধ ঢের কম। তাই অবিরাম তর্ক চলে। আর তার ফল বিশ কোড়া রোজ বরাদ্দ। এমনি করেই চলছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাচক্রে—তুমি এই গ্যালিতে এসে হাজির হলে আর আমাদের মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করলে।

ক্যাণ্ডিড বললে, প্রিয় বন্ধু প্যানগ্লস, একটা কথা বলুন তো। যখন ফাঁসিকাঠে ঝুলেছেন—আপনার শবব্যবচ্ছেদ হয়েছে—নির্দয় প্রহার খেয়েছেন বা কাষ্ঠাসনে বদ্ধ হয়ে দাঁড়

বেয়েছেন—তখনও কি মনে হয়েছে, ত্বনিয়ায় সব কিছুই মঙ্গলময় ?

প্যানগ্লস উত্তর দিলেন, এখনও আমার সেই মৌলিক মতবাদেরই আমি পোষক। কারণ এখনো আমি দার্শনিক। আমার উল্‌টো কথা বলা চলে না—কেননা লাইবনিৎস তো ভুল করতে পারেন না! তাঁর পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিই হচ্ছে ত্বনিয়ার সবচেয়ে সেরা মতবাদ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থূল আর সূক্ষ্ম জড়বস্তু, এতে সঙ্গতি পূর্ণতম, শ্রেষ্ঠতম হয়ে উঠেছে।

ঊনত্রিশ

ক্যাণ্ডিড, ব্যারণ, প্যানগ্লস, মার্টিন এবং কাকাম্বো সকলেই পরস্পরকে যে যার কাহিনী বলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল তুনিয়ায় কোন্ ঘটনাটি অনিশ্চিত—আর কোন্‌টি ধ্রুব এই নিয়ে বিতর্ক। কার্যকারণ নিয়ে তর্ক চলল, নৈতিক আর দৈহিক পাপ, স্বাধীনতা আর প্রয়োজন আর গ্যালীতে সান্ত্বনা কি করে পাওয়া যায়—তারই আলোচনায় ওঁরা মত্ত হয়ে রইলেন। এরই মধ্যে প্রপণ্টিসের তীরে এসে ভিড়ল জাহাজ—ওঁরা এসে পৌঁছলেন ট্রানসিলভানিয়ার রাজার বাড়িতে। প্রথমেই ওরা দেখলেন, কুমারী আর বৃদ্ধা তারে টেবিল-ঝাড়ন মেলে দিচ্ছেন।

ব্যারণ তো দৃশ্য দেখে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। উগ্র প্রেমিক ক্যাণ্ডিড অবধি কুমারীর রোদে পোড়া চেহারা দেখে শিউরিয়ে উঠে পিছু হটে এল। চোখ তাঁর ঘোর রক্তবর্ণ, গ্রীবা শুকিয়ে গেছে, গণ্ডে পড়েছে ভাঁজ, বাহু তুখানি যেমন লাল, তেমনি শক্ত। কামনার থেকে ভদ্রতাই তখন আসল হয়ে উঠল। সে এগিয়ে গেল। কুমারী ক্যাণ্ডিডকে, তারপরে তাঁর ভাইকে আলিঙ্গন করলেন। আবার তাঁরা বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরলেন। ক্যাণ্ডিড তুজনকেই মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করল।

পাশেই একটা ছোটখাটো খামার ছিল। বৃদ্ধা ক্যাণ্ডিডকে সেটা কিনে নিতে পরামর্শ দিলে। গোটা দলটির উপযুক্ত আবাস না পাওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা হ'ল। কুমারী জানেন না তিনি

এমন কুৎসিত হয়ে গেছেন। কেউ তাঁকে একথা বলেনি। তিনি এবার ক্যাণ্ডিডকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। এমন দৃঢ়ভাবেই করলেন যে, ক্যাণ্ডিড প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করলে না। ব্যারণকে যখন এ সংবাদ দেওয়া হ'ল তিনি বললেন,

আমার ভগিনী যে নিজেকে এতখানি হীন করে তুলবেন—তা আমি হতে দেব না। আর তোমার ঔদ্ধত্যও আমি ক্ষমা করব না। এ কলঙ্ক আমার উপর অরোপ করা হবে—তা আমি চাই না। আমার ভগিনীর সন্তানরা কখনো অভিজাত জার্মাণ পরিবারে ঠাঁই পাবে না। না—না—আমার ভগিনী ব্যারণ ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবেন না!

কুমারী তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে সিক্ত করে দিলেন দুখানি পা। কিন্তু ব্যারণ অনমনীয়।

ক্যাণ্ডিড চীৎকার করে উঠল, ওরে অকৃতজ্ঞ! আমি তোমাকে গ্যালি থেকে উদ্ধার করলাম—তোমার আর তোমার বোনের মুক্তিপণ দিলাম! সে ঝি-গিরি করছিল—ডাইনীর মতো কুৎসিত হয়ে গেছে তার চেহারা, তবু আমি ভদ্র বলেই তাকে বিবাহ করতে চাই—আর তুমি এখনো ওজর-আপত্তির ভাণ করছ। তুমি গাধা বলেই করছ। আমাকে তুমি ক্ষিপ্ত করে তুলেছ, আমার ইচ্ছে তোমাকে আবার হত্যা করি। ব্যারণ বললেন, যদি ইচ্ছা হয়, তাই-ই কর। কিন্তু আমি যতদিন জীবিত আছি, তুমি আমার ভগিনীকে বিবাহ করতে পারবে না—পারবে না!

ত্রিশ

তলায় তলায় কুমারীকে বিবাহ করার ইচ্ছে ক্যাণ্ডিডেরও তেমন নেই। কিন্তু ব্যারণের চরম ঔদ্ধত্যে সে দৃঢ় সংকল্প করলে—এ বিবাহ সে করবেই। আর কুমারীও এমন ব্যগ্র হয়ে পীড়াপীড়ি শুরু করে করে দিলেন যে, সে পিছু হটতে পারলে না। প্যানগ্লস মার্টিন আর বিশ্বাসী অনুচর কাকাম্বোর সঙ্গে পরামর্শ করলে। প্যানগ্লস এক অপূর্ব বিধান তৈরী করলেন—তিনি তাতে প্রমাণ করে দিলেন যে, ব্যারণের তাঁর ভগ্নীর উপর কোন দাবী নেই, সাম্রাজ্যের সমস্ত আইন-কানুন অনুসারে কুমারী ক্যাণ্ডিডকে তাঁর বাম পাণী পীড়ন করতে দিতেও পারেন। মার্টিন ব্যারণকে সাগরে নিক্ষেপ করবার উপায় বাত্‌লালেন। আর কাকাম্বোর মত—তাঁকে আবার লেভান্তনিবাসী ক্যাপ্টেনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক—তিনি আবার গ্যালি-দাস বৃত্তিতেই বহাল হ'ন। ককোম্বোর পরামর্শই ভাল বলে মনে হ'ল। বৃদ্ধাও অনুমোদন করলে। কিন্তু কুমারীকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানান হ'ল না। কিছু অর্থ দিয়ে ব্যাপারটা হাঁসিল করা হ'ল। আর এমনি করেই একজন জার্মান ব্যারণের দর্প খর্ব করে ওঁরা আনন্দ পেলেন।

এত বিপর্যয়ের পর ক্যাণ্ডিড খুবই সুখে থাকবে এইটেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রিয়াকে সে বিয়ে করল, দার্শনিক

প্যানগ্লস আর মার্টিনের সাহচর্য সে পেল, পাশে রইল বিচক্ষণ কাকাম্বো আর বৃদ্ধা। বিশেষ করে আদিবাসী ইন্‌কাদের দেশ থেকে সে নিয়ে এসেছে অতো হীরে জহরৎ। কিন্তু ইহুদীদের প্রতারণায় সেই হীরে জহরতের আর কিছুই রইল না। শুধু রইল খামার বাড়িখানি, স্ত্রীও দিনে দিনে আরো কুশ্রী হয়ে উঠতে লাগলেন। তিরিক্ষি হয়ে উঠলো তাঁর মেজাজ—অসহ্যই ঠেকতে লাগল। বৃদ্ধাও তখন বড় অশক্ত, কুনেগোণ্ডের থেকে তার মেজাজ আরো এককাঠি চড়া। কাকাম্বোর কাজ বাগানে; সে কনস্তান্তিনোপলে শাকশব্জী বেচতেও যায়। খেটে খেটে সেও হয়রান, তাই খালি নিজের ভাগ্যকে দোষে। প্যানগ্লসও হতাশায় অধীর, কোন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় তিনি অলঙ্কৃত করতে পারলেন না এই তাঁর দুঃখ। আর মার্টিনের কথা! তাঁর তো প্রথম থেকেই দৃঢ় বিশ্বাস সব কিছুই অমঙ্গলময়—তাই তিনি ধীর ভাবে সইছেন সবকিছু। ক্যাণ্ডিড, প্যানগ্লস আর মার্টিন মিলে মাঝে মাঝে দর্শন আর নীতিশাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক করেন। খামার-বাড়ির জানালা দিয়ে দেখা যায় নৌকার সার চলেছে। কোনটায় বা তুর্কিস্তানের রাজনীতিজ্ঞদের ভিড়, কোনটায় বা আছেন জঙ্গীলাট, কোনটায় বা কাজীরা—ওঁরা চলেছেন লেমনস, মিতেলিস বা এরজেরামে নির্বাসনে। আবার নির্বাসিতদের স্থান পরিপূর্ণ করতে আসছেন কাজী, লাট আর রাজনীতিজ্ঞের দল। তাঁদের নির্বাসনের পালাও এল বলে। শূলের উপর সাজান মস্তকের সারও তাঁরা

দেখেন—যেন এক বিরাট প্রদর্শনী বসে গেছে বলেই মনে হয়। এই সব দৃশ্য দেখে দার্শনিকরা আবার নতুন করে বিতর্ক শুরু করে দেন। যখন বিতর্ক চলে না, অবসাদ অসহ্য হয়ে ওঠে। বৃদ্ধা একদিন বলেই ফেললে,

আমি জানতে চাই কোন্‌টা ভাল ঃ—একশোবার নিগ্রো বোম্বেটের বলাৎকার, একটি নিতম্ব কেটে ফেলা, গোটা বুলগার বাহিনীর হাতে চাবুক—কোড়া খাওয়া—না ফাঁসিকাঠে ঝোলা—শবব্যবচ্ছেদ না গ্যালীদাস হয়ে দাঁড় বাওয়া—এক কথায় আমরা সবাই যত সয়েছি—সেই-ই বেঠিক—না এখানে ঠুটো হয়ে বসে থাকাই ঠিক ?

ক্যাণ্ডিড বললে, সেই তো প্রশ্ন।

বৃদ্ধার কথায় আবার নতুন করে শুরু হ'ল ভাবনা। মার্টিনের সিদ্ধান্ত—মানুষ হয় উদ্বেগে অস্থির হবে, নয় তো অলসতার একঘেয়েমি সইবে। ক্যাণ্ডিড তার সঙ্গে একমত হতে পারলে না, কিন্তু কিছু না বলে নীরব রইল। প্যানগ্লসও স্বীকার করলেন, তাঁর দুর্দশা সব সময়েই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিরদিন মঙ্গলের ধুয়ো ধরেছেন বলে এখনো তাঁর সেই ধারণাই দৃঢ়ভাবে জাহির করলেন। যদিও তাঁর আসল মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েই দেখা দিল।

একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। মার্টিনের হীন মতবাদ এতে আরো দৃঢ় হ'ল। প্যানগ্লস বিব্রত, ক্যাণ্ডিড যেন আরো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। পাকেৎ আর ভাই-জিরোফ্লি, একেবারে

চরম দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে এল সেই খুদে খামারে—তাদের আগমনই হয়ে উঠল এক ঘটনা। তাদের তিন হাজার মোহর ক'দিনেই তারা উড়িয়ে দেয়। আসে বিচ্ছেদ, আবার মিলন হয়। আবার শুরু হয় বিবাদ। দুজনেই জেলখানায় ছিল, পালিয়েও আসে। অবশেষে ভাই-জিরোফ্লি একেবারে নাস্তিক হয়ে পড়ে। পাকেৎ তার পেশা শুরু করে দেয়, কিন্তু নিজের কোন মুনাফাই তাতে হয় না।

মার্টিন ক্যাণ্ডিডকে বললেন, আগেই জানতাম, আপনার এ উপহার শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। তখন আগের চেয়ে চরম দশাই হবে। আপনি আর কাকাম্বো তো লাখো লাখো টাকা উড়িয়েছেন—কিন্তু আপনারাও তো ভাই-জিরোফ্লি আর পাকেতের চেয়ে কোন অংশে সুখী নন।

প্যানগ্লস পাকেৎকে বললেন, বৎসে, অবশেষে ঈশ্বর তোমাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন,। তোমার মনে আছে তুমি আমার এক চোখ, এক কান আর নাকের ডগাটি হারাবার কারণ? আজ তোমার এই হাল! হায়, এ কি পৃথিবী আমাদের!

এই নতুন ঘটনায় আবার দ্বিগুণ উৎসাহে চলল আলোচনা।

পাশেই ছিলেন এক প্রসিদ্ধ দরবেশ। তিনি তুর্কিস্তানের সবচেয়ে সেরা দার্শনিক বলে খ্যাত। ওরা তাঁর পরামর্শ নিতে গেল। প্যানগ্লস হলেন ওদের মুখপাত্র। তিনি বললেন, প্রভু, আমরা আপনার কাছে এক ভিক্ষা নিয়ে এসেছি। আপনি

অনুগ্রহ করে বলবেন কি—কেন তুনিয়ায় মানুষ নামে এই অদ্ভুত জানোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল ?

দরবেশ বললেন—একথার সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ কি? এ কি আপনাদের ব্যাপার ?

ক্ল্যাণ্ডিড বলে উঠল, বাবা, নিশ্চয়ই এ আমাদের ব্যাপার। তুনিয়ায় তো পাপের অন্ত নেই।

দরবেশ বললেন, যদি থাকে তাতেই বা কি? যখন মহামান্য সুলতান মিশরে জাহাজ পাঠান, আপনার কি মনে হয়—জাহাজের ইঁতুরগুলো সুখে আছে কি নেই—এ নিয়ে কি তিনি মাথা ঘামান ?

প্যানগ্লস বললেন, তাহ'লে কি কর্তব্য ?

আপনি চুপ করুন, দরবেশ বলে উঠলেন।

প্যানগ্লস বললেন, আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম—আপনার সঙ্গে কার্যকারণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে। আমরা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সেরা তুনিয়ার কথা, পাপের উৎস আর আত্মার প্রকৃতি আর পূর্ব-স্থাপিত সঙ্গতি নিয়ে তু' চারটে কথা বলব।

দরবেশ এই কথা শুনে উঠে পড়ে ওদের মুখের উপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আলাপ-আলোচনার কালে খবর এল তু'জন উজীর, একজন কাজীকে কনস্তান্তিনোপলে ফাঁসি লটকানো হয়েছে—তাঁদের কয়েকজন বন্ধুকে চড়ানো হয়েছে শূলে। এই আকস্মিক

দুর্ঘটনায় কয়েক ঘণ্টা ধরে সাড়া পড়ে গেল। প্যানগ্লস, মার্টিন আর ক্যাণ্ডিড খামারে ফেরার পথে একজন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের দেখা পেলেন। কমলালেবুর কুঞ্জের তলায় নিজের বাড়ির দরজায় বসে বিশুদ্ধ হাওয়া উপভোগ করছেন। প্যানগ্লস তর্কবিতর্কের মতোই খোসগল্প ভালবাসেন। তাই, বৃদ্ধকে যে কাজীকে ফাঁসি লটকানো হ'ল তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, আমার জানা নেই। আমি কোন কাজী বা উজীরের নাম জানি না। তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এ কথা বোধ হয় সত্য—যারা রাজনীতি করে তাদের কখনো না কখনো এই দশা হবেই—আর এ তাদের প্রাপ্যও বটে। কনস্তান্তিনোপলে কি ঘটলো না ঘটলো—তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। আমার বাগানের উৎপন্ন দ্রব্য সেখানে বিক্রি করতে পাঠাই—আর তাতেই আমি খুসী।

এই কথা বলে তিনি আগন্তুকদের বাড়ির ভিতরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। তাঁর দুই ছেলে আর মেয়েরা তাঁদের পরিবেশন করলে রকমারি সরবৎ, এ তাদের নিজেদের হাতে তৈরী। তা ছাড়া এল লেবু, কমলালেবু, আনারস, এবং খোসবাইওয়ালা নানা পানীয়। মোকা কাফি (আরবের মোকা বন্দর থেকে আমদানী উত্তম কাফি) ও পরিবেশন করা হ'ল—বাটাভিয়া আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিশ্রী কাফি তার সঙ্গে মেশানো নয়। এই জলযোগের পর সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোকের দুটি কন্যা অতিথিত্রয়ের দাড়িতে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে।

ক্যাণ্ডিড তুর্কীকে শুধালে, আপনার নিশ্চয়ই বিরাট জমিদারী ?

তুর্কী বললেন, মাত্র বিশ একর। আমার ছেলেমেয়েরা চাষবাস করতে সাহায্য করে। আমরা দেখেছি শ্রমে তিন-তিনটি মহা পাপ দূর হয়। মহাপাপগুলো হচ্ছে একঘেয়েমি, দুষ্কৃতি আর দারিদ্র্য।

তুর্কী ভদ্রলোকটি যা বলেছিলেন, নিজের খামারে ফিরে আসতে-আসতে সেই কথাই ভাবছিল ক্যাণ্ডিড। সে প্যানগ্লস আর মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললে, ঐ যে ছ'জন রাজা মহারাজার সঙ্গে বসে ভোজ খেয়েছি, তাদের চেয়ে এই বৃদ্ধ অনেক উঁচুদরের মানুষ।

প্যানগ্লস মন্তব্য করলেন, প্রতিটি দার্শনিকই জানেন যে, প্রভূত ভূসম্পত্তি সব সময়েই বিপজ্জনক। কারণ মোয়াথের রাজা এগলন এহুদের দ্বারা নিহত হন। আবার আবাসালমকে কেশের ফাঁসে লটকানো হয়, তিন-তিনটে বর্শার আঘাত ছিল তাঁর বুকে। জেরোবোয়ামের পুত্র রাজা নাদাব বাসা দ্বারা হত হন। রাজা ইলিয়া হন জিমরি দ্বারা। জোরামের মৃত্যুর কারণ হলেন জেহু। আথালিয়ার জেহোয়াদা দ্বারা। রাজা জেহোয়াকিম, রাজা জেহোয়াতস, রাজা জেদেকায়া বনে গেলেন ক্রীতদাস। তোমরা তো ক্রুসাস, আস্তায়েজ দরিয়াবুস সাইরাকিউসের দায়োনিসিয়াস, ফিরাস, পারসিউস, হানিবল, জুগার্থা, আরিয়োভিস্তাস, সীজার, পম্পী, নিরো, ওথো, ভিটেলিয়াম, ডোমিসিয়ান, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় রিচার্ড, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, ষষ্ঠ

হেনরী, তৃতীয় রিচার্ড, স্কটের রাণী মেরী, প্রথম চালস, ফ্রান্সের তিনজন হেনরী এবং সম্রাট চতুর্থ হেনরীর শোচনীয় পরিণামের কথা জানই। এও জান যে—

ক্যাণ্ডিড বললে, এও জানি, আমাদের উচিত হচ্ছে চাষবাস—বাগ-বাগিচা তৈরী।

প্যানগ্লস বললেন, তুমি যথার্থ কথাই বলেছ। মানুষকে স্বর্গোদ্যানে স্থাপন করা হয়েছিল তার রক্ষণাবেক্ষণ ও মালীর কাজের জন্য। তার মানে কাজ কবার জন্যই তাকে রাখা হয়েছিল। এর থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, আরামের জন্য মানুষের জন্ম হয়নি।

মার্টিন বললেন, তর্ক-বিতর্ক না করে আমরা কাজ করে যাব। দুর্বিসহ জীবনকে সুস্থ করে তোলার এই তো একমাত্র পথ।

তারিফ করবার মতো পরিকল্পনা। গোটা পরিবার তা মেনেও নিলে—যার যেমন কাজ তাতেই লেগে গেল! জমিজমা বড়ই কম—তবু তাতেই ফলল প্রচুর শস্য। অস্বীকার করবার জো নেই যে, কুনেগোণ্ড তখন সত্যই কুৎসিত হয়ে গেছেন, কিন্তু পিঠে তৈরী করিয়ে হিসেবে তিনি তখন সেরা। পাকেৎ সূচী-কর্মে কুশল আর বৃদ্ধা তো পোষাক-আসাক ধোয়ার ভার নিলে। অলস কেউই নেই। এমন কি ভ্রাতা-জিরোফ্লিও এখন ছুতোরের কাজে দড় হয়ে উঠেছে।

প্যানগ্লসের কথা বলি। তাঁর কেমন এক সূক্ষ্ম চেতনা দেখা দিয়েছে যে, নিজের মতবাদ বজায় রাখতে হলে অবিরাম

পরিশ্রম চাই—আর চাই নব নব উদ্ভাবনী শক্তি। কিন্তু তবু তিনি সেই মতবাদকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। মুহূর্তের জন্যও তাঁর ভাবনা বা কথাবার্তা এই মতবাদ থেকে বিচ্যুত হয় না। সুযোগ পেলেই ক্যাণ্ডিডকে বলেন,

এই জগতের সেরা জগতে সমস্ত ঘটনাগুলিই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই ঘটনাবলীর বিশাল শৃঙ্খলে যদি একটিমাত্র যোগসূত্রও বাদ পড়ে যায়, তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সঙ্গতি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমার ক্ষেত্রেই দেখ। তুমি যদি নিষ্ঠুর পদাঘাতে সেই সুন্দর প্রাসাদ-দুর্গ থেকে কুমারী কুনেগোণ্ডের প্রতি প্রেমের জন্য বিতাড়িত না হতে, যদি ধর্মাধিকারের বন্দী না হতে, পদব্রজে যদি মার্কিন মুলুকে টহল না দিতে—যদি ব্যারণের বুকে না বসিয়ে দিতে তোমার তলোয়ার, সুবর্ণভূমি থেকে আনীত সমস্ত ভেড়াগুলি ঐশ্বর্যসহ যদি না হারিয়ে ফেল্‌তে, তাহলে তো এখানে আজ তোমাকে দেখা যেত না। এখানে বসে চিনির রসে ফেলা ফল আর বাদামও চিবুতে না।

ক্যাণ্ডিড বললে, যথার্থ কথাই বলেছ গুরু। এবার চল বাগানের কাজে যাই।